টীকা-৭৩. গ্রেফতার হয়ে; তাদের স্বামী ব্যতিরেকেই । তারা তোমাদের জন্য 'ইস্তিব্‌রা' (استبراء) ★-এর পর হালাল । যদিও 'দার-আল্-হারব্' (প্রতিপক্ষীয় কাফির রাষ্ট্র)-এর মধ্যে তাদের স্বামী মওজূদ থাকে । কেননা, দু'রাষ্ট্র পরস্পর পৃথক হওয়ার ফলে তাদের স্বামীর সাথে বিচ্ছেদ ঘটেছে।

শানে নুযূলঃ হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "আমরা একদিন বহু সংখ্যক এমন কয়েদী নারী পেয়েছিলাম, যাদের স্বামী 'দারুল হারব্'-এর মধ্যে মওজুদ ছিলো । তখন আমরা তাদের সাথে সহবাস করার বেলায় চিন্তা-ভাবনা করলাম এবং বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে মাস্‌আলা জিজ্ঞাসা করলাম । এর উত্তরে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।"

টীকা-৭৪. অর্থাৎ উপরোল্লেখিত মহিলারা, যাদের সাথে বিবাহ করা হারাম।

টীকা-৭৫. বিবাহ দ্বারা কিংবা হাতের মালিকানা দ্বারা।

এ আয়াত থেকে কতিপয় মাস্‌আলা প্রতিভাত হয়ঃ

২৪. এবং হারাম সধবা নারীরা কিন্তু কাফিরদের স্ত্রীরা, যারা তোমাদের অধিকারে এসে যায় (৭৩); এটা আল্লাহর লিপিবদ্ধ (বিধান) তোমাদের উপর; এবং এসব (৭৪) ছাড়া যারা অবশিষ্ট আছে তারা তোমাদের জন্য হালাল যে, নিজেদের অর্থের বিনিময়ে তালাশ করো বন্ধনে আনতে (৭৫); বীর্যপাত ঘটানোর জন্য নয় (৭৬)। সুতরাং যেসব নারীকে বিবাহাধীনে আনতে চাও তাদের নির্দ্ধারিত মহর তাদেরকে অর্পণ করো এবং মহর নির্দ্ধারণের পর যদি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে কোন সন্তুষ্টি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তবে তাতে গুনাহ্ নেই (৭৭)। নিশ্চয় আল্লাহ্ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়।

২৫. এবং তোমাদের মধ্যে সামর্থ্য না থাকার কারণে যাদের বিবাহ বন্ধনে স্বাধীনা ঈমানদার নারী না থাকে তবে তাদেরকেই বিবাহ করো, যারা তোমাদের হাতের মালিকানাধীন রয়েছে- ঈমানদার দাসীগণ (৭৮) এবং আল্লাহ্ তোমাদের ঈমান সম্বন্ধে ভাল জানেন। তোমাদের মধ্যে একে অপর থেকেই। সুতরাং তাদেরকেই বিবাহ করো (৭৯)

وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ۗ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ۗ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوْهُنَّ

মাস্‌আলাঃ বিবাহে 'মহর' আবশ্যকীয়।

মাস্‌আলাঃ যদি 'মহর' নির্দ্ধারিত না হয় তবুও তা 'ওয়াজিব' (অপরিহার্য) হয়ে যায়।

মাস্‌আলাঃ 'মহর' মালই হয়ে থাকে; সেবা, শিক্ষাদান ইত্যাদি নয়। সেগুলো 'মাল' নয়।

মাস্‌আলাঃ এতই স্বল্প, যাকে 'মাল' বলা যায়না, 'মহর' হবার যোগ্যতা রাখেনা। হযরত জাবির ও হযরত আলী মুর্তাদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত- 'মহর'-এর নিম্নতম পরিমাণ দশ দিরহাম; তা থেকে কম হতে পারেনা।

টীকা-৭৬. একথা দ্বারা 'ব্যভিচার' বুঝানো উদ্দেশ্য। আর এ বিবরণের মধ্যে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে যে, যিনাকারী শুধু যৌন-প্রবৃত্তিকেই চরিতার্থ করে ও যৌন-উন্মাদনা দূর করে। তার কর্ম সঠিক ও সদুদ্দেশ্য হতে শূন্য হয়ে থাকে- না সন্তান লাভ করা, না স্বীয় বংশীয় ধারা ও বংশীয় মর্যাদাকে সংরক্ষণ করা, না নিজেকে হারাম থেকে রক্ষা করা। এসব থেকে কোনটাই তার লক্ষ্য থাকেনা। সে আপন বীর্য ও সম্পদকে বিনষ্ট করে দ্বীন ও দুনিয়ার ক্ষতিতেই পতিত হয়।

টীকা-৭৭. চাই স্ত্রী নির্দ্ধারিত 'মহর' থেকে কিছু হ্রাস করে দিক কিংবা সম্পূর্ণটাই ক্ষমা করে দিক অথবা স্বামী 'মহর'-এর পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করে দিক।

টীকা-৭৮. অর্থাৎ মুসলমানদের ঈমানদার বাঁদীসমূহ। কেননা, বিবাহ আপন দাসীর সাথে বিশুদ্ধ হয়না। সেতো বিবাহ ব্যতিরেকেই মুনিবের জন্য হালাল। অর্থ এ যে, যে ব্যক্তি স্বাধীনা ঈমানদার নারীর সাথে বিবাহ করার ক্ষমতা ও সামর্থ্য রাখেনা, সে ঈমানদার দাসীর সাথে বিবাহ করবে। এটা কোন লজ্জার ব্যাপার নয়।

মাস্‌আলাঃ যে ব্যক্তি স্বাধীনা নারীর সাথে বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে তার জন্যও মুসলমান দাসীর সাথে বিবাহ করা বৈধ। এ মাস্‌আলাটা এ আয়াতে তো নেই; কিন্তু উপরোক্ত আয়াত- وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ দ্বারা প্রমাণিত হয়।

মাস্‌আলাঃ অনুরূপভাবে, কিতাবী দাসীর সাথেও বিবাহ করা বৈধ। তবে, ঈমানদার দাসীর সাথে উত্তম ও মুস্তাহাব; যেমন এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো।

টীকা-৭৯. এটা কোনরূপ লজ্জার কথা নয়। উৎকৃষ্টতা তো ঈমানের কারণে। সেটাকেই যথেষ্ট মনে করো।

★ استبراء ঃ ইদ্দত পালন অথবা সন্তান প্রসবের ফলে গর্ভমুক্ত হওয়া।

টীকা-৮০. মাস্আলাঃ এ থেকে প্রতিভাত হয় যে, ক্রীতদাসীর তার মুনিবের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করার অধিকার নেই। অনুরূপভাবে, ক্রীতদাসেরও

টীকা-৮১. যদিও মালিক তাদের মহরেরও অভিভাবক; কিন্তু ক্রীতদাসীদেরকে অর্পণ করা মুনিবকে অর্পণ করারই নামান্তর মাত্র। কারণ, তার নিজের ও তার আয়ত্বাধীন সব কিছুর মালিকানা মুনিবেরই। অথবা এ অর্থ যে, 'তাদের মালিকদের অনুমতিক্রমে মহর তাদেরকে অর্পণ করো।'

بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٥

তাদের মালিকদের অনুমতি সাপেক্ষে (৮০) এবং দস্তুর মোতাবেক তাদের মহর তাদেরকে অর্পণ করো (৮১) এমতাবস্থায় যে, তারা বিবাহ বন্ধনে আসবে– না যৌন-উম্মাদনা চরিতার্থ-কারীণী হয়ে, না উপপতি গ্রহণকারীণী রূপে (৮২)। যখন তারা বিবাহ বন্ধনে এসে যায় (৮৩) অতঃপর ব্যভিচার করে তবে তাদের উপর ঐ শাস্তির অর্দ্ধেক (বর্তাবে) যা স্বাধীনা নারীদের উপর বর্তায় (৮৪)। এটা (৮৫) তারই জন্য যে তোমাদের মধ্যে ব্যভিচারের আশংকা করে। এবং ধৈর্যধারণ করা তোমাদের জন্য উত্তম (৮৬)। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

রুকূ' – পাঁচ

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٢٦

২৬. আল্লাহ্ চান আপন বিধানাবলী তোমাদের জন্য বর্ণনা করতে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি বলে দিতে (৮৭) আর তোমাদের প্রতি আপন করুণা সহকারে প্রত্যাবর্তন করতে। এবং আল্লাহ্ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়।

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ٢٧

২৭. এবং আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি আপন কৃপা সহকারে প্রত্যাবর্তন করতে চান এবং যারা আপন প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায় যেন তোমরা সরল পথ থেকে বিস্তর পৃথক হয়ে যাও (৮৮)।

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ٢٨

২৮. আল্লাহ্ চান তোমাদের ভার লঘু করে দিতে (৮৯) এবং মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে (৯০)।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

২৯. হে ঈমানদারগণ! পরস্পরের মধ্যে একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করোনা (৯১); কিন্তু এ যে, কোন ব্যবসা তোমাদের পারস্পরিক রেযামন্দিতে হয় (৯২)। এবং নিজেদের প্রাণগুলোকে হত্যা করোনা (৯৩)। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি দয়াবান।

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ٣٠

৩০. এবং যে অত্যাচার ও সীমালংঘন করে এমন করবে, তবে অনতিবিলম্বে আমি তাকে আগুনে প্রবিষ্ট করবো এবং এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজসাধ্য।

টীকা-৮২. অর্থাৎ প্রকাশ্যভাবে ও গোপনে কোন অবস্থাতেই ব্যভিচার করেনা।

টীকা-৮৩. এবং স্বামী সম্পন্না হয়ে যায়।

টীকা-৮৪. যারা স্বামী সম্পন্না না হয়, অর্থাৎ পঞ্চাশ চাবুক। কেননা, স্বাধীনার জন্য একশত চাবুক। আর ক্রীতদাসীদেরকে প্রস্তর নিক্ষেপ করা যায়না। কেননা, প্রস্তর নিক্ষেপকে অর্দ্ধ ভাগে ভাগ করা যায়না।

টীকা-৮৫. ক্রীতদাসীকে বিবাহ করা।

টীকা-৮৬. ক্রীতদাসীর সাথে বিবাহ করা অপেক্ষা। কেননা, তার গর্ভ থেকে দাসই জন্মলাভ করবে।

টীকা-৮৭. নবীগণ ও সৎকর্মপরায়ণদের।

টীকা-৮৮. এবং হারামে লিপ্ত হয়ে তাদেরই মত হয়ে যাও!

টীকা-৮৯. এবং আপন অনুগ্রহ দ্বারা বিধানাবলী সহজ করে দিতে।

টীকা-৯০. তার পক্ষে নারীগণ ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা থেকে ধৈর্যধারণ করা কষ্টসাধ্য।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "নারীদের মধ্যে মঙ্গল নেই এবং তাদের দিক থেকে ধৈর্যও ধারণ করা যায়না। সৎ-লোকদের উপর তারা প্রভাব বিস্তার করে জয়ী হয়ে যায়, মন্দ লোকেরা তাদের উপর প্রভাব ফেলে জয়ী হয়।"

টীকা-৯১. চুরি, অবিশ্বস্ততা, ক্রোধ, জুয়া, সুদ- যত হারাম পন্থাই রয়েছে সবই অন্যায়, সবই নিষিদ্ধ।

টীকা-৯২. তা তোমাদের জন্য হালাল।

টীকা-৯৩. এমন সব অবলম্বন করে যেগুলো দুনিয়া ও আখিরাতে ধ্বংসের কারণ হয়। এতে মুসলমানদেরকে হত্যা

করার বিষয়ও অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। বস্তুতঃ মু'মিনকে হত্যা করা খোদ্ নিজেকেই হত্যা করার শামিল। কেননা, সমস্ত মু'মিন একই প্রাণের মত।

মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে 'আত্মহত্যা' হারাম হওয়া প্রমাণিত হয় এবং রিপুর অনুসরণ করে হারামে লিপ্ত হওয়াও নিজে নিজেকে ধ্বংস করার নামান্তর মাত্র।

টীকা-৯৪. এবং যেগুলোর বিরুদ্ধে হুমকি এসেছে অর্থাৎ শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। যেমন- হত্যা, ব্যভিচার ও চুরি ইত্যাদি।

টীকা-৯৫. সগীরাহ্ গুনাহসমূহ।

মাস্আলাঃ কুফর ও শির্ক ক্ষমা করা হবেনা যদি মানুষ সেটার উপর মৃত্যুমুখে পতিত হয় (আল্লাহর পানাহ্)! অবশিষ্ট সব গুনাহ্- 'সগীরাহ্' হোক কিংবা 'কবীরাহ্' (ছোট কিংবা বড়) আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন- ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দেবেন, ইচ্ছা হলে ক্ষমা করবেন।

টীকা-৯৬. পার্থিব দিক দিয়ে কিংবা ধর্মীয় দিক থেকে, যাতে পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি না হয়।

হিংসা অতীব মন্দ স্বভাব। হিংসুক ব্যক্তি অন্য কাউকেও ভাল অবস্থায় দেখলে নিজের জন্য তা কামনা করে এবং সাথে সাথে এটাও চায় যে, তার ভাই সেই নি'মাত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাক। এটা নিষিদ্ধ। বান্দার উচিত যেন আল্লাহ্র নির্দ্ধারিত নিয়তির উপর সন্তুষ্ট থাকে; তিনি যে বান্দাকে যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন- চাই সেটা ধন-দৌলত ও প্রাচুর্যের হোক, অথবা ধর্মীয় পদ-মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব হোক। এটা তাঁরই হিকমত।

শানে নুযূলঃ যখন 'মীরাস' বা উত্তরাধিকার বিষয়ক আয়াতে لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (পুরুষের অংশ দু'নারীর সমান) অবতীর্ণ হলো এবং মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে পুরুষের অংশ নারী অপেক্ষা দ্বিগুণ নির্দ্ধারিত হলো, তখন পুরুষেরা বললো, "আমরা আশা করি, আখিরাতে সৎকর্মের সাওয়াবও আমরা নারীদের তুলনায় দ্বিগুণ পাবো।" আর নারীরা বললো, "আমরা'ও আশা করি যে, পাপের শাস্তিও আমাদেরকে পুরুষের অর্দ্ধেক দেয়া হবে।" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যাকে যেই শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তা হিকমত বৈ কিছুই নয়। বান্দার উচিত যেন তাঁরই ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকে।

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ۝

৩১. যদি বিরত থাকো মহা পাপাচারসমূহ থেকে, যে গুলো তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে (৯৪), তবে তোমাদের অন্যান্য পাপ (৯৫) আমি ক্ষমা করে দেবো এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাবো।

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

৩২. এবং সেটার লালসা করোনা, যা দ্বারা আল্লাহ্ তোমাদের মধ্য থেকে একজে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন (৯৬)। পুরুষদের জন্য তাদের উপার্জন থেকে অংশ রয়েছে এবং নারীদের জন্য তাদের উপার্জন থেকে অংশ রয়েছে (৯৭) এবং আল্লাহ্র নিকট থেকে তাঁর অনুগ্রহ চাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু জানেন।

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝

৩৩. এবং আমি প্রত্যেকটি সম্পত্তির জন্য উত্তরাধিকারী করে দিয়েছি- যা কিছু রেখে যায় মাতা-পিতা এবং নিকটাত্মীয়গণ এবং ঐসব লোক, যাদের সাথে তোমাদের অঙ্গীকার সম্পন্ন হয়েছে (৯৮) তাদেরকে তাদের অংশ অর্পণ করো। নিশ্চয় প্রত্যেক কিছু আল্লাহ্র সম্মুখে রয়েছে।

রুকূ' - ছয়

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

৩৪. পুরুষ হচ্ছে কর্তা- নারীদের উপর (৯৯)

টীকা-৯৭. প্রত্যেকে তার কর্মফল পাবে।

শানে নুযূলঃ উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন, "আমরাও যদি পুরুষ হতাম, তবে আমরাও জিহাদ করতাম এবং পুরুষদের ন্যায় প্রাণ উৎসর্গ করার মহা পুরস্কার লাভ করতাম।" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদেরকে শান্তনা দেয়া হয়েছে যে, পুরুষেরা জিহাদ করে সাওয়াব লাভ করতে পারে আর নারীরা তাদের স্বামীদের আনুগত্য ও সতীত্ব রক্ষা করে সাওয়াব লাভ করতে পারে।

টীকা-৯৮. এ থেকে 'আক্বদে মুওয়ালাত' (عقد موالات) বা পরস্পর অভিভাবক ও উত্তরাধিকারী বানা'নোর চুক্তি বুঝানো উদ্দেশ্য। এটার প্রকৃতি এরূপ- কোন বংশপরিচয়হীন লোক অপর কাউকে এ কথা বলবে, "তুমি আমার অভিভাবক (مولى), আমি মৃত্যুবরণ করলে তুমি আমার ওয়ারিশ হবে। আর আমি কোন অপরাধ করলে তোমাকেই সেটার 'রক্তপণ' (دیت) দিতে হবে। অপরজন বলবে, "আমি গ্রহণ করলাম।" এমতাবস্থায় এ চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যায় আর গ্রহণকারী ওয়ারিশ হয়ে যায়। প্রয়োজনে 'রক্তপণ' দেয়াও তার উপর অপরিহার্য হয়ে যায়।

আর অপরজনও যদি তার মত বংশ-পরিচয়হীন হয় এবং তেমনি বলে আর সেও একথা গ্রহণ করে নেয়, তবে তাদের মধ্যে প্রত্যেকে অপরের ওয়ারিশ ও তার 'রক্তপণ' (دیت)-এর যিম্মাদার হবে। এ ধরণের চুক্তি (عقد) প্রমাণিত। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমও এর পক্ষে রায় দেন।

টীকা-৯৯. কাজেই, স্ত্রীদের উপর তাঁদের আনুগত্য করা অপরিহার্য এবং পুরুষের অধিকার হলো এ যে, তারা স্ত্রীদের উপর প্রজার ন্যায় কর্তৃত্ব করবে, তাদের সুযোগ-সুবিধা, জীবন যাত্রার সুষ্ঠ ব্যবস্থা, আদব-কায়দার শিক্ষা প্রদান এবং রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

শানে নুযূলঃ হযরত সা'আদ ইবনে রবী' স্বীয় স্ত্রী হাবীবাহ্কে কোন একটা অপরাধের কারণে একটা চপেটাঘাত করেছিলেন। তাঁর পিতা তাঁকে (হাবীবাহ্) বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ করলেন। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

টীকা-১০০. অর্থাৎ পুরুষদেরকে নারীদের উপর বিবেক ও জ্ঞান, জিহাদ, নবূয়ত, খিলাফত, ইমামত, আযান, খোৎবা, জমা'আত, জুমু'আহ, তাক্‌বীর ও তাশরীক্ব, হুদূদ ও ক্বিসাস (অপরাধের নির্দ্ধারিত শাস্তি এবং প্রতিশোধ গ্রহণ)-এর ক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রদান, ত্যাজ্য সম্পত্তিতে দ্বিগুণ অংশ পাওয়া, 'আসাবা' বানানো ★, বিবাহ ও তালাক্বের মালিক হওয়া, বংশসমূহ তাদেরই দিকে সম্পর্কিত হওয়া, নামায-রোযার পূর্ণরূপে উপযোগী হওয়া, যেমন তাদের জন্য কোন সময় এমন নেই যে, তারা নামায-রোযার উপযোগী হয় না, এবং দাঁড়ি ও পাগড়ী দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

টীকা-১০১. মাস্‌আলাঃ এ আয়াত থেকে জানা গেলো যে, স্ত্রীদের ভরণ-পোষণ পুরুষদের উপর ওয়াজিব।

টীকা-১০২. আপন চারিত্রিক পবিত্রতাকে এবং স্বামীর ঘর, মালপত্র এবং তাদের গোপন কথাকে।

টীকা-১০৩. তাদেরকে স্বামীর অবাধ্যতা, তাঁর আনুগত্য না করা এবং তাঁদের অধিকারসমূহের প্রতি সজাগ দৃষ্টি না রাখার বিভিন্ন কুফল বুঝাও, দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে তাদেরকে যেগুলোর সম্মুখীন হতে হবে এবং আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় দেখাও। আর বলো যে, আমাদের প্রতি তোমাদের উপর শরীয়ত-সম্মত কর্তব্য রয়েছে এবং তোমাদের উপর আমাদের আনুগত্য করা ফরয। যদি এতদ্‌সত্ত্বেও না মানে–

টীকা-১০৪. মৃদু প্রহার।

টীকা-১০৫. এবং তোমরা পাপ করো, তবুও তিনি তোমাদের তাওবা কবুল করেন। সুতরাং তোমাদের অধীনস্থ স্ত্রীগণ যদি অপরাধ করার পর ক্ষমা চায়, তবে তাদেরকেও তোমাদের ক্ষমা করে দেয়া অধিকতর সঙ্গত। আল্লাহ্‌র কুদরত ও মহত্ত্বের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে অত্যাচার থেকে বিরত থাকা উচিত।

টীকা-১০৬. এবং তোমরা দেখো যে, বুঝানো, আলাদা শয়ন করা ও প্রহার করা কিছুই ফলপ্রসূ হয়নি এবং উভয়ের বিরোধ দূর হয়নি,

টীকা-১০৭. কেননা, নিকটতম আত্মীয়গণ তাদের আত্মীয়-স্বজনের ঘরোয়া অবস্থাদি সম্পর্কে অবহিত থাকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার মতৈক্যের কামনাও রাখে, উভয় পক্ষের আস্থাও তাদের উপর থাকে এবং তাদেরকে আপন অন্তরের কথা বলতেও কোন দ্বিধা থাকেনা,

টীকা-১০৮. জানেন যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কে অত্যাচারী।

মাস্‌আলাঃ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার অধিকার সালীসদের নেই।

টীকা-১০৯. না প্রাণীকে, না প্রাণহীনকে, না তাঁর রাবূবিয়তের মধ্যে, না তাঁর ইবাদতের মধ্যে।

بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّ بِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ وَالّٰتِیْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ﴿۳۴﴾

এ জন্য যে, আল্লাহ্ তাদের মধ্যে এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন (১০০) এবং এ জন্য যে, পুরুষগণ তাদের উপর ধন-সম্পদ ব্যয় করেছে (১০১)। সুতরাং পুণ্যবতী স্ত্রীগণ আদবসম্পন্না, স্বামীগণের পেছনে হিফাযতে রাখে (১০২) যে ভাবে আল্লাহ্ হিফাযত করার হুকুম দিয়েছেন এবং যে সমস্ত স্ত্রীর অবাধ্যতা সম্পর্কে তোমাদের আশংকা হয় (১০৩) তবে তাদেরকে বুঝাও, তাদের থেকে পৃথক হয়ে শয়ন করো এবং তাদেরকে প্রহার করো (১০৪)। অতঃপর যদি তারা তোমাদের আনুগত্যে এসে যায় তবে তাদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ততার কোন পথ অন্বেষণ করোনা। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মহান, শ্রেষ্ঠ (১০৫)।

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ﴿۳۵﴾

৩৫. এবং যদি তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়ার আশংকা হয় (১০৬) তবে একজন সালীস বর-পক্ষীয়দের থেকে প্রেরণ করো আর একজন সালীস স্ত্রী-পক্ষীয়দের থেকে (১০৭), তারা উভয়ে যদি সমঝোতা করাতে চায়, তবে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে মিল করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত (১০৮)।

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِی الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ

৩৬. এবং আল্লাহ্‌র বন্দেগী করো এবং তাঁর শরীক কাউকেও দাঁড় করাবেনা (১০৯); এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো (১১০) এবং আত্মীয়-স্বজনগণ (১১১), এতিমগণ, অভাবগ্রস্তগণ (১১২),

টীকা-১১০. আদব ও সম্মান প্রদর্শন সহকারে এবং তাঁদের খেদমতের জন্য প্রস্তুত থাকো এবং তাঁদের জন্য ব্যয় করার ব্যাপারে কার্পণ্য করোনা। মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত– বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তিনবার এরশাদ করেন, "তার নাক ধূলিময় হোক!" হযরত আবূ হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আরয করলেন, "কার, হে আল্লাহ্‌র রসূল?" এরশাদ করলেন, "যে ব্যক্তি বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে পেয়েছে কিংবা তাদের একজনকে পেয়েছে কিন্তু সে বেহেশতী হয়নি।"

টীকা-১১১. হাদীস শরীফে আছে, "আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহারকারীদের জীবন দীর্ঘ হয় এবং রিযক্ব প্রশস্ত হয়।" (বোখারী ও মুসলিম)

টীকা-১১২. হাদীসঃ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "আমি এবং এতিমের অভিভাবক এত নিকটে হবো যেমন

★ 'আসহাবে করা-ইয' বা যাদের অংশ ক্বোরআনে নির্দ্ধারিত, তারা তাদের অংশ নেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির যারা মালিক হয় তারা 'আসাবা'। পুত্র সন্তানের সাথে কন্যাও আসাবা হয়ে থাকে। পুত্র-সন্তান না থাকলে কন্যা আসাবা হতে পারে না, বরং সে আসহাবে করা-ইযের অন্তর্ভূক্ত হয়।

শাহাদত আঙ্গুল এবং মধ্যমা।" (বোখারী শরীফ)।

হাদীসঃ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "বিধবা এবং মিস্কীনের সাহায্য ও খোঁজ-খবর গ্রহণকারী আল্লাহর রাহে জিহাদকারীর সমতুল্য।"

টীকা-১১৩. বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "জিব্রাঈল সর্বদা আমাকে প্রতিবেশীদের প্রতি অনুগ্রহ করার তাকীদ দিয়ে থাকে এ পর্যন্ত যে, মনে হতো যেন তাদেরকে সম্পত্তির ওয়ারিশ সাব্যস্ত করে দেবেন।" (বোখারী ও মুসলিম)

টীকা-১১৪. অর্থাৎ স্ত্রী কিংবা যে সংস্পর্শে থাকে কিংবা সফরসঙ্গী হয়, কিংবা সহপাঠি হয়, কিংবা মজলিসে-মসজিদে পাশাপাশি বসে।

টীকা-১১৫. এবং মুসাফির ও মেহমান (অতিথি)।

হাদীসঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং ক্বিয়ামতের দিনের উপর ঈমান রাখে তার উচিৎ যেন মেহমানের সমাদর করে। (বোখারী ও মুসলিম)

নিকট প্রতিবেশীগণ, দূর প্রতিবেশীগণ (১১৩), করটের সঙ্গী (১১৪), পথচারী (১১৫) এবং স্বীয় দাস-দাসীদের সাথেও (১১৬)। নিশ্চয়ই আল্লাহর পছন্দ হয়না কোন দাম্ভিক, আত্ম-গৌরবকারী (১১৭)।

৩৭. যারা নিজেরাই কৃপণতা করে এবং অন্যান্যদেরকেও কৃপণতা করার জন্য বলে (১১৮) এবং আল্লাহ্ তা'আলা যা তাদেরকে নিজ অনুগ্রহ থেকে দিয়েছেন তা গোপন করে (১১৯); এবং কাফিরদের জন্য আমি লাঞ্ছনার শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।

৩৮. এবং যারা আপন ধন-সম্পদ মানুষকে দেখানোর জন্য ব্যয় করে (১২০) এবং ঈমান আনেনা আল্লাহ্র উপর আর না ক্বিয়ামতের উপর এবং যার সঙ্গী হয়েছে, (১২১) তবে সে কতই মন্দ সাথী!

৩৯. এবং তাদের কি ক্ষতি ছিলো যদি ঈমান আনতো আল্লাহ্ ও ক্বিয়ামতের উপর এবং আল্লাহ্-প্রদত্ত থেকে তাঁর পথে ব্যয় করতো (১২২)? এবং আল্লাহ্ তাদেরকে জানেন।

৪০. আল্লাহ্ এক অণু পরিমাণও যুলুম করেন না এবং যদি কোন পূণ্য কাজ হয়, তবে সেটাকে দ্বিগুণ করেন এবং তাঁর নিকট থেকে মহাপুরস্কার প্রদান করেন।

وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾
الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ
بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ
مِن فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ
عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٣٧﴾
وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَن يَكُنِ
الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿٣٨﴾
وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ۚ
وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿٣٩﴾
إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَ
إِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ
مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾

টীকা-১১৬. অর্থাৎ তাদেরকে সাধ্যের বাইরে কষ্ট দিওনা এবং মন্দ বলোনা আর খাদ্য ও পোষাক প্রয়োজনীয় পরিমাণে দাও।

হাদীসঃ রসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "জান্নাতে দুশ্চরিত্র প্রবেশ করবেনা।" (তিরমিযী)

টীকা-১১৭. অহংকারী এবং আত্মপ্রসাদী, যে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদেরকে নিকৃষ্ট মনে করে।

টীকা-১১৮. 'بخل' (কৃপণতা) হলো নিজে খাওয়া এবং অপর কাউকে না দেয়া।

'شح' (কার্পণ্য বিশেষ) হলো নিজেও খায়না, অপরকেও খাওয়ায় না। 'سخا' (বদান্যতা) হচ্ছে, নিজেও খায়, অপরকেও খাওয়ায়।

'جود' (বদান্যতা বিশেষ) নিজে খায়না, কিন্তু অপরকে খাওয়ায়।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত ইহুদী সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের গুণ বর্ণনা করার ক্ষেত্রে কার্পণ্য করতো এবং গোপন করতো।

মাস্আলাঃ এ থেকে জানা গেলো যে, 'জ্ঞান' গোপন করা ঘৃণ্য।

টীকা-১১৯. হাদীস শরীফে বর্ণিত- বান্দার নিকট আল্লাহর অনুগ্রহ প্রকাশিত হওয়া তাঁর পছন্দনীয়।

মাস্আলাঃ আল্লাহর অনুগ্রহ প্রকাশ করা যদি নিষ্ঠার সাথে হয়, তবে তাও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের শামিল এবং এ কারণে মানুষ আপন মর্যাদার উপযোগী, বৈধ পোষাক-পরিচ্ছেদের মধ্যে উত্তম পোষাক পরিধান করা মুস্তাহাব।

টীকা-১২০. 'কৃপণতার' পর অপচয়ের কুফল বর্ণনা করেছেন যে, যে সব লোক নিছক লোক-দেখানো এবং খ্যাতি লাভের জন্য ব্যয় করে এবং তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা তাদের উদ্দেশ্য থাকেনা, যেমন মুশরিক ও মুনাফিকগণ, তারাও সেসব লোকেরই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত, যাদের হুকুম উপরে উল্লেখিত হয়েছে।

টীকা-১২১. দুনিয়া ও আখেরাতে। দুনিয়ায় তো এভাবে যে, সে শয়তানী কাজ করে তাকে খুশী করতে থাকে এবং পরকালে এ ভাবে যে, প্রত্যেক কাফির একই শয়তানের সাথে আগ্নেয় শিকলে আবদ্ধ থাকবে। (খাযিন)

টীকা-১২২. এর মধ্যে সরাসরি তাদের উপকারই ছিলো।

টীকা-১২৩. সেই নবীকে এবং তিনি স্বীয় উম্মতের ঈমান, কুফর ও নিফাক্ব (মুনাফিকী) এবং সমস্ত কার্যের উপর সাক্ষ্য দেবেন। কেননা, নবীগণ আপন আপন উম্মতের কার্যাদি সম্পর্কে অবহিত থাকেন।

টীকা-১২৪. যেহেতু, আপনি নবীগণের নবী এবং সমগ্র বিশ্ব আপনারই উম্মত।

টীকা-১২৫. কেননা, যখন তারা আপন অপরাধ অস্বীকার করবে এবং শপথ করে বলবে, "আমরা মুশরিক ছিলামনা এবং আমরা অপরাধ করিনি", তখন তাদের মুখে মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে এবং তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কথা বলার শক্তি দেবেন এবং এগুলো তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

টীকা-১২৬. শানে নুযূলঃ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু) একদল সাহাবীকে দাওয়াত করলেন। তাতে আহারের পর শরাব (মদ বিশেষ) পরিবেশন করা হলো। কেউ কেউ পান করলেন। কেননা, তখনও পর্যন্ত মদ হারাম ঘোষিত হয়নি। অতঃপর মাগরিবের নামায আদায় করলেন। ইমাম নেশাবস্থায় قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ وَأَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ পড়ে গেলেন এবং উভয় স্থানে (لَا) বাদ দিলেন, কিন্তু নেশার ঘোরে জানতে পারেন নি। আর আয়াতের অর্থ বিগড়ে গেলো। এর উপর এ আয়াত নাযিল হলো এবং তাদেরকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায আদায় করতে নিষেধ করা হলো। তখন থেকে মুসলমানগণ নামাযসমূহের সময়ে মদ পান করা পরিহার করলেন। এরপর মদ একেবারেই হারাম করে দেয়া হয়।

৪১. তবে কেমন হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করবো (১২৩)? এবং হে মাহবূব! আপনাকে তাদের সবার উপর সাক্ষী এবং পর্যবেক্ষণকারীরূপে উপস্থিত করবো (১২৪)?

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا ﴿٤١﴾

وقف النبي عليه السلام

৪২. যে দিন কামনা করবে সে সব লোক, যারা কুফর করেছে এবং রাসূলের অবাধ্য হয়েছে- 'আহা! যদি তাদেরকে মাটির মধ্যে ধ্বসিয়ে মিশিয়ে ফেলা হতো!' এবং কোন কথাই আল্লাহ্ থেকে গোপন করতে পারবে না (১২৫)।

يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ ؕ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ﴿٤٢﴾ ع

রুকূ' - সাত

৪৩. হে ঈমানদারগণ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের নিকটে যেওনা (১২৬) যতক্ষণ পর্যন্ত এতটুকু হুশ না হয় যে, যা বলো তা বুঝতে পারো এবং না অপবিত্র অবস্থায় গোসল ব্যতিরেকে, কিন্তু মুসাফিরীর মধ্যে (১২৭) এবং যদি তোমরা পীড়িত হও (১২৮) কিংবা সফরে থাকো অথবা তোমাদের মধ্যে কেউ শৌচকর্ম সমাধা করে এসেছো (১২৯), কিংবা তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করেছো (১৩০) এবং পানি পাওনি (১৩১), তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো (১৩২), সুতরাং আপন মুখমণ্ডল এবং হাতগুলোর উপর মসেহ্ করো (১৩৩)। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٤٣﴾

মাস্‌আলাঃ এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, মানুষ নেশাবস্থায় মুখে কুফরী বাক্য উচ্চারণ করলে কাফির হয়না। কেননা, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ-এর মধ্যে উভয় স্থানে (لَا) বাদ দেয়া কুফরী। কিন্তু এমতাবস্থায় হুযূর (দঃ) তাঁদের বিরুদ্ধে কুফরের হুকুম দেননি; বরং ক্বোরআন পাকে তাঁদেরকে يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا (হে ঈমানদারগণ) বলে সম্বোধন করা হয়েছে। ★

টীকা-১২৭. যখন পানি না পাও, তায়াম্মুম করে নাও

টীকা-১২৮. এবং পানির ব্যবহার ক্ষতি করে

টীকা-১২৯. এটা ওযূ বিহীন হওয়ার প্রতি ইঙ্গিতবহ।

টীকা-১৩০. অর্থাৎ স্ত্রী-সহবাস করেছো।

টীকা-১৩১. সেটার ব্যবহারে অক্ষম হও- পানি মওজুদ না থাকার কারণে কিংবা পানি দূরে হওয়ার কারণে কিংবা পানি লাভের উপকরণ না থাকার দরুন; অথবা সাপ, হিংস্র পশু ও শত্রু ইত্যাদি কোন বাধা থাকার কারণে।

টীকা-১৩২. এ হুকুমে পীড়িতগণ, মুসাফিরগণ এবং 'জানাবত' ★★ ও 'হাদস' ★★★ সম্পন্ন ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত; যারা পানি পায়না কিংবা তা ব্যবহারে অক্ষম হয়। (মাদারিক)

মাস্‌আলাঃ 'হায়য' (রজঃস্রাব) ও 'নিফাস' (প্রসবোত্তর রক্তক্ষরণ জনিত অপবিত্রতা) থেকেও পবিত্রতা অর্জনের জন্য, পানি ব্যবহারে অক্ষম হওয়ার অবস্থায় 'তায়াম্মুম' জায়েয; যেমন, হাদীস শরীফে এসেছে।

টীকা-১৩৩. তায়াম্মুমের নিয়মঃ ১) তায়াম্মুমকারী অন্তরে পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করবে। তায়াম্মুমের মধ্যে নিয়ত সর্বসম্মতভাবে পূর্বশর্ত। কেননা, এটা

★ এটা তখনকার জন্য, যখন মদ হারাম করা হয়নি। এখন যেহেতু মদ সুস্পষ্ট ও অকাট্য ভাবে হারাম বলে প্রমাণিত হয়েছে, সেহেতু এখন মদ্যপায়ী মদ পান করে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যা বলে, তা তারই ইচ্ছাকৃত বলে গণ্য হবে। এ কারণে ফক্বীহ্‌গণের মতে, নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক্ব দিলে তার উপর তালাক বর্তাবে। (ফিক্বহ্ গ্রন্থাবলী)

★★ এমন অপবিত্রতা, যার কারণে গোসল ওয়াজিব হয়।

★★★ সেই অপবিত্রতা যা ওযূ দ্বারা দূরীভূত হয়।

'নাস্' (نــص অর্থাৎ ক্বোরআন পাকের আয়াত) থেকে প্রমাণিত হয়েছে। ২) যে বস্তু মাটিজাত হয়- যেমন ধূলা-বালি, পাথর- এসব কিছুর উপর তায়াম্মুম বৈধ- যদিও পাথরের উপর ধূলা-বালি না থাকে; কিন্তু এসব বস্তু পবিত্র হওয়া পূর্বশর্ত। তায়াম্মুমে দু'বার হাত মাটিতে মারার বিধান রয়েছে- একবার হাত মেরে চেহারার উপর মসেহ্ করে নেবে, দ্বিতীয়বার দু'হাতের উপর।

মাস্আলাঃ পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করাই 'আসল'। আর তায়াম্মুম, পানি ব্যবহারে অক্ষম হওয়ার অবস্থায় সেটারই পূর্ণাঙ্গ বিকল্প ব্যবস্থা। যেভাবে 'হাদস' (অপবিত্রতা বিশেষ) পানি দ্বারা দূরীভূত হয়, অনুরূপভাবে তায়াম্মুম দ্বারাও। এমনকি একই তায়াম্মুমে অনেক ফরয ও নফল (নামায) পড়া যায়।

মাস্আলাঃ তায়াম্মুমকারীর পেছনে গোসল ও ওযূকারীর 'ইক্বতিদা' সহীহ্ হয়।

শানে নুযূলঃ বনী মুস্তালাক্বের যুদ্ধে যখন মুসলিম সৈন্যদল এক মরুভূমিতে উপনীত হলো, যেখানে পানি ছিলোনা এবং সকালে সেখান থেকে অন্যত্র চলে যাবার ইচ্ছা ছিলো। সেখানে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হার হার হারিয়ে গেলো। সেটার সন্ধান করার জন্য সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সেখানেই অবস্থান করলেন। ভোর হলো; কিন্তু পানি ছিলোনা। আল্লাহ্ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত অবতারণ করলেন। উসায়দ ইবনে হোদায়র রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বললেন, "হে আবূ বকরের পরিবারবর্গ! এটা আপনাদের প্রথম বরকত নয়। অর্থাৎ আপনাদের বরকতে মুসলমানদের অনেক অসুবিধা দূরীভূত হয়েছে, অনেক উপকার হয়েছে"। অতঃপর উষ্ট্র দাঁড় করানো হলো। তখন সেটার নীচে হারখানা পাওয়া গেলো। হার হারিয়ে যাওয়া এবং সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তা (কোথায় সে কথা) না বলার মধ্যে অনেক হিকমত রয়েছে। যথা- ১) হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্র হারের কারণে সেখানে অবস্থান করা তাঁরই ফযীলত ও উন্নত মর্যাদারই প্রমাণ। ২) সাহাবা কেরামের সেটা তালাশ করার মধ্যে এ পথ-নির্দেশ রয়েছে যে, হুযূর (দঃ)-এর পবিত্র স্ত্রীগণের সেবা করা মু'মিনদের জন্য সৌভাগ্যের কারণ। ৩) অতঃপর তায়াম্মুমের নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ায় বুঝা যাচ্ছে যে, হুযূর (দঃ)-এর পবিত্র স্ত্রীগণের খেদমতের এমনি পুরস্কার দেয়া হয়, যা দ্বারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানগণ উপকৃত হতে থাকবেন। সুব্হানাল্লাহ!

৪৪. আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি, যারা কিতাব থেকে একটা অংশ লাভ করেছে- (১৩৪)? গোমরাহী ক্রয় করে নেয় (১৩৫) এবং চায় (১৩৬) যে, তোমরাও পথভ্রষ্ট হয়ে যাও!

৪৫. এবং আল্লাহ্ খুব জানেন তোমাদের শত্রুদেরকে (১৩৭) এবং আল্লাহ্ যথেষ্ট অভিভাবকরূপে (১৩৮) এবং আল্লাহ্ যথেষ্ট সাহায্যকারী রূপে।

৪৬. কিছু সংখ্যক ইহুদী কথাগুলোকে সেগুলোর স্থান থেকে পরিবর্তিত করে (১৩৯) এবং (১৪০) বলে, 'আমরা শুনেছি ও অমান্য করেছি এবং (১৪১) শুনুন আপনাকে না শুনানো হোক! (১৪২) এবং 'রা'ইনা' বলে (১৪৩) জিহ্বাসমূহ ঘুরিয়ে (১৪৪) এবং দ্বীনের প্রতি বিদ্রূপ করার জন্য (১৪৫)।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ
الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ
أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ ﴿٤٤﴾
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿٤٥﴾

مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ
عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا
وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا
لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ

টীকা-১৩৪. তা এ যে, তাওরীতের মাধ্যমে তারা শুধু হযরত মূসা আলায়হিস সালামের নবূয়তকে চিনেছে এবং সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে যা সেটার মধ্যে উল্লেখিত ছিলো সে অংশটা থেকে তারা বঞ্চিতই থেকে গেছে এবং তাঁর নবূয়তকে অস্বীকার করে বসেছে।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত রিফা'আহ্ ইবনে যায়দ এবং মালেক ইবনে দোখশাম ইহুদীদ্বয়ের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। এ দু'জন লোক যখন রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কথা বলতো, তখন জিহ্বা ঘুরিয়ে বলতো-

টীকা-১৩৫. হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নবূয়তকে অস্বীকার করে

টীকা-১৩৬. হে মুসলমানগণ!

টীকা-১৩৭. এবং তিনি তোমাদেরকেও তাদের শত্রুতা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমাদের উচিৎ যেন তাদের থেকে বাঁচতে থাকো।

টীকা-১৩৮. এবং যার ব্যবস্থাপক হন আল্লাহ্ তার আবার শংকা কিসের?

টীকা-১৩৯. যেগুলো তাওরীত শরীফে আল্লাহ্ তা'আলা সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসায় এরশাদ করেন।

টীকা-১৪০. যখন সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে কিছুর নির্দেশ দিতেন তখন-

টীকা-১৪১. বলে-

টীকা-১৪২. এ বাক্যটার অর্থের দু'টি দিক হতে পারে- একটা ভাল অর্থের, অপরটা কদর্থের। ভাল অর্থের দিক হচ্ছে এ যে, কোন অপছন্দনীয় কথা আপনার কর্ণগোচর নাই হোক! কদর্থের দিক হচ্ছে এ যে, শ্রবণ করা আপনার ভাগ্যে নাই জোটুক!'

টীকা-১৪৩. এতদসত্ত্বেও যে, এ 'কলেমা' সহকারে তাঁকে সম্বোধন করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, এটা তাদের ভাষায় মন্দ অর্থ রাখে।

টীকা-১৪৪. সত্য থেকে মিথ্যার প্রতি-

টীকা-১৪৫. অর্থাৎ তারা স্বীয় সাথীদেরকে বলতো, "আমরা হুযূরের নামে অপপ্রচার করি। যদি তিনি নবী হতেন, তবে তিনি তা জেনে ফেলতেন।" আল্লাহ্

তা'আলা তাদের অন্তরসমূহের নাপাক উদ্দেশ্য ফাঁস করে দিলেন।

টীকা-১৪৬. সে সব বাণীর স্থলে, সাহিত্যিকদের নিয়ম মোতাবেক।

টীকা-১৪৭. এতটুকু যে, আল্লাহ্ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, জীবিকা দিয়েছেন এবং এতটুকু যথেষ্ট নয় যতক্ষণ না ঈমান বিষয়ক সমস্ত কিছুকে মান্য করে এবং (যতক্ষণ না) ও সব কিছুর সত্যতা স্বীকার করে নেয়।

টীকা-১৪৮. তাওরীত

টীকা-১৪৯. চোখ, নাক, কান এবং ভ্রূ ইত্যাদি নকশা নিশ্চিহ্ন করে।

টীকা-১৫০. এ দু'টি কথার মধ্যে যে কোন একটি অনিবার্য। আর অভিশম্পাত তো তাদের উপর এমনভাবে আপতিত হয়েছে যে, বিশ্ব তাদেরকে অভিশপ্ত বলে আখ্যায়িত করে।

এখানে তাফসীরকারকদের কতিপয় অভিমত রয়েছে–

কেউ কেউ এ শাস্তি দুনিয়াতেই কার্যকর হবে বলে মত প্রকাশ করেন। কেউ কেউ বলেন, "তা আখিরাতেই সংঘটিত হবে।"

কেউ কেউ বলেন যে, তা সংঘটিত হয়েই গেছে। কারো কারো মতে– এখনো প্রতীক্ষিত। কারো কারো অভিমত হচ্ছে– এ হুমকি ঐ অবস্থায় ছিলো যখন ইহুদী সম্প্রদায়ের কেউ ঈমান আনতোনা। আর যেহেতু, বহু সংখ্যক ইহুদী ঈমান নিয়ে আসলো যে কারণে পূর্বশর্ত অনুপস্থিত। কাজেই, শাস্তিও রহিত হয়ে গেছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম, যিনি ইহুদী সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা বড় আলেম ছিলেন, তিনি সিরিয়া থেকে ফেরার পথে এ আয়াত শ্রবণ করলেন এবং আপন ঘরে পৌঁছার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলেন। আর আরয করলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার ধারণা ছিলোনা যে, আমি আমার মুখমণ্ডল পিঠের দিকে ফিরে যাবার এবং চেহারার নকশা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পূর্বে আপনার দরবারে উপস্থিত হতে পারবো।" অর্থাৎ এ ভয়ে তিনি ঈমান আনার ক্ষেত্রে ত্বরা করেছিলেন। কেননা, তাওরীত শরীফের মাধ্যমে তিনি তাঁর (দঃ) সত্য রসূল হওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান রাখতেন। এই ভয়ে হযরত কা'ব-ই-আহ্‌বার, যিনি ইহুদী আলিমদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট এ আয়াত শুনে মুসলমান হয়ে গেলেন।

এবং যদি তারা (১৪৬) বলতো, 'আমরা শুনেছি ও মেনে নিয়েছি এবং হুযূর, আমাদের কথা শুনুন! এবং হুযূর, আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন!' তবে তাদের জন্য মঙ্গল ও সরলতার বৃদ্ধি হতো। কিন্তু তাদের উপর তো আল্লাহ্ লা'নত করেছেন তাদের কুফরের কারণে। সুতরাং দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেনা কিন্তু অল্প সংখ্যক লোক (১৪৭)।

وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

৪৭. হে কিতাবীগণ! ঈমান আনো সেটার উপর যা আমি অবতারণ করেছি তোমাদের সঙ্গেকার কিতাব (১৪৮)-এর সত্যায়নকারীরূপে এর পূর্বে যে, আমি বিকৃত করে দেবো কিছু চেহারাকে (১৪৯); অতঃপর সেগুলো ঘুরিয়ে দেবো সেগুলোর পিঠের দিকে, অথবা তাদেরকে অভিশম্পাত করবো যেমন অভিশম্পাত করেছি শনিবার পালনকারীদেরকে (১৫০) এবং খোদার নির্দেশ কার্যকরী হয়েই থাকে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۝

৪৮. নিশ্চয় আল্লাহ্ এটা ক্ষমা করেন না যে, তাঁর সাথে কুফর (শির্ক) করা হবে এবং কুফরের নিম্নে যা কিছু আছে তা যাকে চান ক্ষমা করে দেন (১৫১); এবং যে খোদার শরীক স্থির করেছে সে মহা পাপের তূফান গড়েছে।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ۝

৪৯. আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা নিজেরাই নিজেদের পবিত্রতা বর্ণনা করে (১৫২),

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم

টীকা-১৫১. অর্থ এ যে, যে কুফর অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয় তার জন্য ক্ষমা নেই। তার জন্য চিরস্থায়ী শাস্তি অবধারিত। আর যে কুফর করেনি, সে যতোই মহাপাপ করুক না কেন, আর তাওবা ব্যতিরেকেও মারা যায়, তবুও তার জন্য চিরস্থায়ী শাস্তি নেই। তার মাগফিরাত আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন– ইচ্ছা হলে ক্ষমা করবেন অথবা তার পাপের জন্য শাস্তি দেবেন। অতঃপর আপন করুণায় জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এ আয়াতে ইহুদী সম্প্রদায়কে ঈমানের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। আর এ অর্থও প্রকাশ পায় যে, ইহুদীদের বেলায় শরীয়তের পরিভাষায় 'মুশরিক' শব্দের ব্যবহার দুরস্ত আছে।

টীকা-১৫২. এ আয়াত ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়দ্বয়ের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা নিজেরাই নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র পুত্র ও তাঁর প্রিয়পাত্র বলতো আর দাবী করতো যে, ইহুদী ও খৃষ্টানগণ ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষের ধার্মিকতা, সততা, খোদাভীরুতা, নৈকট্যধন্য ও বরেণ্য হওয়ার দাবী করা এবং নিজ মুখেই নিজের প্রশংসা করা কোন কাজে আসেনা।

টীকা-১৫৩. অর্থাৎ মোটেই যুলুম হবে না। ততটুকু শাস্তিই দেয়া হবে, যতটুকুর সে উপযোগী।

টীকা-১৫৪. নিজেই নিজেকে পাপশূন্য ও আল্লাহর দরবারে বরেণ্য বলে–

টীকা-১৫৫. শানে নুযূলঃ এ আয়াত কা'আব ইবনে আশরাফ প্রমুখ ইহুদী আলিমদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যারা সত্তরজন আরোহীর একটা দল নিয়ে কোরাঈশদের কাছ থেকে সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উপর অঙ্গীকার নেয়ার জন্য গিয়েছিলো। কোরাঈশগণ তাদেরকে বললো, "যেহেতু তোমরা কিতাবী, সেহেতু তোমরা সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে অধিক নৈকট্য রাখো। আমরা কিভাবে নিশ্চিন্ত হতে পারি যে, তোমরা আমাদের সাথে প্রতারণামূলক সাক্ষাৎ করছো না? যদি আমাদেরকে আস্থাশীল করতে চাও, তবে আমাদের বোত্গুলোকে সাজদা করো।" তখন তারা শয়তানের আনুগত্য করে বোত্গুলোকে সাজদা করেছিলো। অতঃপর আবু সুফিয়ান বললো, "আমরা সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত, না মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)?" কা'আব ইবনে আশরাফ বললো, "তোমরাই সঠিক পথের উপর আছো।" এর উপর এ আয়াত নাযিল হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে লা'নত করলেন; যেহেতু তারা হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি শত্রুতা করতে গিয়ে মুশরিকদের বোত্গুলোর পর্যন্ত পূজা করলো।

বরং আল্লাহ্ যাকে চান পবিত্র করেন এবং তাদের প্রতি যুলুম হবেনা খোরমা-বীজের আঁশ পরিমাণও (১৫৩)।

৫০. দেখুন, তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে কিরূপ মিথ্যা রচনা করছে (১৫৪)? এবং এটাই যথেষ্ট প্রকাশ্য পাপরূপে।

بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٤٩﴾

اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَكَفٰى بِهٖۤ اِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٥٠﴾

রুকূ' – আট

৫১. আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা কিতাবের একটা অংশ লাভ করেছে, (তারা) ঈমান আনছে বোত ও শয়তানের উপর এবং কাফিরদের সম্পর্কে বলে, 'এরা মুসলমানদের অপেক্ষা অধিকতর সঠিক পথের উপর রয়েছে।'

৫২. এরা হচ্ছে ঐসব লোক, যাদের উপর আল্লাহ্ লা'নত করেছেন এবং যাকে আল্লাহ্ লা'নত করেন, তবে কখনো তার কোন সাহায্যকারী পাবেনা (১৫৫)।

৫৩. তাদের কি রাজ্যে কোন অংশ আছে (১৫৬)? এমন হলে তারা মানুষকে এক কপর্দক পরিমাণও দেবেনা।

৫৪. অথবা মানুষের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে (১৫৭) সেটারই উপর, যা আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহ থেকে দিয়েছেন (১৫৮)? সুতরাং আমি তো ইব্রাহীমের বংশধরগণকে কিতাব ও হিকমত দান করেছি এবং তাদেরকে বিশাল রাজ্য দান করেছি (১৫৯)।

৫৫. অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ এর উপর ঈমান এনেছে (১৬০) এবং কেউ কেউ তা থেকে মুখ ফিরিয়েছে (১৬১) এবং দোযখ যথেষ্ট প্রজ্বলিত আগুন (১৬২)।

৫৬. যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে অনতিবিলম্বে আমি তাদেরকে আগুনে প্রবেশ করাবো। যখন তাদের চামড়া দগ্ধ হয়ে

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰۤؤُلَآءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ﴿٥١﴾

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا ﴿٥٢﴾

اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَاِذًا لَّا يُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا ﴿٥٣﴾

اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَاۤ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَقَدْ اٰتَيْنَاۤ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا ﴿٥٤﴾

فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ؕ وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ﴿٥٥﴾

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ؕ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ

টীকা-১৫৬. ইহুদী সম্প্রদায় বলতো, "আমরা রাষ্ট্র ও নবূয়তের অধিক হকদার। কাজেই, আমরা কিভাবে আরববাসীদের আনুগত্য করবো?" আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ দাবীকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করলেন যে, তাদের আবার রাজ্যের মধ্যে অংশই বা কিসের? আর যদি কিছুক্ষণের জন্য তেমন কিছু কল্পনাও করা হয়, তবে তাদের কার্পণ্য এ পর্যায়ের হবে যে,

টীকা-১৫৭. অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং ঈমানদারদের সাথে–

টীকা-১৫৮. নবূয়ত, সাহায্য, বিজয় ও সম্মান ইত্যাদি নি'মাত।

টীকা-১৫৯. যেমন, হযরত য়ূসুফ, হযরত দাউদ এবং হযরত সুলায়মান আলায়হিমুস্ সালামকে। এরপর যদি আপন হাবীব সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর অনুগ্রহ করেন, তবে এর উপর কেন জ্বলছো এবং হিংসা করছো?

টীকা-১৬০. যেমন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম এবং তাঁর সঙ্গীগণ সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান এনেছেন।

টীকা-১৬১. এবং ঈমান থেকে বঞ্চিত রয়েছে

টীকা-১৬২. তারই জন্য, যে সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনে নি।

টীকা-১৬৩. যারা প্রত্যেক প্রকারের নাপাকি ও ময়লা এবং ঘৃণ্য বস্তু থেকে পবিত্র

টীকা-১৬৪. অর্থাৎ বেহেশতের ছায়া, যার আরাম ও শান্তি অনুভবের কথা অনুধাবন এবং বর্ণনার বহু উর্ধ্বে।

টীকা-১৬৫. আমানতদারগণ এবং নির্দেশ-দাতাদেরকে আমানত ও ধর্মপরায়ণতার সাথে হকদারের প্রতি অর্পণ করার এবং ফয়সালাসমূহের বেলায় ন্যায়বিচার করার নির্দেশ দিয়েছেন। কোন কোন 'মুফাস্‌সির'-এর অভিমত হচ্ছে– ফরযসমূহও আল্লাহ্ তা'আলার আমানত, সেগুলো আদায় করাও এ হুকুমের অন্তর্ভূক্ত।

টীকা-১৬৬. উভয় পক্ষের মুলতঃ কারো পক্ষপাতিত্ব না হওয়া চাই। ওলামা কেরাম বলেছেন– হাকিমগণের উচিত যেন তাঁরা পাঁচটা বিষয়ে উভয় পক্ষের সাথে সমান ব্যবহার করেন। যথা- ১) নিজেদের সামনে আসার ব্যাপারে একপক্ষকে যেমন সুযোগ দেবেন অপরকেও তেমনি দেবেন, ২) বৈঠক উভয়কে এক ধরণের দেবেন, ৩) উভয় পক্ষের দিকে সমানভাবে দৃষ্টিপাত করবেন, ৪) কথা শুনার ক্ষেত্রে উভয়ের সাথে সমান নিয়ম অবলম্বন করবেন এবং ৫) ফয়সালা প্রদানের সময় ন্যায়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। যার উপর অপরের প্রাপ্য থাকে তা পূর্ণাঙ্গরূপে পরিশোধ করাবেন। হাদীস শরীফে আছে- ন্যায় বিচারকারীদেরকে আল্লাহর নৈকট্যের মধ্যে নূরানী মিম্বর প্রদান করা হবে।

শানে নযূলঃ কোন কোন মুফাস্‌সির এ আয়াতের শানে নযূল প্রসঙ্গে এ ঘটনার উল্লেখ করেছেন– মক্কা বিজয়ের সময় সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কা'বা শরীফের খাদেম ওসমান ইবনে তালহা থেকে কা'বা শরীফের চাবি নিয়ে নিলেন। অতঃপর যখন এ আয়াত শরীফ নাযিল হলো, তখন তিনি সেই চাবি তাঁকে ফেরৎ দিয়ে দিলেন এবং বললেন, "এখন থেকে এ চাবি সর্বদা তোমারই বংশে থাকবে।" এর উপর ওসমান ইবনে তালহা হাজবী ইসলাম গ্রহণ করলেন।

যদিও ঘটনাটি কিছু কিছু পরিবর্তন করে অনেক মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন, কিন্তু হাদীস শরীফসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এটা নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়না। কেননা, ইবনে আবদুল্লাহ, ইবনে মান্দাহ ও ইবনে আসীরের বর্ণনাদি থেকে জানা যায় যে, ওসমান ইবনে তালহা ৮ম হিজরী সনে মদীনা তৈয়বায় হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হন এবং তিনি মক্কা বিজয়ের দিন চাবি নিজেই আনন্দচিত্তে পেশ করলেন। (বোখারী ও মুসলিমের হাদীস থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়।)

بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝

যাবে তখন আমি তাদেরকে সেগুলোর স্থলে অন্য চামড়া বদলে দেবো, যাতে শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ لَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۡ وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا ۝

৫৭. এবং যেসব লোক ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে অনতিবিলম্বে আমি তাদেরকে বাগানসমূহে নিয়ে যাবো, যেগুলোর পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত; (তারা) সেগুলোতে স্থায়ীভাবে থাকবে। তাদের জন্য সেখানে পবিত্র স্ত্রীরা রয়েছে (১৬৩) এবং আমি তাদেরকে সেখানেই প্রবেশ করাবো যেখানে শুধু ছায়া আর ছায়া হবে (১৬৪)।

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًۢا بَصِيْرًا ۝

৫৮. নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যেন আমানতসমূহ যাদের, তাদেরকে অর্পণ করো (১৬৫) এবং এরই যে, যখন তোমরা মানুষের মধ্যে ফয়সালা করো তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে ফয়সালা করো (১৬৬)। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ তোমাদেরকে কতোই উৎকৃষ্ট উপদেশ দেন! নিশ্চয় আল্লাহ্ সব শুনেন, দেখেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ

৫৯. হে ঈমানদারগণ, নির্দেশ মান্য করো আল্লাহ্‌র এবং নির্দেশ মান্য করো রসূলের (১৬৭) এবং তাদেরই, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত (১৬৮)।

টীকা-১৬৭. কারণ, রসূলের আনুগত্য আল্লাহ্‌রই আনুগত্যের নামান্তর মাত্র। বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত– সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করেছে সে আল্লাহর আনুগত্য করেছে। আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হয়েছে সে আল্লাহর অবাধ্য হয়েছে।"

টীকা-১৬৮. এ হাদীস শরীফেই হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি শাসকের আনুগত্য করেছে সে আমারই আনুগত্য করেছে এবং যে ব্যক্তি শাসকের আদেশ অমান্য করেছে সে আমাকে অমান্য করেছে।" এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, মুসলমান শাসকগণ এবং হাকিমগণের আনুগত্য করা অপরিহার্য, যতক্ষণ তারা ন্যায়ের অনুসরণ করেন। যদি তারা ন্যায়ের পরিপন্থী নির্দেশ দেন, তবে তাদের আনুগত্য করতে নেই।

টীকা-১৬৯. এ আয়াত থেকে জানা গেলো যে, আহকাম (শরীয়তের বিধি-বিধান) তিন প্রকারের। যথা-

১) যা সুস্পষ্টভাবে কিতাব অর্থাৎ ক্বোরআন থেকে প্রমাণিত হয়,

২) যা সুস্পষ্টভাবে হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় এবং

৩) যা ক্বোরআন ও হাদীস শরীফের দিকে 'ক্বিয়াসের' পদ্ধতিতে রুজু করার ফলে প্রমাণিত হয়।

اولی الامر (ক্ষমতার অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ)-এর মধ্যে ইমাম, শাসক, বাদশাহ্, হাকিম ও কাযী- সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। পরিপূর্ণ খিলাফত তো রিসালতের যুগের পর ত্রিশ বছর ছিলো, কিন্তু অসম্পূর্ণ খেলাফত আব্বাসী খলীফাগণের মধ্যেও ছিলো। আর বর্তমানে তো ইমাম হবার যোগ্যতাও বিরল। কেননা, 'ইমাম' হওয়ার জন্য ক্বোরাইশ বংশীয় হওয়া পূর্বশর্ত। আর একথা অধিকাংশ স্থানেই অনুপস্থিত। কিন্তু 'সালতানাৎ' এবং বাদশাহী যেহেতু এখনও বর্তমান রয়েছে এবং যেহেতু সুলতান এবং শাসকগণও اولی الامر এর অন্তর্ভূক্ত, সেহেতু আমাদের উপর তাঁদের আনুগত্য করাও অপরিহার্য।

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَ
الرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতভেদ ঘটে, তবে সেটাকে আল্লাহ্ ও রসূলের সম্মুখে রুজু করো যদি আল্লাহ্ ও ক্বিয়ামতের উপর ঈমান রাখো (১৬৯)। এটা উত্তম এবং এর পরিণাম সবচেয়ে উৎকৃষ্ট।

রুকূ' - নয়

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ
اٰمَنُوْا بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَاۤ اُنْزِلَ
مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْۤا
اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْۤا اَنْ
يَّكْفُرُوْا بِهٖ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ
يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ﴿٦٠﴾
وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَاۤ اَنْزَلَ
اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ
يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ﴿٦١﴾
فَكَيْفَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ بِمَا
قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ

৬০. আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যাদের দাবী হচ্ছে যে, তারা ঈমান এনেছে সেটারই উপর, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেটার উপর, যা আপনার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর শয়তানকে তাদের সালীস বানাতে চায় এবং তাদের প্রতি নির্দেশ তো এ ছিলো যেন তাকে মোটেই মান্য না করে। আর ইবলীস তাদেরকে দূরে পথভ্রষ্ট করতে চায় (১৭০)।

৬১. এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব এবং রসূলের প্রতি এসো।' তখন তোমরা দেখবে যে, মুনাফিক তোমাদের থেকে মুখ ঘুরিয়ে ফিরে যাচ্ছে।

৬২. কেমন হবে যখন তাদের উপর কোন মুসীবত এসে পড়বে (১৭১) সেটারই পরিণাম স্বরূপ, যা তাদের হস্তসমূহ অগ্রে প্রেরণ করেছে

টীকা-১৭০. শানে নুযূলঃ বিশ্‌র নামক একজন মুনাফিকের সাথে এক ইহুদীর বিবাদ ছিলো। ইহুদী বললো, "চলো, সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে মীমাংসা করিয়ে নিই।" মুনাফিক মনে মনে ভাবলো- হুযূর তো কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই নিরেট ন্যায় ফয়সালা করবেন। ফলে, তার অসদুদ্দেশ্য হাসিল হবে না। এ জন্য সে ঈমানের দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও এ কথা বললো, "কা'আব ইবনে আশরাফ ইহুদীকে সালীস মানো!" (ক্বোরআন মজীদে 'তাগূত' দ্বারা এ কা'আব ইবনে আশরাফের নিকট বিচার প্রার্থী হওয়ার কথাই বুঝানো হয়েছে।) ইহুদী জানতো যে, কা'আব ঘুষখোর। এজন্য সে স্বধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও তাকে সালীস মেনে নেয়নি। অগত্যা মুনাফিককে ফয়সালার জন্য সৈয়দে আলম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে আসতে হলো। হুযূর যে ফয়সালা দিলেন তা ইহুদীর অনুকূলে গেলো। এখান থেকে রায় শুনার পর আবার মুনাফিক ইহুদীর পিছে লাগলো এবং তাকে বাধ্য করে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুর নিকট নিয়ে এলো। ইহুদী তাঁর নিকট আরয করলো, "আমার ও তার মামলার ব্যাপারে সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মীমাংসা করে দিয়েছেন। কিন্তু এ লোকটা হুযূর (দঃ)-এর ফয়সালা মানতে রাজী নয়। আপনার নিকট পুনঃ ফয়সালা চায়।" তিনি বললেন, "হাঁ, আমি এক্ষুণি এসে ফয়সালা করে দিচ্ছি।" এ বলে তিনি ঘরের ভিতর তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং তরবারি এনে তাকে কতল করে ফেললেন আর বললেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের ফয়সালায় রাজি না হয় আমার নিকট তার ফয়সালা এটাই।"

টীকা-১৭১. যা থেকে পালিয়ে বাঁচার কোন উপায় থাকেনা; যেমন বিশ্‌র মুনাফিকের উপর এসে পড়েছিলো যে, তাকে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু কতল করে ফেললেন।

টীকা-১৭২. কুফর, নিফাক্ব এবং পাপাচারসমূহ, যেমন বিশ্‌র মুনাফিক রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ফয়সালা প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে করেছে।

টীকা-১৭৩. এবং সে ওযর-আপত্তি এবং অনুশোচনা কোন কাজে আসবে না। যেমন বিশ্‌র মুনাফিক কতল (নিহত) হয়েযাওয়ার পর তার উত্তরাধিকারীগণ তার খুনের বদলা তলব করতে এসেছিলো এবং অযথা ওযরসমূহ পেশ এবং বিভিন্ন অভিযোগ তৈরী করতে লাগলো। আল্লাহ্ তা'আলা তার খুনের কোন বদলা প্রদান করাননি। কেননা, সেটা তার আত্মহত্যার শামিল ছিলো।

টীকা-১৭৪. যা তাদের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে।

টীকা-১৭৫. যখন রসূল প্রেরণই এজন্য যে, তাঁদের আনুগত্য করানো হবে এবং তাঁদের আনুগত্য ফরয করা হবে, তখন যে ব্যক্তি তাঁদের নির্দেশের উপর সন্তুষ্ট হবে না সে রিসালতকেই অমান্যকারী হবে, সে কাফির এবং তাকে কতল করা অপরিহার্য (واجب القتل)।

টীকা-১৭৬. অবাধ্যতা ও অমান্য করে

টীকা-১৭৭. এ থেকে বুঝা গেলো যে, আল্লাহ্‌র দরবারে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওসীলা এবং তাঁর সুপারিশ সাফল্য অর্জনের জন্য উৎকৃষ্ট মাধ্যম। সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত শরীফের পর একজন গ্রাম্য লোক রওযা-ই-আক্বদাসের নিকট হাযির হয়ে রওযা শরীফের 'পবিত্র মাটি নিয়ে তার মাথায় মালিশ করলো এবং আরয করতে লাগলো, "হে আল্লাহ্‌র রসূল, যা আপনি এরশাদ করেছেন আমরা তা শুনেছি। আর যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তার মধ্যে এ আয়াতও আছে– وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوْا ۔ الآية, আমি নিশ্চয়ই আপন আত্মার উপর যুলুম করেছি এবং আপনার দরবারে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে আমার গুনাহ্‌র ক্ষমা প্রার্থনার জন্য হাযির হয়েছি। সুতরাং আমার প্রতিপালকের নিকট থেকে আমার গুনাহ্ ক্ষমা করিয়ে দিন।" তদুত্তরে রওযা শরীফ থেকে সুসংবাদ আসলো, "তোমার গুনাহ্ ক্ষমা করা হয়েছে।" এ থেকে কতিপয় মাস্‌আলা প্রতিভাত হয়ঃ–

মাস্‌আলাঃ আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে স্বীয় প্রয়োজন আরয করার জন্য তাঁর মাকবূল বান্দাদেরকে ওসীলা বানানো কৃতকার্যতার উপায়।

মাস্‌আলাঃ কবরের নিকট প্রয়োজন মিটানোর উদ্দেশ্য যাওয়াও جَآءُوْكَ -এর অন্তর্ভূক্ত এবং সর্বোৎকৃষ্ট যুগেরই স্বীকৃত আমল।

মাস্‌আলাঃ ওফাতের পর আল্লাহ্‌র মাকবূল বান্দাগণকে 'يَا' (এয়া) সহকারে সম্বোধন করা বৈধ।

মাস্‌আলাঃ আল্লাহর মাকবূল বান্দাগণ সাহায্য করেন এবং তাঁদের দো'আয় মনস্কামনা পূরণ হয়।

অতঃপর হে মাহবুব! আপনার নিকট হাযির হয়ে আল্লাহ্‌র শপথ করে (বলে), 'আমাদের উদ্দেশ্য তো কল্যাণ এবং সম্প্রীতিই ছিলো (১৭৩)।'

ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّآ إِحْسَانًا وَّتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾

৬৩. তাদের অন্তরসমূহের কথা তো আল্লাহ্ জানেন। সুতরাং আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন এবং তাদেরকে বুঝিয়ে দিন আর তাদের মামলায় তাদেরকে মর্মস্পর্শী কথা বলুন (১৭৪)।

أُولٰٓئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَّهُمْ فِيٓ أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾

৬৪. এবং আমি কোন রসূল প্রেরণ করিনি কিন্তু এ জন্য যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাঁর আনুগত্য করা হবে (১৭৫); এবং যদি কখনো তারা নিজেদের আত্মার প্রতি যুলুম করে (১৭৬) তখন, হে মাহবুব! (তারা) আপনার দরবারে হাযির হয় এবং অতঃপর আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর রসূল তাদের পক্ষে সুপারিশ করেন, তবে অবশ্যই আল্লাহ্‌কে অত্যন্ত তাওবা কবুলকারী, দয়ালু পাবে (১৭৭)।

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوٓا أَنْفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿٦٤﴾

৬৫. সুতরাং হে মাহবুব! আপনার প্রতিপালকের শপথ, তারা মুসলমান হবেনা যতক্ষণ পরস্পরের ঝগড়ার ক্ষেত্রে আপনাকে বিচারক মানবে না অতঃপর যা কিছু আপনি নির্দেশ করবেন, তাদের অন্তরসমূহে সে সম্পর্কে কোন দ্বিধা পাবে না এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেবে (১৭৮)।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيٓ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

টীকা-১৭৮. অর্থ এ যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার ফয়সালা এবং নির্দেশকে অন্তরের নিষ্ঠা সহকারে মেনে না দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান হতে পারবে না। সুব্‌হানাল্লাহ্! এ থেকে রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর শান প্রতিভাত হয়।

শানে নুযূলঃ পাহাড় থেকে প্রবহমান একটা নালা, যা দ্বারা বাগানসমূহে পানি পৌঁছানো হতো তা নিয়ে একজন আনসারীর হযরত যুবায়র রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ঝগড়া হলো। মামলাটা হুযূর সৈয়দে আলম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট পেশ করা হলো। হুযূর এরশাদ করলেন, "হে যুবায়র! তুমি তোমার বাগানে পানি দিয়ে তোমার প্রতিবেশীর (বাগানের) দিকে পানি ছেড়ে দিও।" এটা আনসারীর নিকট পছন্দ হলোনা এবং তার মুখ থেকে এ বাক্যটা বের হলো– "যুবায়র আপনার ফুফাত ভাই হন।" অথচ উক্ত ফয়সালায় হযরত যুবায়রকে আনসারীর প্রতি অনুগ্রহ করার হিদায়ত করা হয়েছে। কিন্তু আনসারী সেটার মর্যাদা দেয়নি। তখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) হযরত যুবায়রকে হুকুম দিলেন– আপন বাগানে পানি দিয়ে পানির গতি রোধ করো। বিচারে পার্শ্ববর্তী লোকই পানির উপযোগী। এর প্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১৭৯. যেমন বনী ইস্রাঈলকে মিশর থেকে বের হয়ে যাবার জন্য এবং তাওবার জন্য নিজেরাই নিজেদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

শানে নুযূলঃ সাবিত ইবনে কায়স ইবনে শাম্মাসকে এক ইহুদী বললো, "আল্লাহ্ আমাদের উপর, নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করা এবং গৃহ ত্যাগ করা ফরয করে দিয়েছিলেন। আমরা সেটা পালন করেছি।" সাবিত বললেন, "যদি আল্লাহ্ আমাদের উপর ফরয করতেন তবে আমরাও নিশ্চয় পালন করতাম।" এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

টীকা-১৮০. অর্থাৎ রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য এবং তাঁর কথা মান্য করার।

টীকা-১৮১. সুতরাং নবীগণের নিষ্ঠাবান অনুগত লোকেরা জান্নাতে তাঁদের সঙ্গ ও সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত হবেনা।

وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا ﴿۶۶﴾

৬৬. এবং যদি আমি তাদের উপর ফরয করতাম, 'তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করে ফেলো কিংবা আপন ঘরবাড়ী ত্যাগ করে বের হয়ে যাও' (১৭৯) তবে তাদের মধ্যে কমসংখ্যক লোকই এমন করতো। এবং যদি তারা (তা) করতো যে কথার তাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে (১৮০), তবে তাতে তাদের মঙ্গল ছিলো এবং ঈমানের উপর খুব প্রতিষ্ঠিত থাকা।

وَّاِذًا لَّاٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ لَّدُنَّاۤ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۶۷﴾

৬৭. এবং এমন হলে নিশ্চয় আমি তাদেরকে আমার নিকট থেকে মহা পুরস্কার দিতাম।

وَّلَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿۶۸﴾

৬৮. এবং নিশ্চয় তাদেরকে সোজা পথে হিদায়ত করতাম।

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ﴿۶۹﴾

৬৯. এবং যে আল্লাহ্ ও রসূলের হুকুম মান্য করে, তবে সে তাঁদের সঙ্গ লাভ করবে যাদের উপর আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন– অর্থাৎ নবীগণ (১৮১), সত্যনিষ্ঠগণ (১৮২), শহীদ (১৮৩) এবং সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ (১৮৪)। এরা কতই উত্তম সঙ্গী।

ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ﴿۷۰﴾

৭০. এটা আল্লাহ্র অনুগ্রহ এবং আল্লাহ্ যথেষ্ট জ্ঞানী।

রুকু' – দশ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ﴿۷۱﴾

৭১. হে ঈমানদারগণ! সতর্কতা সহকারে কাজ করো (১৮৫) অতঃপর শত্রুর দিকে অল্প অল্প হয়ে বের হও অথবা একত্রিত হয়ে অগ্রসর হও।

وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ ۚ فَاِنْ

৭২. এবং তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা অবশ্যই দেরী (গড়িমসি) করবে (১৮৬)। অতঃপর যদি তোমাদের উপর কোন

টীকা-১৮২. 'সিদ্দীক্ব' নবীগণের সাচ্চা অনুসারীদেরকে বলে, যাঁরা নিষ্ঠার সাথে তাঁদের পথের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। কিন্তু এ আয়াতে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর শীর্ষস্থানীয় সাহাবা কেরামই উদ্দেশ্য; যেমন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)।

টীকা-১৮৩. যাঁরা আল্লাহ্র রাস্তায় নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন।

টীকা-১৮৪. সেসব দ্বীনদার ব্যক্তি, যাঁরা বান্দার হক (প্রাপ্য) এবং আল্লাহ্র হক (বিধি-নিষেধ) উভয়ই আদায় করে এবং তাঁদের অবস্থাদি ও কার্যাবলী এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দিকগুলো ভাল ও পবিত্র হয়।

শানে নুযূলঃ হযরত সাওবান সৈয়দে আলম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে পূর্ণ ভালবাসা রাখতেন। বিচ্ছেদের বিষাদ সহ্য করতে পারতেন না। তিনি একদিন এতোই দুঃখিত ও চিন্তিত অবস্থায় হাযির হলেন যে, তাঁর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিলো। হুযূর জিজ্ঞাসা করলেন, "আজ রং কেন পরিবর্তিত হলো?" আরয করলেন, "না আমার কোন রোগ হয়েছে, না কোন ব্যথা। কারণ শুধু এটাই যে, যখন হুযূর (দঃ) চোখের সামনে থাকেন না তখন মনে চূড়ান্ত নির্জনতার ভয় ও দুঃখের সঞ্চার হয়। যখন পরকালের কথা স্মরণ করি তখন এ আশংকা হয় যে, সেখানে আমি কিভাবে সাক্ষাৎ লাভ করবো! আপনি তো সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ স্থানে অবস্থান করবেন। আমাকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় দয়াবশতঃ জান্নাতও দিলেন, তবুও সেই উচ্চস্তরে পৌঁছবো কি করে?" এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ নাযিল হলো এবং তাঁকে শান্তনা দেয়া হলো যে, মর্যাদার স্তরের তারতম্য সত্ত্বেও অনুগত বান্দাদের সাক্ষাতের সুযোগ এবং সঙ্গরূপী নি'মাত দ্বারা ধন্য করা হবে।

টীকা-১৮৫. শত্রুর চাতুরী থেকে বাঁচো এবং তাকে নিজেদের বিরুদ্ধে সুযোগ দিওনা। একটা অভিমত এও রয়েছে যে, 'হাতিয়ার সাথে রাখো।'

মাস্আলাঃ এ থেকে জানা গেলো যে, শত্রুর মুকাবিলায় আত্মরক্ষার কৌশলাদি অবলম্বন করা জায়েয।

টীকা-১৮৬. অর্থাৎ মুনাফিকগণ।

টীকা-১৮৭. তোমাদের বিজয় হয় এবং গণীমতের মাল হাতে আসে।

টীকা-১৮৮. ঐ ব্যক্তি, যার উক্তি থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে,

টীকা-১৮৯. অর্থাৎ জিহাদ করা ফরয এবং তা পরিহার করার পক্ষে তোমাদের নিকট কোন গ্রহণযোগ্য ওযর নেই।

أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ۝

মুসীবত এসে পড়ে, তবে বলে, 'আমার উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ছিলো যে, আমি তাদের সাথে উপস্থিত ছিলাম না।'

وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝

৭৩. আর যদি তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভ করো (১৮৭) তবে অবশ্যই (এমনভাবে) বলে (১৮৮) যেন তোমাদের এবং তাদের মধ্যে কোন বন্ধুত্বই ছিলোনা, 'আহা যদি আমি তাদের সাথে থাকতাম তবে (আমিও) বিরাট সাফল্য লাভ করতাম।'

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

৭৪. সুতরাং তাদের আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করা উচিৎ, যারা পার্থিব জীবন বিক্রয় করে আখিরাতকে গ্রহণ করে এবং যে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে অতঃপর নিহত হয় কিংবা বিজয়ী হয়, তবে অবিলম্বে আমি তাকে মহা পুরস্কার দেবো।

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ۝

৭৫. এবং তোমাদের কী হলো যে, যুদ্ধ করছোনা আল্লাহ্‌র পথে (১৮৯) এবং দুর্বল নর-নারী ও দুর্বল শিশুদের জন্য? যারা এ প্রার্থনা করছে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এ বস্তী থেকে বের করো, যার অধিবাসীরা অত্যাচারী এবং আমাদেরকে তোমার নিকট থেকে কোন ত্রাণকর্তা দাও এবং আমাদেরকে তোমার নিকট থেকে কোন সাহায্যকারী প্রদান করো।'

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۝

৭৬. ঈমানদারগণ আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে (১৯০) এবং কাফিরগণ শয়তানের পথে যুদ্ধ করে। সুতরাং শয়তানের বন্ধুদের সাথে (১৯১) যুদ্ধ করো। নিশ্চয় শয়তানের কৌশল দুর্বল (১৯২)।

রুকূ' - এগার

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ

৭৭. আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যাদেরকে বলা হয়েছিলো, 'নিজেদের হস্ত সংবরণ করো (১৯৩), নামায কায়েম রাখো এবং যাকাত দাও।' অতঃপর যখন তাদের উপর জিহাদ ফরয করা হলো (১৯৪) তখন তাদের কেউ কেউ মানুষকে এমনভাবে ভয় করতে লাগলো

টীকা-১৯০. এআয়াতে মুসলমানদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে; যাতে তারা সেই দুর্বল মুসলমানদেরকে কাফিরদের যুলুমের কবল থেকে মুক্ত করে, যাঁদেরকে মক্কা মুকার্‌রামায় মুশরিকগণ আটক করে রেখেছিলো এবং বিভিন্ন ধরণের কষ্ট দিচ্ছিলো। আর তাঁদের নারী ও শিশুদের উপর পর্যন্ত অমানুষিক নির্যাতন চালাচ্ছিলো। বস্তুতঃ তাঁরা তাদের হাতে বাধ্য (অসহায়) ছিলেন। এমতবস্থায় তাঁরা আল্লাহ্‌র দরবারে নিজেদের মুক্তি ও খোদায়ী সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করতেন। এপ্রার্থনা কবূল হলো এবং আল্লাহ্ তা'আলা আপন হাবীব (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)কে তাদের অভিভাবক (ত্রাণকর্তা) এবং সাহায্যকারী করেন এবং তাঁদেরকে মুশরিকদের কবল থেকে মুক্ত করেন। আর মক্কা মুকার্‌রামাহ্ বিজয় করে তাঁদের বিরাট সাহায্য দান করেন।

টীকা-১৯১. দ্বীনকে সমুন্নত করণ ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে

টীকা-১৯২. অর্থাৎ কাফিরদের এবং সেটা আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় কতোই নগণ্য!

টীকা-১৯৩. যুদ্ধ থেকে,

শানে নযূলঃ মুশরিকগণ মক্কা মুকার্‌রামার মুসলমানদেরকে বহু ধরণের কষ্ট দিতো। হিজরতের পূর্বে রসূল পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের একটা দল হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের খিদমতে আরয করলেন, "আপনি আমাদেরকে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার অনুমতি দিন। তারা আমাদের উপর বহু নির্যাতন করেছে এবং বহু কষ্ট দিচ্ছে।" হুযূর (দঃ) এরশাদ করলেন, "তাদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে হাত সংবরণ করো। নামায ও যাকাত, যা তোমাদের উপর ফরয, সেগুলো তোমরা আদায় করতে থাকো।"

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, নামায ও যাকাত জিহাদের পূর্বে ফরয হয়েছে।

টীকা-১৯৪. মদীনা তৈয়্যবায় এবং বদরে হাযির হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

টীকা-১৯৫. এ ভয় স্বভাবগত ছিলো। মানুষের এটা স্বভাবজাত যে, সে ধ্বংস এবং মৃত্যুকে ভয় করে।

টীকা-১৯৬. সেটার হিকমত কি? এ প্রশ্নটা হিকমতের প্রকৃতি জিজ্ঞাসা করার জন্য ছিলো, আপত্তির সূত্রে ছিলোনা। এ কারণেই তাদেরকে এ প্রশ্নের জন্য তিরস্কার করা হয়নি; বরং শান্তিনাদায়ক জবাব দেয়া হয়েছে।

টীকা-১৯৭. ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল

টীকা-১৯৮. এবং তোমাদের সাওয়াব হ্রাস করা হবেনা। কাজেই, জিহাদের ক্ষেত্রে আশংকা ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়োনা।

টীকা-১৯৯. এবং তা থেকে মুক্তি পাবার কোন উপায় নেই। আর যখন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী তখন বিছানার উপর মৃত্যুবরণ করার চাইতে আল্লাহ্‌র পথে প্রাণ উৎসর্গ করাই উত্তম, যেহেতু এটা পরকালের সৌভাগ্যের কারণ।

كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَآ اَخَّرْتَنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ۚ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى ۟ وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ۝٧٧

যেমন আল্লাহ্‌কে ভয় করে অথবা তদপেক্ষাও বেশী (১৯৫)। এবং বললো, 'হে প্রতিপালক আমাদের! তুমি আমাদের উপর জিহাদ কেন ফরয করে দিলে (১৯৬)? আরো কিছুকাল (যদি) আমাদেরকে জীবিত থাকতে দেয়া হতো!' (হে হাবীব!) আপনি বলে দিন, 'পার্থিব ভোগ সামান্য (১৯৭) এবং ভীতিসম্পন্নদের জন্য পরকাল উত্তম এবং তোমাদের উপর সুতা পরিমাণ যুল্‌মও হবেনা (১৯৮)।

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ ۗ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ فَمَالِ هٰٓؤُلَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا ۝٧٨

৭৮. তোমরা যেখানেই থাকোনা কেন মৃত্যু তোমাদের পেয়ে বসবে (১৯৯) যদিও সুদৃঢ় দূর্গসমূহে অবস্থান করো এবং তাদের নিকট যদি কোন কল্যাণ পৌঁছে (২০০), তবে বলে, 'এটা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে' এবং তাদের নিকট যদি কোন ক্ষতি পৌঁছে (২০১) তবে বলে, 'এটা হুযূরের দিক থেকে এসেছে(২০২)।' আপনি বলুন! 'সবকিছু আল্লাহ্‌র নিকট থেকেই' (২০৩)। কাজেই, ঐসব লোকের কী হলো? তারা কোন কথা বুঝছে বলে মনে হয়না।

مَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ۖ وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ۗ وَاَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۝٧٩

৭৯. হে শ্রোতা! তোমার নিকট যা কল্যাণ পৌঁছে তা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে (২০৪) এবং যে অকল্যাণ পৌঁছে তা তোমার নিজের তরফ থেকেই (২০৫)। এবং হে মাহবুব! আমি আপনাকে সমস্ত মানুষের জন্য রসূলরূপে প্রেরণ করেছি (২০৬)। এবং আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট সাক্ষীরূপে (২০৭)।

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ

৮০. যে ব্যক্তি রসূলের নির্দেশ মান্য করেছে, নিঃসন্দেহে সে আল্লাহ্‌র নির্দেশ মান্য করেছে (২০৮)

টীকা-২০০. ফল-ফসলের সহজলভ্যতা ও অধিক ফলন ইত্যাদি।

টীকা-২০১. দুর্মূল্য ও দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি।

টীকা-২০২. এ অবস্থা মুনাফিকদের যে, যখন তাদের নিকট কোন মুসীবত এসে পড়তো, তখন সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি সেটার সম্পর্ক করে দিতো। আর বলতো, "যখন থেকে ইনি এনেছেন, তখন থেকেই এসব মুসীবত ও বিপদাপদ আসতে আরম্ভ করেছে।"

টীকা-২০৩. দুর্মূল্য হোক কিংবা সুলভ মুল্য; দুর্ভিক্ষ হোক কিংবা সচ্ছলতা; দুঃখ হোক কিংবা শান্তি; আরাম হোক কিংবা কষ্ট; বিজয় হোক কিংবা পরাজয়; বাস্তবিকপক্ষে, সবই আল্লাহ্‌র নিকট থেকে।

টীকা-২০৪. তাঁর অনুগ্রহ ও দয়া।

টীকা-২০৫. যে, তুমি এমন সব গুনাহ সম্পাদন করেছো, সুতরাং তুমি সেটার উপযোগী হয়েছো।

মাস্আলাঃ এখানে অকল্যাণের সম্পর্ক বান্দার প্রতি 'রূপক' (مجاز) এবং পূর্বে যা উল্লেখ করা হয়েছে সেটা 'প্রকৃত' (حقيقت) ছিলো। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, মন্দকার্যের সম্পর্ক বান্দার প্রতি শিষ্টাচার (আদাব)-এর নিয়ম হিসাবে। মোটকথা হচ্ছে- বান্দা যখন প্রকৃত কর্তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবে তখন প্রত্যেক কিছু তারই নিকট থেকে বলে ধারণা করবে এবং যখন উপায়-উপকরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে তখন অকল্যাণসমূহকে তার প্রবৃত্তির অপকর্মের ফলশ্রুতি বলে বুঝে নেবে।

টীকা-২০৬. আরব হোক কিংবা অনারব; তাঁকে (দঃ) সমগ্র সৃষ্টির জন্য রসূল করা হয়েছে এবং সমগ্র জাহানকে তাঁর উম্মত করা হয়েছে। এটা সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের মহান ও উচ্চ মর্যাদার বিবরণ।

টীকা-২০৭. তাঁর ব্যাপক রিসালতের উপর; সুতরাং সবার উপর তাঁর আনুগত্য এবং তাঁর অনুসরণ করা ফরয।

টীকা-২০৮. শানে নযূলঃ রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, "যে আমার আনুগত্য করেছে সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করেছে। আর যে আমার সাথে ভালবাসা রেখেছে সে আল্লাহ্‌র সাথে ভালবাসা রেখেছে।" এর উপর ভিত্তি করে আজকালকার বে-আদব বদ-দ্বীন লোকদের

ন্যায়, সে যুগের কোন কোন মুনাফিক বলেছিলো যে, মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এটা চান যে, আমরা তাঁকে প্রতিপালক মেনে নিই, যেমন খৃষ্টান সম্প্রদায় হযরত মারয়াম- তনয় ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)কে প্রতিপালক মেনে নিয়েছে। এর উপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের খণ্ডনে এ আয়াত নাযিল করে স্বীয় নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণীর সত্যতা প্রমাণ করেছেন যে, 'নিঃসন্দেহে রসূলের আনুগত্য আল্লাহ্‌রই আনুগত্য।'

টীকা-২০৯. এবং তাঁর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে

টীকা-২১০. শানে নযূলঃ এ আয়াত মুনাফিকদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যারা সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে ঈমান ও আনুগত্যের অভ্যন্তার কথা প্রকাশ করতো এবং বলতো, "আমরা হুযূর (দঃ)-এর উপর ঈমান এনেছি। আমরা হুযূর (দঃ)-এর সত্যতা স্বীকার করেছি। হুযূর (দঃ) আমাদেরকে যা নির্দেশ দেন তা পালন করা আমাদের উপর অপরিহার্য।"

এবং যে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে (২০৯) তবে আমি আপনাকে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য প্রেরণ করিনি।

وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ﴿٨٠﴾

৮১. এবং বলে, 'আমরা নির্দেশ মান্য করেছি (২১০)।' অতঃপর যখন আপনার নিকট থেকে বের হয়ে যায় তখন তাদের মধ্যে একদল যা বলে গিয়েছিলো রাতে তার বিপরীত পরিকল্পনা করে এবং আল্লাহ্ লিখে রাখেন তাদের রাতের পরিকল্পনাসমূহ (২১১)। সুতরাং হে মাহবুব! আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখুন। আর আল্লাহ্ যথেষ্ট কার্য সমাধানের জন্য।

وَيَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ ۫ فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِيْ تَقُوْلُ ۚ وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُوْنَ ۚ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿٨١﴾

৮২. তবে কি তারা গভীর চিন্তা করে না ক্বোরআনের মধ্যে (২১২)? এবং যদি তা খোদা ব্যতীত অন্য কারো নিকট থেকে হতো তবে তাতে বহু বিরোধ পেতো (২১৩)।

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ﴿٨٢﴾

৮৩. এবং যখন তাদের ★ নিকট প্রশান্তি (২১৪) অথবা শংকা (২১৫)-এর কোন বার্তা আসতো তখন (তারা) সেটা প্রচার করে বেড়াতো (২১৬) আর যদি সেক্ষেত্রে (তারা) সেটা ★★ রসূল এবং নিজেদের ক্ষমতাসম্পন্ন লোকদের (২১৭)

وَاِذَا جَآءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ ۚ وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰٓى اُولِي

টীকা-২১১. তাদের আমলনামাসমূহের মধ্যে এবং তাদেরকে সেটার বদলা দেবেন।

টীকা-২১২. এবং সেটার জ্ঞানসমূহ ও নির্দেশকে দেখছেনা? সেটা তো আপন ভাষা-অলংকার দ্বারা সমস্ত সৃষ্টিকে অক্ষম (স্তব্ধ) করে নিয়েছে এবং 'অদৃশ্য বিষয়ের খবরসমূহ' দ্বারা মুনাফিকদের অবস্থাদি ও তাদের ধোকা ও চক্রান্তকে ফাঁস করে নিয়েছে আর পূর্ব ও পরবর্তীদের খবরাদি দিয়েছে।

টীকা-২১৩. এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অদৃশ্য খবরাদি বাস্তবের সাথে মিল থাকতো না; এবং যখন এমন হয়নি এবং ক্বোরআন পাকের অদৃশ্য খবরাদি 'ভবিষ্যতে' ঘটমান ঘটনাবলী মোতাবেক হয়ে চলে আসতে লাগলো, তখনপ্রমাণিত হলো যে, নিশ্চিতভাবে সে কিতাব আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই। অনুরূপ, এর বিষয়বস্তুসমূহের মধ্যেও পরস্পর বিরোধ নেই। তেমনিভাবে, ভাষা-অলংকারের বিষয়াদিতেও। কেননা, মাখলূকের কালাম ভাষা-অলংকার সমৃদ্ধ হলেও সব এক সমান হয়না; কিছু কিছু যথাযথভাবে অলংকার সম্মত হলেও কিছু অংশে অলংকারের দিক হালকা হয়; যেমন কবি ও ভাষাবিদদের কথাবার্তায় দেখা যায় যে, কোনটা অতীব হৃদয়গ্রাহী ও অলংকার সম্মত হয়, আর কোনটা হয় নিতান্ত অলংকারশূন্য। এটা আল্লাহ্ তা'আলারই কালামের শান যে, তাঁর সমগ্র কালামই ভাষা-অলংকার শাস্ত্রের সর্বোচ্চ স্তরের উপর (এরশাদ হয়েছে)।

টীকা-২১৪. অর্থাৎ ইসলামের বিজয়।

টীকা-২১৫. অর্থাৎ মুসলমানদের বিপর্যয়ের সংবাদ।

টীকা-২১৬. যা বিভ্রান্তির কারণ হয়। অর্থাৎ মুসলমানদের বিজয়ের প্রসিদ্ধি থেকে তো কাফিরদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং পরাজয়ের সংবাদ দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে নিরুৎসাহের সঞ্চার হয়।

টীকা-২১৭. শীর্ষস্থানীয় সাহাবীগণ, যাঁরা বিচারবোধ ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হন।

★ অর্থাৎ অবুঝ ও দুর্বল মুসলমানদের

★★ প্রচার না করে

টীকা-২১৮. এবং নিজেরা নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধির প্রভাব না খাটাতো,

টীকা-২১৯. মাস্‌আলাঃ তাফসীরকারকগণ বলেছেন, এ আয়াতে দলীল রয়েছে ক্বিয়াসের বৈধতার স্বপক্ষে। আর এটাও জানা যায় যে, একটা জ্ঞান তো সেটাই, যা ক্বোরআন ও হাদীসের স্পষ্ট দলীলের মাধ্যমে হাসিল হয় এবং অন্য একটা জ্ঞান হচ্ছে– যা ক্বোরআন ও হাদীস থেকে গবেষণা এবং অনুমান দ্বারা অর্জিত হয়।

মাস্‌আলাঃ এও জানা যায় যে, ধর্মীয় বিষয়াদিতে প্রত্যেকের দখল দেয়া বৈধ নয়, (বরং) যিনি উপযুক্ত তাঁকে সোপর্দ করা উচিৎ।

টীকা-২২০. রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রেরিত হওয়া

টীকা-২২১. ক্বোরআন অবতীর্ণ হওয়া

টীকা-২২২. এবং কুফর ও ভ্রান্তির মধ্যে লিপ্ত হয়ে থাকতে,

টীকা-২২৩. ঐসব লোক, যারা সৈয়্যদে আলম (দঃ)-এর প্রেরিত হওয়া এবং ক্বোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তাঁর উপর ঈমান এনেছিলেন। যেমন, যায়দ ইবনে আমর ইবনে নুফায়ল, ওয়ারক্বাহ্ ইবনে নওফল এবং কায়েস ইবনে সা-'ইদাহ্।

ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَٱتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَٰنَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

গোচরে আনতো (২১৮) তবে নিশ্চয় তাঁদের নিকট ★ থেকে সেটার বাস্তবতা ★★ জানতে পারতো, যারা পরবর্তী (তথ্য অনুসন্ধানের জন্য) প্রচেষ্টা চালায় (২১৯); এবং যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ (২২০) এবং তাঁর দয়া (২২১) না হতো, তবে অবশ্যই তোমরা শয়তানের অনুসরণ আরম্ভ করতে (২২২), কিন্তু অল্প সংখ্যক লোক (২২৩)।

فَقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ۝

৮৪. সুতরাং হে মাহবুব, আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করুন (২২৪)। আপনাকে কষ্ট দেয়া হবে না, কিন্তু নিজেরই কাজের জন্য (২২৫) এবং মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করুন (২২৬)! এটা দূরে নয় যে, আল্লাহ্ কাফিরদের প্রচণ্ডতা প্রতিহত করবেন (২২৭) এবং আল্লাহ্‌র শক্তি সর্বাধিক প্রবল এবং তাঁর শাস্তি সর্বাধিক কঠোর।

مَّن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُۥ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ مُّقِيتًا ۝

৮৫. যে ব্যক্তি ভাল সুপারিশ করে (২২৮) তার জন্য সেটার মধ্যে অংশ রয়েছে (২২৯) এবং যে মন্দ সুপারিশ করে তার জন্য সেটার মধ্য থেকে অংশ রয়েছে (২৩০) এবং আল্লাহ্ প্রত্যেক কিছুর উপর শক্তিমান।

টীকা-২২৪. চাই কেউ আপনার সঙ্গে থাকুক কিংবা নাই থাকুক এবং আপনি একাই থাকুন না কেন

টীকা-২২৫. শানে নুযূলঃ 'বদর-ই-সুগ্‌রা' রা 'বদরের ছোটতর যুদ্ধ' যা আবু সুফিয়ানের সাথে স্থির হয়েছিলো। যখন সেটার সময় এসে পড়লো, তখন রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সেখানে যাওয়ার জন্য লোকদের আহ্বান জানালেন। কেউ কেউ সেটাকে কঠিনবোধ করলে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত শরীফ নাযিল করলেন। আর স্বীয় হাবীব (দঃ)-কে নির্দেশ দিলেন যেন তিনি জিহাদ পরিহার না করেন, যদিও একাকী হন। আল্লাহ্ই তাঁর সাহায্যকারী, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। এ নির্দেশ লাভ করে রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) 'বদর-ই-সুগ্‌রা'র যুদ্ধের জন্য রওনা দিলেন। মাত্র সত্তর জন আরোহী তাঁর (দঃ) সঙ্গে ছিলেন।

টীকা-২২৬. তাদেরকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করুন এবং এটাই যথেষ্ট।

টীকা-২২৭. সুতরাং অনুরূপই হলো যে, মুসলমানদের এ ছোট সৈন্যদল কৃতকার্য হলো আর কাফিরগণ এতই আতংকিত হয়েছিলো যে, মুসলমানদের মুকাবিলায় তারা ময়দানেও আসতে পারেনি।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, সৈয়্যদে আলম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) হলেন বীরত্বের মধ্যে সকলের উর্ধ্বে, এ কারণে তাঁকে একাকীই কাফিরদের মুকাবিলায় তাশরীফ নিয়ে যাবার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো। আর তিনিও প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

টীকা-২২৮. কারো পক্ষ থেকে কারো জন্য, যেন সে উপকৃত হয়, কিংবা কারো মুসীবত ও বালা থেকে মুক্ত করবেন এবং তা শরীয়ত মোতাবেক হলে–

টীকা-২২৯. পুরস্কার ও প্রতিদান

টীকা-২৩০. শাস্তি ও প্রতিফল

★ অর্থাৎ রসূল (দঃ) ও ক্ষমতাবান শীর্ষস্থানীয় সাহাবা কেরামের নিকট

★★ অর্থাৎ খবরের রহস্য কি এবং প্রচার করা উত্তম হবে, না চুপ থাকা, (জালালাঈন ইত্যাদি)

টীকা-২৩১. সালামের মাস্'আলাঃ সালাম দেয়া সুন্নাত এবং জবাব দেয়া ফরয। আর জবাবের মধ্যে উত্তম হলে– সালাম দাতার সালামের উপর কিছু অতিরিক্ত বলা। যেমন– প্রথম ব্যক্তি 'আস্সালামু আলায়কুম' বললে অপর ব্যক্তি 'ওয়া আলায়কুমুস্ সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলবে। আর যদি প্রথম ব্যক্তি 'ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ও' বলে, তবে জবাবদাতা 'ওয়া বারাকাতুহু' অতিরিক্ত বাড়িয়ে বলবে। অতঃপর সালাম ও জবাবের মধ্যে আর কোন কিছু বৃদ্ধি করতে নেই। কাফির, গোম্‌রাহ, ফাসিক এবং পায়খানা-প্রস্রাবরত মুসলমানকে সালাম করবে না। যে ব্যক্তি খোৎবা, তেলাওয়াতে ক্বোরআন, হাদীস, ইল্মের পারস্পরিক আলোচনা ও আযান বা তকবীরে মশগুল, এমতাবস্থায় তাকে সালাম করা যাবে না এবং যদি কেউ সালাম করে ফেলে তবে তাদের উপর জবাব দেয়া অপরিহার্য নয় এবং যে ব্যক্তি সতরঞ্জ, 'চওসর' (ক্রীড়া বিশেষ), তাশ, গনজিফা (এক প্রকার তাস) ইত্যাদি কোন অবৈধ খেলা খেলছে কিংবা গান-বাদ্যে মশগুল হয় অথবা পায়খানা বা গোসলখানায় থাকে অথবা বিনা কারণে উলঙ্গ হয়– তাকে সালাম করা যাবে না।

মাস্'আলাঃ মানুষ যখন ঘরে প্রবেশ করে তখন স্ত্রীকে সালাম করবে। ভারতে (এ উপমহাদেশে) এটা বড় রকমের ভুল প্রথা যে, স্ত্রী ও স্বামী পরস্পর এতই ঘনিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও একে অপরকে সালাম থেকে বঞ্চিত করে; অথচ সালাম যাকে করা হয়, তার শান্তির জন্য প্রার্থনা করা হয়।

মাস্'আলাঃ উত্তম আরোহী নিম্ন পর্যায়ের আরোহীকে, নিম্নতর আরোহী পদাতিককে, পদাতিক উপবিষ্টকে, ছোট বড়কে এবং অল্প সংখ্যক অধিক সংখ্যককে সালাম করবে।

টীকা-২৩২. অর্থাৎ তিনি অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী কেউ নেই। এ জন্য যে, তাঁর পক্ষে মিথ্যা বলা অসম্ভব। কেননা, মিথ্যা বলা দোষ। আর যে কোন ধরণের দোষই আল্লাহ্‌র পক্ষে অসম্ভব। তিনি সব ধরণের দোষ ত্রুটি থেকে পবিত্র।

টীকা-২৩৩. শানে নুযূলঃ মুনাফিকদের একটা দল সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে জিহাদে যাওয়া থেকে বিরত রইলো। তাদের সম্পর্কে সাহাবা কেরামের দু'দল হয়ে গেলো– একদল তাদেরকে হত্যা করার জন্য পুনঃ পুনঃ প্রস্তাব করছিলেন। আর অন্যদল তাদেরকে হত্যা করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছিলেন। এ মামলা প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-২৩৪. যেন তারা হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সঙ্গে জিহাদে যাওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকে।

৮৬. এবং যখন তোমাদেরকে কেউ কোন বচন দ্বারা সালাম করে, তবে তোমরা তা অপেক্ষা উত্তম বচন তার জবাবে বলো, কিংবা অনুরূপই বলে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক কিছুর হিসাব গ্রহণকারী (২৩১)।

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾

৮৭. আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কারো ইবাদত নেই এবং তিনি নিশ্চয় তোমাদেরকে একত্র করবেন ক্বিয়ামতের দিন, যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই, এবং আল্লাহ্ অপেক্ষা কার কথা অধিক সত্য (২৩২)?

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿٨٧﴾

রুকূ' – বার

৮৮. সুতরাং তোমাদের কী হলো যে, মুনাফিকদের সম্বন্ধে দু'দল হয়ে গেছো (২৩৩)? এবং আল্লাহ্ তাদেরকে কুঁজো করে দিয়েছেন (২৩৪) তাদের কৃতকর্মের কারণে (২৩৫)। তোমরা কি চাও যে, তাকেই সৎপথ প্রদর্শন করবে যাকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেছেন? এবং যাকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন, তবে তুমি কখনো তার জন্য পথ পাবে না।

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۖ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿٨٨﴾

৮৯. তারা তো এটা কামনা করে যে, কোনমতে তোমরাও কাফির হয়ে যাও, যেমন তারা কাফির হয়েছে অতঃপর তোমরা এক সমান হয়ে যাও। সুতরাং তাদের মধ্য থেকে কাউকেও স্বীয় বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা (২৩৬) যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পথে ঘর-বাড়ি পরিত্যাগ করবে না (২৩৭)। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় (২৩৮), তবে তাদেরকে গ্রেফতার করো এবং যেখানে পাও হত্যা করো, এবং তাদের মধ্য থেকে কাউকেও না বন্ধুরূপে গ্রহণ করো; না সহায়রূপে (২৩৯)।

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ۖ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٨٩﴾

টীকা-২৩৫. তাদের কুফর ও ধর্মত্যাগ এবং মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের কারণে তো উচিত যেন মুসলমানগণও তাদের কুফরের বিষয়ে মতবিরোধ না করেন।

টীকা-২৩৬. এ আয়াতে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। যদিও তারা ঈমান প্রকাশ করে

টীকা-২৩৭. এবং তা থেকে তাদের ঈমানের পরীক্ষা না হয়ে যায়।

টীকা-২৩৮. ঈমান ও হিজরত থেকে এবং স্বীয় অবস্থার উপর অটল থাকে।

টীকা-২৩৯. এবং যদি তোমাদের সাথে বন্ধুত্বের দাবী করে এবং সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হয়, তবে তাদের সাহায্য গ্রহণ করো না।

টীকা-২৪০. এ 'পৃথকীকরণ' (استثناء) 'হত্যার নির্দেশের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। ★ কেননা, কাফির ও মুনাফিকদের সাথে বন্ধুত্ব কোন অবস্থাতেই বৈধ নয়। আর 'অঙ্গীকার' দ্বারা ঐ অঙ্গীকার বুঝায়, যার কারণে ঐ চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায় এবং যে এ সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয় তার জন্য নিরাপত্তা রয়েছে। যেমন বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকার্‌রামায় তাশরীফ নিয়ে যাবার সময় হিলাল ইবনে উয়ায়মার আস্‌লামীর সাথে সম্পাদন করেছিলেন।

৯০. কিন্তু সেসব লোক, যারা এমন সব লোকের সাথে সম্পর্ক রাখে যে, তাদের ও তোমাদের মধ্যে অঙ্গীকার রয়েছে (২৪০) অথবা তোমাদের নিকট এমনভাবে আসলো যে, তাদের অন্তরসমূহে সাহস ছিলোনা– তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার (২৪১) অথবা আপন সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করার (২৪২) এবং আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে অবশ্যই তাদেরকে তোমাদের উপর ক্ষমতা দিতেন। তখন তারা নিশ্চয় তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো (২৪৩)। অতঃপর যদি তারা তোমাদের নিকট থেকে চলে যায় এবং যুদ্ধ না করে ও শান্তি প্রস্তাব করে, তবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ রাখেন নি (২৪৪)।

اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ اَوْ جَآءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ ۚ فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ ۙ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ﴿٩٠﴾

৯১. এখন তোমরা আরো এমন কিছু লোক পাবে, যারা এটা চায় যে, তোমাদের নিকট থেকেও নিরাপদে থাকবে এবং নিজেদের সম্প্রদায়ের নিকট থেকেও নিরাপদে থাকবে (২৪৫)। যখনই তাদের সম্প্রদায় তাদেরকে ফ্যাসাদ (২৪৬)-এর দিকে ফেরায় তখন তারা সেটার উপর কুঁজো হয়ে পতিত হয়; অতঃপর যদি তারা তোমাদের নিকট থেকে চলে না যায় এবং (২৪৭) সন্ধির গর্দান অবনত না করে এবং আপন হাত সংবরণ না করে, তবে তাদেরকে গ্রেফতার করো এবং যেখানে পাও হত্যা করো এবং এরাই হচ্ছে তারা, যাদের বিরুদ্ধে আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্ট ইখ্‌তিয়ার দিয়েছি (২৪৮)।

سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّاْمَنُوْكُمْ وَيَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ ؕ كُلَّمَا رُدُّوْٓا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا ۚ فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوْٓا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ ؕ وَاُولٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿٩١﴾

রুকূ' – তের

৯২. এবং মুসলমানদের জন্য এটা শোভা পায়না যে, মুসলমানকে হত্যা করবে; কিন্তু হাত লক্ষ্যচ্যুত হয়ে (২৪৯); এবং যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে না জেনে হত্যা করে, তবে তার উপর একটা মুসলিম ক্রীতদাস আযাদ করা (অপরিহার্য) এবং রক্তপণ, যা নিহতের লোকজনকে অর্পণ করা হয় (২৫০),

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ؕ

টীকা-২৪১. আপন সম্প্রদায়ের সাথী হয়ে

টীকা-২৪২. তোমাদের সাথী হয়ে

টীকা-২৪৩. কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরগুলোতে আতঙ্কের সঞ্চার করেছেন এবং মুসলমানদেরকে তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন।

টীকা-২৪৪. যে, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। কোন কোন তাফসীরকারকের অভিমত হচ্ছে– এ নির্দেশ, আয়াত– اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ (মুশরিকদেরকে যেখানে পাও হত্যা করো!) দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

টীকা-২৪৫. শানে নুযূলঃ মদীনা তৈয়্যবার 'আসাদ' ও 'গাত্‌ফান' গোত্রদ্বয়ের লোকেরা লোক দেখানোর জন্য ইসলামের কলেমা পড়তো এবং নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করতো। আর যখন তাদের কেউ আপন গোত্রীয় লোকদের সাথে মিলিত হতো এবং তারা তাদেরকে বলতো, "তোমরা কোন্ বস্তুর উপর ঈমান এনেছো?" তখন ঐসব লোক বলতো, "বানর ও বিচ্ছু ইত্যাদির উপর।" এ বাচনভঙ্গীতে তাদের উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, তারা উভয় পক্ষের সাথে সামাজিকতা ও যোগসূত্র রক্ষা করবে এবং কোন দিক থেকে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। এসব লোক মুনাফিক ছিলো। তাদের প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-২৪৬. শির্ক অথবা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ

টীকা-২৪৭. যুদ্ধ থেকে বিরত হয়ে।

টীকা-২৪৮. তাদের কুফর, বিশ্বাস-ঘাতকতা ও মুসলমানদের অনিষ্ট সাধনের কারণে।

টীকা-২৪৯. অর্থাৎ কাফিরের মত মু'মিনের রক্ত হালাল নয়; যায় বিধান উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং মুসলমানকে হত্যা করা, শরীয়তসম্মত কোন কারণ ব্যতিরেকে বৈধ নয়। আর মুসলমানের শান এ নয় যে, তার দ্বারা কোন মুসলমানের হত্যা সংঘটিত হবে, ভুলবশতঃ অবস্থা ব্যতিরেকে। যেমন– মারছিলো শিকারকে কিংবা শত্রু রাষ্ট্রের কাফিরকে, কিন্তু হাত লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে আঘাত পড়লো মুসলমানের গায়ে। অথবা এভাবে যে, কোন ব্যক্তিকে শত্রুরাষ্ট্রের কাফির মনে করে মারলো কিন্তু সে ছিলো মুসলমান।

টীকা-২৫০. অর্থাৎ তার উত্তরাধিকারীদেরকে দেয়া হবে। তারা সেটাকে ত্যাজ্য সম্পত্তির ন্যায় বন্টন করে নেবে।

★ وَلِيًّا এর দিকে নয়। অর্থাৎ পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত 'হত্যার নির্দেশ' থেকে এদেরকে আলাদা করা হয়েছে; কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করার অনুমতি দেয়া হয়নি।

'দিয়াৎ' (রক্তপণ) নিহতের ত্যাজ্য সম্পত্তির হুকুমের (বিধান) অন্তর্ভূক্ত। তা থেকে নিহতের কর্জও শোধ করা হবে, ওসীয়তও পূরণ করা হবে।

টীকা-২৫১. যাকে ভুলবশতঃ হত্যা করা হয়েছে

টীকা-২৫২. অর্থাৎ কাফির

টীকা-২৫৩. এবং রক্তপণ নয়।

টীকা-২৫৪. অর্থাৎ যদি নিহত ব্যক্তি যিম্মী (মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক) হয়, তবে তার জন্যও সেই বিধান, যা মুসলমানের জন্য প্রযোজ্য।

টীকা-২৫৫. অর্থাৎ কোন ক্রীতদাসের মালিক হতে না পারে

টীকা-২৫৬. লাগাতার রোযা রাখার অর্থ এ যে, সে রোযাগুলোর মধ্যখানে যেন রমযান এবং 'তাশরীক্ব' (কোরবানী)-এর দিনগুলো না হয় এবং মাঝখানে রোযাগুলোর ধারাবাহিকতা যেন ওযরবশতঃ কিংবা বিনা ওযরে, কোন মতেই ভঙ্গ না হয়।

শানে নযূলঃ এ আয়াত আইয়্যাশ ইবনে রবী'আহ্ মাখ্যূমীর প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। তিনি হিজরতের পূর্বে মক্কা মুক'ররামায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং পরিবারের লোকজনের ভয়ে মদীনা তৈয়্যবায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁর মা অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়লো এবং সে হারিস ও আবূ জাহ্ল- ঐ পুত্রদ্বয়কে, যারা আইয়্যাশের বৈমাত্রেয় ভাই ছিলো, একথা বললো, "আল্লাহ্র শপথ, না আমি ছায়ায় বসবো, না আহার করবো, না পানি পান করবো যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা আইয়্যাশকে আমার নিকটে নিয়ে আসবে।" উভয়ে হারিস ইবনে যায়দ ইবনে আবী অনীসাহ্কে সঙ্গে নিয়ে খোঁজ করার জন্য বের হলো এবং মদীনা তৈয়্যবায় পৌঁছে আইয়্যাশকে পেলো। আর তাকে মায়ের অস্থিরতা, ব্যতিব্যস্ততা ও পানাহার পরিহার করার সংবাদ শুনালো এবং আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে এ প্রতিশ্রুতি দিলো, "আমরা ধর্মের ব্যাপারে তোমাকে কিছুই বলবোনা।" এ ভাবে তারা আইয়্যাশকে মদীনা থেকে বের করে আনলো এবং মদীনার বাইরে এসে তাকে বেঁধে ফেললো এবং প্রত্যেকে একশ'টা করে চাবুক মারলো। অতঃপর মায়ের নিকট নিয়ে এলো। তখন মা বললো, "আমি তোমার বন্ধন খুলবোনা যতক্ষণনা তুমি তোমার ধর্ম ছেড়ে দেবে।" অতঃপর আইয়্যাশকে বাঁধা অবস্থায় রোদে ফেলে রাখলো। এসব মুসীবতে আক্রান্ত হয়ে আইয়্যাশ তাদের কথা মেনে দিলো এবং স্বীয় দ্বীন ছেড়ে দিলো। তখন হারিস ইবনে যায়দ আইয়্যাশকে তিরস্কার করতে লাগলো এবং বললো, "তুমি ঐ দ্বীনের উপর ছিলে- যদি সেটা সত্য হতো, তবে তুমি সত্যকে ছেড়ে দিয়েছো। আর যদি বাতিল হয়, তবে তুমি বাতিল দ্বীনের উপর ছিলে।" এ কথাটা আইয়্যাশের নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় হলো এবং আইয়্যাশ বললো, "আমি যদি তোমাকে একাকী পাই তবে আল্লাহর শপথ, অবশ্যই তোমাকে হত্যা করবো।" এরপর আইয়্যাশ পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং তিনি মদীনা তৈয়্যবায় হিজরত করলেন। এরপর হারিসও ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং হিজরত করে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে পৌঁছলেন; কিন্তু সেদিন আইয়্যাশ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, না তিনি হারিসের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে অবগত হলেন। ক্বোবার নিকটে আইয়্যাশ হারিসকে দেখতে পান এবং হত্যা করেন। তখন লোকেরা বললো, "হে আইয়্যাশ, তুমি খুব মন্দ কাজ করেছো। হারিস তো ইসলাম গ্রহণ করেছিলো।" এটা শুনে আইয়্যাশের খুব আফসোস হলো এবং তিনি সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্রতম দরবারে হাযির হয়ে ঘটনা আরয করে বললেন, "তাকে হত্যা করার পূর্ব পর্যন্ত তার ইসলাম গ্রহণের খবর আমার জানা ছিলো না।" এর প্রসঙ্গে এ আয়াতে করীমাহ্ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-২৫৭. মুসলমানকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা মহাপাপ এবং জঘন্যতম কবীরা গুনাহ্। হাদীস শরীফে আছে যে, গোটা দুনিয়া ধ্বংস হওয়া আল্লাহ্র নিকট একজন মুসলমানের হত্যা সংঘটিত হওয়া অপেক্ষা অধিকতর হাল্কা। অতঃপর এ হত্যা যদি ঈমানের শত্রুতার কারণে হয় কিংবা হন্তা সে হত্যাকে হালাল জানে তবে তা কুফরই।

فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

কিন্তু তারা ক্ষমা করে দিলে; অতঃপর যদি সে (২৫১) ঐ সম্প্রদায় থেকে হয়, যারা তোমাদের শত্রু (২৫২) এবং নিজে হয় মুসলমান, তবে শুধু একজন মুসলিম ক্রীতদাস আযাদ করা (অপরিহার্য) (২৫৩) এবং যদি সে এমন সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যে, তোমাদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে অঙ্গীকার রয়েছে, তবে তার লোকজনকে রক্তপণ অর্পণ করা হবে এবং একজন মুসলিম ক্রীতদাস আযাদ করা (অপরিহার্য) (২৫৪)। সুতরাং যার সামর্থ্য নেই (২৫৫) সে লাগাতার দু'মাস রোযা রাখবে (২৫৬)। এটা হচ্ছে আল্লাহ্র নিকট তার তাওবা; এবং আল্লাহ্ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়।

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

৯৩. এবং যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে জেনে-বুঝে হত্যা করে, তবে তার বদলা জাহান্নাম, দীর্ঘদিন তাতে থাকবে (২৫৭) এবং আল্লাহ্ তার উপর রুষ্ট হয়েছেন এবং তাকে অভিসম্পাত করেছেন। আর তার জন্য তৈরী রেখেছেন মহা শাস্তি।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ خلود 'দীর্ঘকাল'-এর অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং হত্যাকারী যদি শুধু পার্থিব শত্রুতার কারণে মুসলমানকে হত্যা করে এবং তাকে হত্যা করা বৈধ মনে না করে তবুও তার শাস্তি দীর্ঘকালের জন্য জাহান্নাম।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ خلود শব্দটা 'দীর্ঘকাল'-এর অর্থে ব্যবহৃত হলে ক্বোরআন করীমে সেটার সাথে اَبَدًا শব্দটা উল্লেখ করা হয় না। কাফিরদের সম্বন্ধে خلود 'স্থায়ী' অর্থে এসেছে। তখন এর সাথে اَبَدًا শব্দটাও উল্লেখ করা হয়েছে।

শানে নযূলঃ এ আয়াত মুক্বাইয়্যাস ইব্‌নে খাব্বাবাহ্‌র প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তার ভাইকে বনূ নাজ্জার গোত্রে নিহত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিলো এবং হত্যাকারী জানা ছিলোনা। বনূ নাজ্জার রসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে রক্তপণ পরিশোধ করলো। এরপর মুক্বাইয়্যাস শয়তানের প্ররোচনায় একজন মুসলমানকে গোপনে হত্যা করলো এবং রক্তপণের উট নিয়ে মক্কাভিমুখে রওনা দিলো এবং ধর্মত্যাগী হয়ে গেলো। সেই ইসলামের সর্বপ্রথম ধর্মত্যাগী ব্যক্তি ছিলো।

টীকা-২৫৮. কিংবা যার মধ্যে ইসলামের চিহ্ন পাও তার দিক থেকে হস্ত সংবরণ করো এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তার কুফর প্রমাণিত না হয়ে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত তার দিকে হাত বাড়িয়োনা। আবূ দাউদ ও তিরমিযী শরীফের হাদীসে আছে, সৈয়্যদে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সেন্যবাহিনীকে রওনা করতেন তখন নির্দেশ দিতেন, "যদি তোমরা মসজিদ দেখো কিংবা আযান শোনো তবে হত্যা করবে না।"

মাস্‌আলাঃ অধিকাংশ ফকীহ্ বলেছেন যে, যদি ইহুদী কিংবা খৃষ্টান এটা বলে যে, "আমি ঈমানদার", তবে তাকে ঈমানদার গণ্য করা যাবে না। কেননা, সে স্বীয় ধর্মবিশ্বাসকেই 'ঈমান' বলে এবং যদি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" বলে, তবুও তাকে মুসলমান বলা যাবে না, যতক্ষণ না সে আপন দ্বীন (ইহুদী কিংবা খৃষ্টধর্ম)-এর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে এবং তা বাতিল বলে স্বীকার করে। এ থেকে জানা গেলো যে, যে ব্যক্তি কোন 'কুফর'-এ লিপ্ত হয়, তার জন্য সে কুফরের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা এবং সেটাকে কুফর জ্ঞান করা অপরিহার্য।

সূরা ঃ ৪ নিসা — ১৮৩ — পারা ঃ ৫

৯৪. হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা জিহাদে যাত্রা করো তখন যাচাই করে নাও এবং যে তোমাদেরকে সালাম করে তাকে এটা বলোনা, 'তুমি মুসলমান নও (২৫৮)।' তোমরা ইহ-জীবনের সামগ্রী কামনা করছো। সুতরাং আল্লাহ্‌র নিকট প্রচুর অনায়াসলভ্য সম্পদ রয়েছে। পূর্বে তোমরাও এরূপ ছিলে (২৫৯)। অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন (২৬০)। সুতরাং তোমাদের উপর যাচাই করা অপরিহার্য (২৬১)। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের কার্যাদির খবর রয়েছে।	يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰٓى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝
৯৫. সমান নয় ঐ মুসলমানরা, যারা বিনা ওযরে জিহাদ থেকে বিরত থাকে এবং ঐ সব লোক, যারা আল্লাহ্‌র পথে স্বীয় প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে (২৬২)।	لَا يَسْتَوِي الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ

মানযিল - ১

টীকা-২৫৯. অর্থাৎ যখন তোমরা ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করেছিলে তখন তোমাদের মুখে 'কলেমা-ই-শাহাদাত' শ্রবণ করে তোমাদের প্রাণ ও সম্পদ নিরাপদ করে দেয়া হয়েছিলো এবং তোমাদের স্বীকারোক্তিকে মূল্যহীন সাব্যস্ত করা হয়নি। অনুরূপভাবে, ইসলামে প্রবেশকারীদের সাথে তোমাদেরও ভাল আচরণ করা উচিত।

শানে নযূলঃ এ আয়াত মিরদাস ইবনে নুহায়কের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যিনি ফিদ্‌কবাসীদের একজন ছিলেন এবং তিনি ব্যতীত তাঁর সম্প্রদায়ের কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি। তারা সংবাদ পেলো যে, ইসলামী সৈন্যদল তাদের প্রতি অগ্রসর হচ্ছে। তখন সে সম্প্রদায়ের সবাই পলায়ন করলো কিন্তু মিরদাস সেখানে রয়ে গেলেন। তিনি যখন দূর থেকে ইসলামী সৈন্যদলকে দেখলেন তখন সেটা কোন অমুসলিম সৈন্যদল কিনা তা যাচাই করার জন্য পাহাড়ের চূড়ায় স্বীয় ছাগলের পাল নিয়ে আরোহণ করলেন। মুসলিম সৈন্যদল যখন এসে পড়লো এবং তিনি যখন (না'রায়ে তকবীর) "আল্লাহু আকবর" -এর 'না'রা' (ধ্বনি) শুনলেন তখন নিজেও তাকবীরের ধ্বনি করতে করতে নেমে আসলেন আর বলতে লাগলেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্। আস্‌সালামু আলায়কুম।" মুসলিম সৈন্যরা ভাবলেন, "ফিদ্‌কবাসী সবাইতো কাফির। এ ব্যক্তি প্রতারণা করার জন্য মুখে ঈমান প্রকাশ করছে।" এ ধারণা করে হযরত উসামা ইবনে যায়দ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাকে কতল করলেন এবং তার ছাগলগুলো নিয়ে এলেন। যখন সৈয়্যদে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলেন, তখন সম্পূর্ণ ঘটনা আরয করলেন। (এটা শুনে) হুযূর (দঃ) বড়ই দুঃখবোধ করলেন। আর এরশাদ করেন, "তোমরা তার সামগ্রীর জন্যই তাকে হত্যা করেছো।" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়েছে এবং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উসামাকে নিহত ব্যক্তির ছাগলগুলো তার পরিবার-পরিজনের নিকট ফেরৎ দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

টীকা-২৬০. যে, তোমাদেরকে ইসলামের উপর অটলতা দান করেছেন এবং তোমরা যে মু'মিন সে কথা প্রসিদ্ধ করেছেন।

টীকা-২৬১. যাতে তোমাদের হাতে কোন ঈমানদার নিহত না হয়।

টীকা-২৬২. এ আয়াতে জিহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে যে, জিহাদকারীগণ এবং (জিহাদ না করে) যারা বসে থাকে, তারা সমান নয়। মুজাহিদদের জন্য মহা মর্যাদাসমূহ এবং পুরস্কার রয়েছে। আর এ মাস্‌আলাও প্রমাণিত হয় যে, যে সব লোক রোগ, বার্দ্ধক্য, অক্ষমতা, অন্ধত্ব, হাত-পা

অকেজো হওয়া কিংবা কোন ওযর থাকার কারণে জিহাদে হাজির না হয় তাদেরকে জিহাদের ফযীলত থেকে বঞ্চিত করা হবেনা, যদি নিয়ত (মনের ইচ্ছা) বিশুদ্ধ হয়। বোখারী শরীফে আছে, সৈয়দে আলম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ঐতিহাসিক তাবূকের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে এরশাদ করেন, "কিছু সংখ্যক লোক মদীনায় রয়ে গেছে। আমরা কোন ঘাঁটি কিংবা আবাদীতে চলার প্রাক্কালে তারা আমাদের সাথেই থাকতো; তাদেরকে ওযর বাধা প্রদান করেছে।"

টীকা-২৬৩. যারা ওযর হেতু জিহাদে হাযির হতে পারেনি, যদিও তারা নিয়তের সাওয়াব পাবে, কিন্তু জিহাদকারীগণ আমলের ফযীলত তাদের থেকে অধিক পাবেন।

আল্লাহ্ স্বীয় ধন-সম্পদ এবং প্রাণ দ্বারা জিহাদকারীদের মর্যাদাকে যারা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে তাদের চেয়ে বড় করেছেন (২৬৩); এবং আল্লাহ্ সকলের সাথে কল্যাণের ওয়াদা করেছেন (২৬৪); এবং আল্লাহ জিহাদকারীদেরকে, (২৬৫) যারা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে তাদের উপর মহা পুরস্কার দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন;

৯৬. তাঁর নিকট থেকে অনেক মর্যাদা, ক্ষমা এবং দয়া (২৬৬); আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۹۵﴾ دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۹۶﴾

রুকূ' – চৌদ্দ

৯৭. ঐসব লোক, যাদের প্রাণ ফিরিশতারা বের করেন, এমতাবস্থায় যে, তারা নিজেদের উপর অত্যাচার করতো, তাদেরকে ফিরিশতারা বলে, 'তোমরা কী অবস্থায় ছিলে?' তারা বলে, 'আমরা পৃথিবীতে দুর্বল ছিলাম (২৬৭)।' তারা বলে, 'আল্লাহ্‌র যমীন কি প্রশস্ত ছিলোনা যে, তোমরা তাতে হিজরত করতে!' সুতরাং এমন লোকদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম এবং অতীব মন্দ জায়গা ফিরে যাবার (২৬৮)।

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِىْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ؕ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ ؕ قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ؕ فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿۹۷﴾

৯৮. কিন্তু ঐসব লোক, যাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে– পুরুষ, নারীগণ ও শিশুগণ, যাদের না উপায়-অবলম্বনের সুযোগ হয় (২৬৯), না পথের সন্ধান জানে,

اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ﴿۹۸﴾

৯৯. তবে অনতিবিলম্বে আল্লাহ্ এমন লোকদেরকে ক্ষমা করবেন (২৭০) এবং আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।

فَاُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿۹۹﴾

১০০. এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে ঘরবাড়ী ত্যাগ করে বের হবে সে পৃথিবীতে বহু আশ্রয়স্থল এবং অবকাশ পাবে; এবং যে ব্যক্তি আপন ঘর থেকে বের হয়েছে (২৭১)

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِى الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً ؕ وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْۢ بَيْتِهٖ

টীকা-২৬৪. জিহাদে অংশগ্রহণকারীগণ হোক কিংবা তারাই হোক যারা ওযর হেতু বিরত থাকে।

টীকা-২৬৫. বিনা ওযরে

টীকা-২৬৬. হাদীস শরীফে আছে– আল্লাহ্ তা'আলা মুজাহিদদের জন্য জান্নাতের মধ্যে এমন একশ' উচ্চ মর্যাদা তৈরী করে রেখেছেন যে, প্রতি দু'টি মর্যাদার মাঝখানে এতটুকু দূরত্ব রয়েছে, যতটুকু দূরত্ব আসমান ও যমীনের মাঝখানে রয়েছে।

টীকা-২৬৭. শানে নুযূলঃ এ আয়াত ঐ সব লোকের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যারা ইসলামের কলেমা তো মুখে উচ্চারণ করেছে; কিন্তু যে যুগে হিজরত ফরয ছিলো তখন হিজরত করেনি এবং যখন মুশরিকগণ বদর যুদ্ধে মুসলমানদের সাথে মুকাবিলা করার জন্য গেলো তখন এসব লোক তাদের সাথী হলো এবং কাফিরদের সাথে নিহতও হলো। তাদের প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, কাফিরদের সাথে থাকা ও হিজরতের ফরয ছেড়ে দেয়া স্বীয় আত্মার উপর অত্যাচার করার নামান্তর।

টীকা-২৬৮. মাস্আলাঃ এ আয়াত বুঝাচ্ছে যে, যে ব্যক্তি আপন শহরে স্বীয় দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারছেনা এবং এ কথা জানে যে, অন্য স্থানে চলে যাওয়ার ফলে স্বীয় দ্বীনী কর্তব্যাদি পালন করতে পারবে, তার উপর হিজরত 'ওয়াজিব' হয়ে যায়। হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি স্বীয় দ্বীনের হেফাযতের জন্য একস্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর গ্রহণ করে, যদিও এক বিঘত পরিমাণ হয়, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায় এবং সে ব্যক্তির হযরত ইব্রাহীম এবং সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ লাভের সৌভাগ্য অর্জিত হবে।

টীকা-২৬৯. কুফরের যমীন থেকে বের হবার এবং হিজরত করার,

টীকা-২৭০. যেহেতু, তিনি দয়ালু (كـريـم)। আর দয়ালু (كـريـم) তিনিই, যিনি যা আশ্বাস দেন তা পূর্ণ করেন এবং নিশ্চিতভাবে ক্ষমা করেন।

টীকা-২৭১. শানে নুযূলঃ এর পূর্ববর্তী আয়াত যখন নাযিল হলো তখন জুনদাহ্ ইবনে যোমায়রাহ্ লায়সী সেটা শুনলেন। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ লোক ছিলেন।

তিনি বলতে লাগলেন, "আমি, যাদের উপর হিজরত ফরয হবার নির্দেশ বর্তায় তাদের বহির্ভূত (مستثنى) লোক হতেই পারিনা। কেননা, আমার নিকট এতটুকু সম্পদ রয়েছে, যা দ্বারা আমি মদীনা তৈয়্যবায় হিজরত করে পৌঁছতে পারি। আল্লাহর শপথ, মক্কা মুকার্‌রামায় আমি আর এক রাতও অবস্থান করবো না। আমাকে নিয়ে চলো।" সুতরাং তাঁরা তাকে একটা চৌকির উপর বহন করে চললো। 'মাক্বামে তান'ঈম' (স্থান) এসে তাঁর ইনতিকাল হয়ে গেলো। শেষ মুহূর্তে তিনি স্বীয় ডান হাত বাম হাতের উপর রাখলেন এবং বললেন, "হে প্রতিপালক, এটা তোমার এবং এটা তোমার রসূলের। আমি সেটার উপর বায়'আত গ্রহণ করেছি, যার উপর তোমার রসূল বায়'আত করেছেন।" এ খবর পেয়ে সাহাবা কেরাম বললেন, "আহা! যদি লোকটা মদীনা শরীফে পৌঁছতে পারতো তবে তার প্রতিদান কতোই মহান হতো!" আর মুশরিকগণ উপহাস করলো এবং বলতে লাগলো, "যে উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলো সেটা পেলোনা।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-২৭২. তাঁর ওয়াদাসমূহ এবং তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ায়। কেননা, কর্তব্যের দিক থেকে কোন বস্তু তাঁর উপর ওয়াজিব (অপরিহার্য) নয়। তাঁর শান এর বহু উর্ধ্বে।

মাস্‌আলাঃ যে কোন ব্যক্তি পুণ্যের ইচ্ছা করে এবং সেটা পূরণে অক্ষম হয়ে যায় সে সেই বন্দেগীর সাওয়াব পাবে।

মাস্‌আলাঃ বিদ্যার্জন, জিহাদ, হজ্জ, যিয়ারত, এবাদত-বন্দেগী, পৃথিবীতে অনাসক্তি, অল্পে তুষ্টি এবং হালাল রিয্‌ক্ব তালাশ করার জন্য জন্মভূমি ত্যাগ করা আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি হিজরতেরই শামিল। এ পথে মৃত্যুবরণকারী প্রতিদান (পুরস্কার) পাবে।

টীকা-২৭৩. অর্থাৎ চার রাক'আত বিশিষ্ট নামায দু'রাকাত পড়বে;

টীকা-২৭৪. কাফিরদের ভয় 'ক্বসর' (নামায সংক্ষিপ্ত) করার জন্য পূর্বশর্ত নয়।

আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি হিজরতকারী হয়ে, অতঃপর তাকে মৃত্যু পেয়ে বসেছে, তার পুরস্কার আল্লাহর দায়িত্বে এসে গেছে (২৭২)। এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

مُهَاجِرًا إِلَى اللّٰهِ وَ
رَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ
أَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

রুকূ' - পনের

১০১. এবং যখন তোমরা যমীনে সফর করো তখন তোমাদের এ'তে গুনাহ নেই যে, কোন কোন নামায 'ক্বসর' করে পড়বে (২৭৩); যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফির তোমাদেরকে কষ্ট দেবে (২৭৪)। নিশ্চয় কাফিরগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ
إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
إِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا

১০২. এবং হে মাহবুব! যখন আপনি তাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছেন (২৭৫), অতঃপর নামাযে তাদের ইমামত করেন (২৭৬),

وَإِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ

হাদীসঃ ইউ'লা ইবনে উমাইয়া হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে বললো, "আমরা তো নিরাপদে আছি। অতঃপর আমরা 'ক্বসর' করবো কেন?" বললেন, "আমারও তাতে আশ্চর্য লাগতো। তখন আমি সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম। হুযূর এরশাদ করলেন, এটা তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট থেকে 'সাদ্‌ক্বাহ' (দান)। তোমরা তাঁর সাদক্বাহ্ গ্রহণ করো।"

এ' থেকে এ মাস্‌আলা জানা যায় যে, সফরের মধ্যে চার রাক'আত বিশিষ্ট নামাযকে পুরোপুরি পড়া জায়েয নয়। কেননা, যেসব বস্তু কাউকে মালিক বানানোর যোগ্য নয় সেগুলোর সাদক্বাহ্ নিছক 'ইসক্বাত' (গুনাহ ক্ষমার আশায় দান করা) মাত্র; প্রত্যাখ্যানের অবকাশ রাখেনা। আয়াতের অবতরণকালে সফর আশংকামুক্ত ছিলোনা। এ জন্য আয়াতের মধ্যে সেটার উল্লেখ অবস্থার বিবরণ মাত্র; ক্বসর করার পূর্বশর্ত নয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা)-এর ক্বিরআতও এর পক্ষে দলীল, যার মধ্যে ان يفتنكم ان خفتم রয়েছে ব্যতীত। সাহাবা কেরামেরও এটার উপর আমল ছিলো যে, তাঁরা নিরাপদ সফরসমূহেও 'ক্বসর' পড়তেন। যেমন উপরোল্লেখিত হাদীস শরীফ থেকেও প্রমাণিত হয় এবং অন্যান্য হাদীস শরীফসমূহ থেকেও এটা প্রমাণিত হয়। আর পূর্ণ চার রাক'আত পড়ার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার সাদক্বাহ্ প্রত্যাখ্যান করা অনিবার্য হয়ে যায়। এ জন্য 'ক্বসর' জরুরী।

সফরের সময়সীমা

মাস্‌আলাঃ যে সফরে নামাযে ক্বসর করা হয় সেটার ন্যূনতম সময়সীমা তিন রাত তিন দিনের দূরত্ব (অতিক্রম করার সময়ই), যা উট অথবা পদব্রজে মাঝারি গতিতে অতিক্রম করা যায়। আর সেটার পরিমাণসমূহ স্থল, সাগর এবং পাহাড়সমূহের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে; সুতরাং যেই দূরত্ব মাঝারি গতিতে অতিক্রমকারীরা তিন দিনের মধ্যে অতিক্রম করে সেই সফরে 'ক্বসর' হবে।

মাস্‌আলাঃ মুসাফিরের দ্রুতগতি ও ধীরগতি কোন বিবেচনার বস্তু নয়। চাই সে তিন দিনের দূরত্ব তিন ঘন্টার মধ্যে অতিক্রম করুক, তখনো 'ক্বসর' পড়তে হবে। আর যদি একদিনের দূরত্ব তিন দিনেরও অধিক সময়ে অতিক্রম করে তখন 'ক্বসর' পড়তে হবেনা। মোট কথা, দূরত্বই বিবেচ্য।

টীকা-২৭৫. অর্থাৎ স্বীয় সাহাবা কেরামের মধ্যে।

টীকা-২৭৬. এ'তে ভয়সঙ্কুল অবস্থায় জামা'আত সহকারে নামায আদায় করার বিবরণ রয়েছে।

শানে নুযূলঃ (একদা) জিহাদে যখন মুশরিকগণ রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে দেখলো যে, তিনি তাঁর সমস্ত সাহাবীকে সাথে নিয়ে জমা'আত সহকারে যোহরের নামায আদায় করছেন, তখন তাদের আফসোস হলো যে, কেন তারা ঐ সময় হামলা করেনি এবং পরস্পর একে অপরকে বলতে লাগলো যে, কতই সুবর্ণ সুযোগ ছিলো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলতে লাগলো, "এর পরে আরেকটা নামায আছে, যা মুসলমানদের নিকট আপন মাতা-পিতা অপেক্ষাও প্রিয়, অর্থাৎ আসরের নামায। যখন মুসলমানগণ এ নামায আদায় করার জন্য দণ্ডায়মান হবে তখন পূর্ণ শক্তি সহকারে হামলা করে তাদেরকে হত্যা করো।" তখন হযরত জিব্রাইল (আলায়হিস্ সালাম) নাযিল হলেন এবং তিনি সৈয়্যদে আলম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) -এর দরবারে আরয করলেন, "এয়া রাসূলাল্লাহ্, এটা 'ভয়ের সময়কার নামায' (صَلٰوةُ الْخَوْف) এবং মহান আল্লাহ ফরমাচ্ছেন- وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ الآية ।

টীকা-২৭৭. অর্থাৎ উপস্থিত মুসল্লীদেরকে দু'দলে বিভক্ত করা হবে। তাদের একদল আপনার সাথে থাকবে। আপনি তাঁদেরকে নামায পড়াবেন এবং অপরদল শত্রুর মুকাবিলায় দণ্ডায়মান থাকবে।

টীকা-২৭৮. অর্থাৎ যে সব লোক শত্রুর মুকাবিলায় থাকবে। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, যদি জমা'আতে অংশগ্রহণকারী নামাযী উদ্দেশ্য হয় তবে ঐসব লোক এমন হাতিয়ার সাথে রাখবে, যাতে নামাযের মধ্যে কোনরূপ ক্ষতি না হয়। যেমন তরবারী ও খঞ্জর ইত্যাদি। কোন কোন তাফসীরকারকের অভিমত হচ্ছে- হাতিয়ার সাথে রাখার নির্দেশ উভয় দলের জন্য এবং এটাই সতর্কতার নিকটবর্তী।

টীকা-২৭৯. অর্থাৎ উভয় সাজদা করে রাক'আত পূর্ণ করে নেবে।

টীকা-২৮০. যাতে শত্রুর মুকাবিলায় দণ্ডায়মান হতে পারে।

তখন উচিৎ যেন তাদের মধ্য থেকে একটা দল আপনার সঙ্গে থাকে (২৭৭) এবং তারা (অপর দল) নিজেদের হাতিয়ার নিয়ে প্রস্তুত থাকে (২৭৮)। অতঃপর যখন তারা (যারা সাথে নামায আরম্ভ করেছে) সাজদা করে নেয় (২৭৯) তখন তারা হটে গিয়ে তোমাদের পেছনে এসে যাবে (২৮০)। এবং এখন দ্বিতীয় দল আসবে, যারা তখনো পর্যন্ত নামাযে শরীক ছিলোনা (২৮১), এখন তারা আপনার মুক্তাদী হবে এবং উচিৎ যেন স্বীয় আশ্রয় এবং হাতিয়ার নিয়ে অবস্থান করে (২৮২)। কাফিরদের কামনা হচ্ছে যে, কখনো তোমরা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র এবং আসবাবপত্র থেকে অসতর্ক হয়ে যাবে, তখনই তারা তোমাদের উপর একবারে ঝাঁপিয়ে পড়বে (২৮৩)।

فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَ
لْيَاْخُذُوْٓا اَسْلِحَتَهُمْ فَاِذَا سَجَدُوْا
فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَآئِكُمْ وَلْتَاْتِ
طَآئِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا
مَعَكَ وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ
وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ
اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ
عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ؕ وَلَا جُنَاحَ

টীকা-২৮১. এবং এখন পর্যন্ত শত্রুর মুকাবিলায় ছিলো,

টীকা-২৮২. 'আশ্রয়' মানে 'বর্ম' (زره) ইত্যাদি এমন সব অস্ত্র, যেগুলো দ্বারা শত্রুর হামলা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এগুলো সাথে রাখা প্রত্যেক অবস্থায় ওয়াজিব; যেমন অবিলম্বে এরশাদ হচ্ছে- خُذُوْا حِذْرَكُمْ । অন্যান্য হাতিয়ার সাথে রাখা মুস্তাহাব।

'নামাযে খাউফ' (صلوة الخوف) বা 'ভয়ের নামায'-এর সংক্ষিপ্ত নিয়ম হচ্ছে- প্রথম দল ইমামের সাথে এক রাক'আত পূর্ণ করে শত্রুর মুকাবিলায় চলে যাবে এবং দ্বিতীয় দল যারা শত্রুর মুকাবিলায় দণ্ডায়মান ছিলো (তারা) এসে ইমামের সাথে দ্বিতীয় রাক'আত পড়বে। অতঃপর শুধু ইমাম সালাম ফেরাবেন ও প্রথম দল এসে দ্বিতীয় রাক'আত ক্বিরআত ছাড়াই পড়ে নেবে এবং সালাম ফেরাবে ও শত্রুর মুকাবিলায় চলে যাবে। অতঃপর দ্বিতীয় দল আপন স্থানে এসে এক রাক'আত, যা বাকী ছিলো, ক্বিরআত সহকারে পূর্ণ করে সালাম ফেরাবে। কেননা, এসব লোক হচ্ছে 'মাসবূক' (যারা প্রথম ভাগের নামায ইমামের সাথে পড়তে পারেনি) এবং প্রথম দল "লাহিক্ব" (ঐ মুসল্লী, যে প্রথমে নামায ইমামের সাথে পেয়েছে, কিন্তু মাঝখানে বা শেষে কোন কারণবশতঃ পড়তে পারেনি।) হযরত ইবনে মাস্'ঊদ রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু থেকে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এভাবে 'সালাতুল খাউফ' (ভয়ের নামায) আদায় করেছেন বলে বর্ণিত আছে। হুযূর (দঃ)-এর পরও 'নামাযে খাউফ' সাহাবা কেরাম পড়তে থাকেন। ভয়সঙ্কুল অবস্থার মধ্যে শত্রুর মুকাবিলায় এ ধরণের গুরুত্ব সহকারে নামায আদায় করার ঘটনা থেকে একথা জানা যায় যে, জমা'আত কতই জরুরী।

মাসাইলঃ সফরের অবস্থায় যদি এ ধরণের ভয়ের সম্মুখীন হয় তবে তার নামাযের এ বিবরণ দেয়া হলো; কিন্তু যদি 'মুক্বীম' (মুসাফির নয় এমন লোক) এমন অবস্থার সম্মুখীন হয় তবে ইমাম চার রাক'আত বিশিষ্ট নামাযসমূহের মধ্যে প্রতি দলকে দু' দু'রাক'আত পড়াবেন। আর তিন রাক'আত বিশিষ্ট নামাযে প্রথম দলকে দু'রাকআত এবং দ্বিতীয় দলকে এক (রাক'আত পড়াবেন)।

টীকা-২৮৩. শানে নযূলঃ যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'যাত-আর-রাক্বা'-এর যুদ্ধ থেকে অবসরগ্রহণ করলেন এবং শত্রু পক্ষের অনেক লোককে গ্রেফতার করলেন, গণীমতের বিপুল মালও হস্তগত হলো এবং কোন মুকাবিলাকারী ও শত্রু অবশিষ্ট থাকলো না, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিশেষ প্রয়োজনে একাকী জঙ্গলে তাশরীফ নিয়ে যান। তখন শত্রু দলীয় জনৈক ব্যক্তি হুয়ায়রিস ইবনে হারিস মুহারেবী এ সংবাদ পেয়ে গোপনে পাহাড় থেকে নেমে আসলো এবং হঠাৎ হযরত (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট গিয়ে পৌঁছলো আর তরবারি উঁচিয়ে বলতে লাগলো, "হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে?" হুযূর (দঃ) এর জবাবে বললেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা।" এবং দো'আ করলেন। যখনই সে হুযূর (দঃ)-এর উপর তরবারি চালনার জন্য উদ্যত হলো, তখনই সে উপুড় হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো এবং তরবারি

হাত থেকে ছুটে গেলো। হুযূর (দঃ) সে তরবারি কুড়িয়ে নিয়ে বললেন, "তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে?" সে বলতে লাগলো, "আমাকে রক্ষাকারী কেউ নেই।" এরশাদ করেন, " أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ " পড়ো! তবে তোমার তরবারি তোমাকে ফেরৎ দেবো।" সে তা করতে অস্বীকৃতি জানালো আর বললো, "এরই অঙ্গীকার করতে পারি যে, আমি আপনার সাথে কখনো যুদ্ধ করবোনা এবং আমরণ আপনার কোন শত্রুর সাহায্য করবো না।" তিনি (দঃ) তার তরবারি তাকে ফেরৎ দিলেন। সে (তখন) বলতে লাগলো, "হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! অপনি আমার চাইতে বহুগুণে উত্তম।" এরশাদ করেন, "হাঁ, আমার জন্য এটাই শোভাময়।" এই প্রেক্ষাপটে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। আর হাতিয়ার ও আত্মরক্ষার সরঞ্জাম সাথে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (আহ্মদী)

টীকা-২৮৪. যে, সেটা সাথে রাখা সর্বদা জরুরী।

শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আন্হুমা বলেন, "হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আহত ছিলেন এবং তখন হাতিয়ার সাথে রাখা তাঁর জন্য অত্যন্ত কষ্টকর ও কঠিন ছিলো। তাঁর প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়েছে এবং ওযরের অবস্থায় হাতিয়ার খুলে রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

এবং বৃষ্টির কারণে যদি তোমাদের কষ্ট হয় কিংবা পীড়িত হও তবে স্বীয় অস্ত্রশস্ত্র খুলে রাখার মধ্যে তোমাদের ক্ষতি নেই এবং 'আশ্রয়' নিয়ে অবস্থান করো (২৮৪)। নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনার শাস্তি তৈরী করে রেখেছেন।

عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّنْ مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰىٓ أَنْ تَضَعُوٓا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ لِلْكٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

১০৩. অতঃপর যখন তোমরা নামায পড়ে নাও তখন আল্লাহ্র স্মরণ করো- দণ্ডায়মান হয়ে ও উপবিষ্ট হয়ে এবং কড়টসমূহের উপর শুয়ে (২৮৫)। অতঃপর যখন নিরাপদ হয়ে যাও তখন বিধি মোতাবেক নামায কায়েম করো। নিঃসন্দেহে নামায মুসলমানদের জন্য সময়-নির্দ্ধারিত ফরয (২৮৬)।

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُودًا وَّعَلٰى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰبًا مَّوْقُوتًا

১০৪. এবং কাফিরদের তালাশ করার বেলায় আলস্য করোনা। যদি তোমরা ক্লেশ পেয়ে থাকো, তবে তারাও ক্লেশ পায় যেমনি তোমরা পাও। এবং তোমরা আল্লাহ্র নিকট থেকে সেই আশা রাখো যা তারা রাখেনা। এবং আল্লাহ্ জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময় (২৮৭)।

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

রুকূ' - ষোল

১০৫. হে মাহবূব! নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের মধ্যে ফয়সালা করেন (২৮৮) যেভাবে

إِنَّآ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ

টীকা-২৮৫. অর্থাৎ আল্লাহ্র 'যিকর' বা স্মরণকে সর্বাবস্থায় অব্যাহত রাখো এবং কোন অবস্থাতেই আল্লাহ্র স্মরণ থেকে অলস হয়ো না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আন্হুমা) বলেছেন যে, "আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক ফরযের একটা সময়সীমা নির্দিষ্ট করেছেন একমাত্র 'যিকর' ব্যতীত; সেটার কোন সময়সীমা রাখেন নি বরং এরশাদ করেন, 'যিকর করো দণ্ডায়মান হয়ে, বসে, কড়টসমূহের উপর শুয়ে- রাতে হোক কিংবা দিনে; স্থলে হোক কিংবা জলে, সফরে কিংবা ঘরে, সচ্ছলতায় ও অভাবগ্রস্ত অবস্থায়; সুস্থতায় এবং অসুস্থতায়; গোপনে এবং প্রকাশ্যে।"

মাস্আলাঃ এ থেকে নামাযসমূহের অব্যবহিত পরেই 'কলেমা-ই-তাওহীদ' পাঠ করার সপক্ষে প্রমাণ স্থির করা যেতে পারে, যেমন পীর-মশাইখের নিয়ম রয়েছে এবং সহীহ্ হাদীস সমূহ থেকেও প্রমাণিত।

মাস্আলাঃ 'যিকর'-এর মধ্যে 'তাসবীহ' (সুব্হানাল্লাহ্ পাঠ করা), 'তাহমীদ' (আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করা) 'তাহ্লীল' (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করা), 'তাকবীর' (আল্লাহ আকবর বলা), 'সানা' (সুব্হানাকা বা আল্লাহ্র প্রশংসা- বাক্য আবৃত্তি করা) এবং 'দো'আ' (প্রার্থনা) করা সবই শামিল রয়েছে।

টীকা-২৮৬. কাজেই, এগুলোর সময়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা অপরিহার্য।

টীকা-২৮৭. শানে নযূলঃ উহুদের যুদ্ধ থেকে যখন আবূ সুফিয়ান এবং তার সঙ্গীরা ফিরে যাচ্ছিলো তখন রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যে সব সাহাবী উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদেরকে মুশরিকদের পিছু ধাওয়া করার জন্য নির্দেশ দিলেন। সাহাবা কেরাম ছিলেন আহত। তাঁরা নিজেদের আহত হওয়ার কথা আরয করলেন। এরই প্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-২৮৮. শানে নুযূলঃ আন্সার সম্প্রদায়ের বনী যোফর গোত্রের এক ব্যক্তি তা'মাহ্ ইবনে উবায়রাক স্বীয় প্রতিবেশী ক্বাতাদাহ ইবনে নো'মানের লৌহ-বর্ম চুরি করে সেটা আটার বস্তার মধ্যে লুকিয়ে যায়দ ইবনে সামীন ইহুদীকে গোপনে রাখতে দিলো। যখন বর্মের তল্লাশী চালানো হলো এবং তা'মার উপর সন্দেহ করা হলো তখন সে অস্বীকার করলো আর শপথ করে বসলো।

এদিকে বস্তাটা ছেঁড়া ছিলো এবং তা থেকে আটা মাটিতে পড়েছিলো। এর সূত্র ধরে লোকেরা ইহুদীর বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছলো। বস্তা সেখানে পাওয়া গেলো।

بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ١٠٥

আল্লাহ্ আপনাকে দেখিয়েছেন (২৮৯) এবং প্রতারণাকারীদের পক্ষ থেকে ঝগড়া করোনা।

وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٦

১০৬. এবং আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাও। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ١٠٧

১০৭. এবং তাদের পক্ষ থেকে ঝগড়া করোনা, যারা আপন আত্মাসমূহকে অবিশ্বস্ততার মধ্যে নিক্ষেপ করে (২৯০)। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন না কোন মহা প্রতারণাকারী পাপীকে।

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١٠٨

১০৮. লোকদের নিকট থেকে গোপন থাকে এবং আল্লাহ্‌র নিকট গোপন থাকেনা (২৯১) এবং আল্লাহ্ তাদের নিকটেই আছেন (২৯২) যখন অন্তরে সে কথার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যা আল্লাহ্‌র অপছন্দনীয় (২৯৩) এবং আল্লাহ্ তাদের কার্যাদিকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٠٩

১০৯. শুনছো, এই যে তোমরা (২৯৪)! পার্থিব জীবনে তোমরা তো তাদের পক্ষ থেকে ঝগড়া করেছো। সুতরাং কে তাদের পক্ষ থেকে ঝগড়া করবে আল্লাহ্‌র সাথে ক্বিয়ামতের দিনে কিংবা কে তাদের মধ্যস্থতাকারী হবে?

وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١١٠

১১০. এবং যে কেউ মন্দ কাজ কিংবা স্বীয় আত্মার উপর অত্যাচার করে, অতঃপর আল্লাহ্‌র নিকট থেকে ক্ষমা চায়, তাহলে আল্লাহ্‌কে ক্ষমাশীল, দয়ালু পাবে।

وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١١

১১১. এবং যে পাপ উপার্জন করে, তাহলে তার উপার্জন তার আত্মার উপর পতিত হয়; এবং আল্লাহ্ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময় (২৯৫)।

وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ١١٢ ع

১১২. এবং যে ব্যক্তি কোন দোষ কিংবা পাপ উপার্জন করেছে (২৯৬), অতঃপর সেটা কোন নিরপরাধ ব্যক্তির উপর নিক্ষেপ করেছে, সে অবশ্যই অপবাদ ও প্রকাশ্য গুনাহ্ বহন করেছে।

রুকূ' - সতের

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ

১১৩. এবং হে মাহবূব! যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া আপনার উপর না থাকতো (২৯৭) তবে তাদের মধ্যেকার কিছু লোক এটা চাচ্ছে যে, আপনাকে ধোকা দেবে; এবং তারা নিজেরা নিজেদেরকেই পথভ্রষ্ট করেছে (২৯৮)।

ইহুদী বললো, তা'মাহ্ তার নিকট সেটা রেখে গেছে এবং তাদের একটা দল তার পক্ষে সাক্ষী দিলো। আর তা'মাহ্‌র গোত্র বনী যোফরের লোকেরা এ মর্মে প্রতীজ্ঞা করলো যে, তারা ইহুদীকেই চোর সাব্যস্ত করবে এবং এর উপর শপথ করে ফেলবে যাতে তাদের গোত্র লজ্জিত না হয়। আর তাদের কাম ছিলো যে, রসূল করীম (দঃ) তা'মাহ্‌কে নির্দোষ খালাস দেবেন এবং ইহুদীকে শাস্তি দেবেন। এ জন্য তারা হুযূর (দঃ)-এর সামনে তা'মাহ্‌র পক্ষে এবং ইহুদীর বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলো। এ সাক্ষ্যের উপর কোন আলোচনা-সমালোচনা হয়নি। এ ঘটনা সম্পর্কেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে। (উল্লেখ্য,) এ আয়াত সম্পর্কে কতিপয় বর্ণনা এসেছে এবং সেগুলোর মধ্যে পরস্পর বিরোধও রয়েছে।

টীকা-২৮৯. এবং জ্ঞান দান করেছেন। 'ইল্‌মে ইয়াক্বীনী' যেহেতু অতি দৃঢ়ভাবে প্রকাশিত, সেহেতু সেটাকে (ইল্‌মে ইয়াক্বীন) 'দেখা' অর্থে ব্যবহার করেছেন। হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, কখনো কেউ যেন একথা না বলে, "আল্লাহ্ আমাকে যা দেখিয়েছেন আমি সেটার ভিত্তিতে ফয়সালা করেছি।" কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা এ বিশেষ পদ-মর্যাদা তাঁর নবীকেই (দঃ) দান করেছেন। তাঁর রায় সব সময় সঠিক ও নির্ভুল। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা হাক্বীকৃতসমূহ এবং ঘটনাবলী তাঁরই চোখের সামনে (প্রকাশ) করে দিয়েছেন। আর অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের মতামত ظن (অধিক সম্ভাবনাময় ধারণা)-এর মর্যাদা রাখে।

টীকা-২৯০. নির্দেশ অমান্য করে।

টীকা-২৯১. লজ্জাবোধ করে না

টীকা-২৯২. তাদের অবস্থা জানেন। তাঁর নিকট থেকে তাদের রহস্য গোপন থাকতে পারেনা

টীকা-২৯৩. যেমন তা'মাহ্‌র পক্ষপাতিত্ব করতে গিয়ে মিথ্যা শপথ এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা

টীকা-২৯৪. হে তা'মাহ্‌র সম্প্রদায়!

টীকা-২৯৫. কাউকে অপরের পাপের উপর শাস্তি প্রদান করেন না।

টীকা-২৯৬. 'সগীরাহ' (ছোটখাটো পাপাচার) কিংবা 'কাবীরাহ' (মহাপাপ, যা তাওবা ব্যতীত ক্ষমা করা হয়না)।

টীকা-২৯৭. আপনাকে নবী ও নিষ্পাপ করে এবং রহস্যাদি সম্পর্কে অবহিত করা দ্বারা।

টীকা-২৯৮. কেননা, সেটার প্রতিফল তাদেরই উপর বর্তাবে।

টীকা-২৯৯. কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সর্বক্ষণের জন্য নিষ্পাপ করেছেন

টীকা-৩০০. অর্থাৎ ক্বোরআন করীম

টীকা-৩০১. ধর্মীয় বিষয়াদি, শরীয়তের বিধানাবলী এবং অদৃশ্য জ্ঞানসমূহ

মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় হাবীব (দঃ)-কে সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞানসমূহ দান করেছেন এবং কিতাব ও হিকমতের রহস্যাবলী ও হাক্বীক্বতসমূহের উপর অবহিত করেছেন। এ মাস্আলাটা ক্বোরআন করীমের বহু সংখ্যক আয়াত ও হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণিত।

টীকা-৩০২. যে, আপনাকে সে সব নি'মাত (অনুগ্রহ) সহকারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য করেছেন।

টীকা-৩০৩. এটা সমস্ত মানুষের বেলায় ব্যাপক।

وَمَا يَضُرُّونَكَ
مِن شَيْءٍ ۚ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ
وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾

এবং আপনার কিছুই ক্ষতি করবেনা (২৯৯) আর আল্লাহ্ আপনার উপর কিতাব (৩০০) ও হিকমত অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা কিছু আপনি জানতেন না (৩০১) এবং আপনার উপর আল্লাহ্র মহা অনুগ্রহ রয়েছে (৩০২)।

لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا
مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ
إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ
ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ
نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

১১৪. তাদের অধিকাংশ পরামর্শের মধ্যে কোন মঙ্গল নেই (৩০৩) কিন্তু যেই নির্দেশ দেয়- খয়রাত (দান) কিংবা ভালকথা অথবা মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের এবং যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি চাওয়ার উদ্দেশ্যে এমন (কাজ) করে তাকে অনতিবিলম্বে আমি মহা প্রতিদান দেবো।

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا
تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ
جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

১১৫. এবং যে ব্যক্তি রসূলের বিরোধিতা করে এরপরে যে, সঠিক পথ তার সম্মুখে সুস্পষ্ট হয়েছে এবং মুসলমানদের পথ থেকে আলাদা পথে চলে, আমি তাকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দেবো এবং তাকে দোযখে প্রবেশ করাবো; এবং কতোই মন্দ স্থান প্রত্যাবর্তন করার (৩০৪)!

রুকূ' - আঠার

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ
مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن
يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾

১১৬. আল্লাহ্ এটা ক্ষমা করেন না যে, তাঁর কোন শরীক দাঁড় করানো হবে এবং এর নিম্নপর্যায়ে যা কিছু আছে তা যাকে চান ক্ষমা করে দেন- (৩০৫); এবং যে আল্লাহ্র শরীক দাঁড় করায় সে দূরের পথভ্রষ্টতার মধ্যে পতিত হয়েছে।

إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا ۚ

১১৭. এ অংশীবাদীগণ আল্লাহ্ ব্যতীত পূজা করেনা, কিন্তু কতেক স্ত্রী লোককে (৩০৬);

টীকা-৩০৪. এ আয়াত এ কথার প্রমাণ যে, 'ইজমা' বা উম্মতের ঐকমত্য 'শরীয়তের দলীল।' সেটার বিরোধিতা করা বৈধ নয়; যেমনিভাবে কিতাব ও সুন্নাহ্র বিরোধিতা করা বৈধ নয়। (মাদারিক)

আর এটা থেকে প্রমাণিত হলো যে, মুসলমানদের পথই 'সিরাত্বুল মুস্তাক্বীম' বা সোজা পথ। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছেযে, জমা'আত-এর উপর আল্লাহ্র হাত রয়েছে। অন্য এক হাদীসে আছে, "সাওয়াদ-ই-আ'যম' অর্থাৎ বড় জমা'আতের অনুসরণ করো। যে মুসলমানদের জমা'আত বা দল থেকে পৃথক হয়েছে সে দোযখবাসী।"

এ থেকে সুস্পষ্ট হলো যে, হক বা সত্য মযহাব (মতাদর্শ) হচ্ছে- 'আহলে সুন্নাত ওয়া জমাত'।

টীকা-৩০৫. শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা)-এর অভিমত হচ্ছে যে, এ আয়াত শরীফ এক গ্রাম্য বৃদ্ধ ব্যক্তির প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। সে বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে হাযির হয়ে আরয করলো, "হে আল্লাহ্র নবী! আমি বৃদ্ধ, গুনাহ্সমূহে নিমজ্জিত; কিন্তু যখন থেকে আমি আল্লাহ্র পরিচয় লাভ করেছি এবং তাঁর উপর ঈমান এনেছি, তখন থেকে আমি কখনো তাঁর সাথে শির্ক করিনি, তিনি ছাড়া কাউকে (প্রকৃত) সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করিনি, দুঃসাহসিকতার সাথে গুনাহে লিপ্ত হইনি এবং এক মুহূর্তের জন্যও আমি এ ধারণা করিনি যে, আমি আল্লাহ্র আওতা থেকে পলায়ন করতে পারবো। আমি লজ্জিত, তাওবাকারী এবং গুনাহ্র ক্ষমাপ্রার্থী। আল্লাহ্র নিকট আমার কি অবস্থা হবে?" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। এ আয়াত শরীফ এ মর্মে সুস্পষ্ট দলীল (نص) যে, 'শির্ক' ক্ষমা করা যাবে না, যদি মুশরিক স্বীয় শির্কের উপর মৃত্যুবরণ করে। কেননা, একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, মুশরিক, যে আপন শির্ক থেকে তাওবা করে এবং ঈমান আনে তার তাওবা ও ঈমান মকবূল হয়।

টীকা-৩০৬. অর্থাৎ স্ত্রীরূপী মূর্তিগুলোকে; যেমন- লাত, ওয্যা, মানাত ইত্যাদি। এগুলো স্ত্রীরূপী প্রতীমা এবং আরবের প্রত্যেক গোত্রের (নিজস্ব) বোত্ ছিলো, যাকে তারা পূজা করতো এবং সেটাকে সে গোত্রের 'উনসা' (স্ত্রী- প্রতীমা) বলতো।

হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) থেকে বর্ণিত ক্বিরআতে إِلَّا أَوْثَانًا (ইল্লা আওসানান্) এসেছে এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু

আন্হুমা)-এর ক্বিরআতে اِلَّا اُثُنًا 'ইল্লা ইসনান' এসেছে। এ থেকেও প্রমাণিত হলো যে, 'ইনাস' দ্বারা বোত্ই বুঝানো হয়েছে।

এক অভিমত এটাও আছে যে, আরবের মুশরিকগণ স্বীয় বাতিল উপাস্যদেরকে 'খোদার কন্যা' বলতো। অন্য এক অভিমত হচ্ছে যে, বোতগুলোকে অলংকার ইত্যাদি পরিধান করিয়ে স্ত্রী লোকদের ন্যায় সাজাতো।

টীকা-৩০৭. কেননা, তারই প্ররোচনার শিকার হয়ে প্রতিমা পূজা করে।

وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا ﴿١١٧﴾ لَّعَنَهُ اللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿١١٨﴾ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠﴾ أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿١٢١﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿١٢٢﴾ لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ ۗ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٢٣﴾

এবং পূজা করে না, কিন্তু বিদ্রোহী শয়তানকে (৩০৭)।

১১৮. যার উপর আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন এবং (সে) বলেছে (৩০৮), 'শপথ রইলো, আমি তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে কিছু নির্দ্ধারিত অংশ অবশ্যই নেবো (৩০৯)।

১১৯. শপথ রইলো, আমি নিশ্চয় তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে ছাড়বো এবং নিশ্চয় তাদের মধ্যে বাসনা সৃষ্টি করবো (৩১০) এবং অবশ্যই তাদেরকে নির্দেশ দেবো। অতঃপর তারা চতুষ্পদ পশুর কর্ণচ্ছেদ করবে (৩১১) এবং নিশ্চয়ই তাদেরকে বলবো। অতঃপর তারা আল্লাহ্র সৃষ্ট বস্তুগুলোকে বিকৃত করবে' (৩১২); এবং যে আল্লাহ্কে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছে সে সুস্পষ্ট ক্ষতির মধ্যে পতিত হয়েছে।

১২০. শয়তান তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং (তাদের মধ্যে) মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে (৩১৩) এবং শয়তান তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় না, কিন্তু ধোকার (৩১৪)।

১২১. তাদের ঠিকানা হচ্ছে দোযখ। তা থেকে নিষ্কৃতি পাবার স্থান (তারা) পাবে না।

১২২. এবং যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, অনতিবিলম্বে আমি তাদেরকে বাগানসমূহে নিয়ে যাবো, যে গুলোর পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, সদা সর্বদা তারা সে গুলোর মধ্যে থাকবে। আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য; আল্লাহ্ অপেক্ষা কার কথা অধিক সত্য?

১২৩. কাজ না তোমাদের খেয়াল-খুশী অনুসারে (৩১৫) এবং না কিতাবীদের কামনা অনুসারে (৩১৬)। যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে (৩১৭) (সে) তার প্রতিফল পাবে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত নিজের জন্য না কোন অভিভাবক পাবে, না কোন সাহায্যকারী (৩১৮)।

টীকা-৩০৮. শয়তান,

টীকা-৩০৯. তাদেরকে আমার অনুগত করবো।

টীকা-৩১০. বিভিন্ন ধরণের। কখনো দীর্ঘ জীবনের, কখনো পার্থিব আরাম-আয়েশের, কখনো কু-মনোবৃত্তিসমূহের, কখনো এটার, কখনো ওটার।

টীকা-৩১১. সুতরাং তারা এমন করলো যে, উট্নী যখন পাঁচবার প্রসব করতো, তখন তারা সেটাকে ছেড়ে দিতো এবং ওটা দ্বারা উপকৃত হওয়াকে নিজেদের উপর হারাম করে নিতো এবং সেটার দুধ বোতগুলোর জন্য নির্দ্ধারিত করে নিতো। আর সেটাকে 'বহীরাহ্' বলতো। শয়তান তাদের মনে একথা বদ্ধমূল করেছিলো যে, এমন কাজ করা ইবাদত।

টীকা-৩১২. পুরুষদের নারীদের মতো রঙ্গীন পোষাক পরিধান করা, নারীদের ন্যায় কথাবার্তা বলা ও আচরণ করা, 'সুরমা' অথবা সিন্দুর ইত্যাদি দিয়ে শরীরের উপর উল্কি আঁকা এবং চুলের মধ্যে চুল মুড়ে বড় বড় জটলা পাকানোও এর মধ্যে শামিল রয়েছে।

টীকা-৩১৩. এবং হৃদয়ের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের মিথ্যা বাসনা ও প্ররোচনা সৃষ্টি করে, যাতে মানুষ পথভ্রষ্টতার মধ্যে পতিত হয়।

টীকা-৩১৪. কেননা, যে বস্তুর উপকারের ধারণা সৃষ্টি করে প্রকৃত পক্ষে সেটার মধ্যে মারাত্মক ক্ষতি থেকে যায়।

টীকা-৩১৫. যা তোমরা ধারণা করে বসেছো যে, বোত্ তোমাদের উপকার করবে।

টীকা-৩১৬. যারা বলে, "আমরা আল্লাহ্র পুত্র ও প্রিয় পাত্র। আমাদেরকে আগুন দিন কতেকের অধিক জ্বালাবে না।" ইহুদী ও খৃষ্টানদের ধারণাও মুশরিকদের ন্যায় বাতিল।

টীকা-৩১৭. চাই মুশরিকদের মধ্যে হোক কিংবা ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্য থেকে।

টীকা-৩১৮. এ হুমকি কাফিরদের বিরুদ্ধে।

টীকা-৩১৯. মাস্আলাঃ এ'তে এ মর্মে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কর্মসমূহ ঈমানের 'অংশ' নয়।

টীকা-৩২০. অর্থাৎ আনুগত্য ও নিষ্ঠা অবলম্বন করেছে।

টীকা-৩২১. যা দ্বীন ইসলামেরই মতো। হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস সালাম)-এর শরীয়ত ও দ্বীন নবীকুল সর্দার (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য দ্বীন-ই-মুহাম্মদীর (দঃ) বৈশিষ্ট্যাবলী তা থেকেও অধিক। দ্বীন-ই-মুহাম্মদীর অনুসরণ করলে হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস সালাম)-এর দ্বীন ও শরীয়তের অনুসরণ হয়ে যায়। যেহেতু আরবের লোকেরা এবং ইহুদী ও খৃষ্টানগণ সবাই হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামের প্রতি সম্পর্ক স্থাপনে গর্ববোধ করতো এবং তাঁর শরীয়ত তাদের সবার নিকট গ্রহণীয় ছিলো। যেহেতু শরীয়তে মুহাম্মদী (দঃ) সেটাকে শামিল করে নেয়। কাজেই, তাদের সকনের জন্য দ্বীন-ই-মুহাম্মদীর মধ্যে দাখিল হওয়া ও সেটাকে গ্রহণ করা অপরিহার্য।

টীকা-৩২২. خلت (خليل শব্দের মূল) খাঁটি ভালবাসা এবং (প্রেমাস্পদ ব্যতীত) অন্য কারো থেকে সম্পর্কচ্ছেদকেই বলা হয়। হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালাতু ওয়াত্ তাসলীমাতও এ ধরণের গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। এ জন্য তাঁকে 'খলীল' বা 'আল্লাহ্‌র ঘনিষ্ট বন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

এক অভিমত এটাও রয়েছে যে, 'খলীল' ঐ প্রেমিককে বলা হয়, যার ভালবাসা পরিপূর্ণ ও নিখুঁত। এ অর্থটাও হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মধ্যে পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, সমস্ত নবী (আলায়হিমুস সালাম)-এর মধ্যে যেসব পূর্ণতা রয়েছে, সবই নবীকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর মধ্যে রয়েছে। হুযূর (দঃ) আল্লাহ্‌র 'খলীল'ও। যেমন বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে; এবং 'হাবীব'-ও; যেমন তিরমীযী শরীফের হাদীসে আছে যে, [হুযূর (দঃ) এরশাদ করেন], "আমি আল্লাহ্‌র 'হাবীব' এবং এটা আমি অহংকার করে বলছিনা।"

টীকা-৩২৩. এবং সেগুলো তাঁরই জ্ঞান ও কুদরতের আওতার মধ্যে রয়েছে। জ্ঞানের আওতা এটা যে, কোন বস্তুর জন্য যত ধরণের দিক থাকতে পারে, তন্মধ্যে কোন দিকই 'জ্ঞান' বহির্ভূত থাকে না।

টীকা-৩২৪. শানে নুযূলঃ অন্ধকার যুগে আরবের লোকেরা নারী ও শিশুদেরকে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিশ সাব্যস্ত করতোনা। যখন 'মীরাস' (উত্তরাধিকার) সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন তারা আরয করলো, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! নারী এবং ছোট শিশুরাও কি ওয়ারিশ হবে?" হুযূর তাদেরকে এ আয়াত দ্বারা জবাব দিলেন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হা বলেন, এতিমদের অভিভাবকদের নিয়ম ছিলো যে, যদি এতিম বালিকা সম্পদ ও সৌন্দর্যের অধিকারীনী হতো, তবে তাকে স্বল্প মহর নির্দ্ধারণ করে বিবাহ করে নিতো। আর যদি সুন্দরী ও সম্পদের অধিকারীনী না হতো তবে তাকে ছেড়ে দিতো। আর যদি সুন্দরী না হতও সম্পদশালীনী হতো, তবে তাকে বিবাহ করতো না এবং এ ভয়ে অপরের সাথেও বিয়ে দিতো না যে, সে সম্পদের অংশীদার হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতগুলো নাযিল করে তাদেরকে এসব স্বভাব থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিলেন।

১২৪. এবং যা কিছু সৎ কাজ করবে, পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক এবং যদি হয় মুসলমান (৩১৯) তবে, তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে এবং তাদেরকে অণু পরিমাণও কম দেয়া হবে না।

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ﴿۱۲۴﴾

১২৫. এবং সে ব্যক্তি অপেক্ষা কার দ্বীন উত্তম, যে আপন চেহারা আল্লাহ্‌র জন্য ঝুঁকিয়ে দিয়েছে (৩২০) এবং সে সৎ কর্মপরায়ণ এবং ইব্রাহীমের দ্বীনের উপর চলে (৩২১), যে প্রত্যেক প্রকার বাতিল থেকে পৃথক ছিলো? এবং আল্লাহ্ ইব্রাহীমকে আপন ঘনিষ্ট বন্ধু রূপে গ্রহণ করেছেন (৩২২)।

وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ﴿۱۲۵﴾

১২৬. এবং আল্লাহ্‌রই জন্য, যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনের মধ্যে, এবং প্রত্যেক বস্তুর উপর আল্লাহ্‌র ক্ষমতা রয়েছে (৩২৩)।

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيْطًا ﴿۱۲۶﴾

রুকূ' – উনিশ

১২৭. এবং আপনার নিকট নারীদের সম্পর্কে 'ফত্ওয়া' জিজ্ঞাসা করছে (৩২৪)। আপনি বলে দিন, 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাদের সম্পর্কে ফত্ওয়া দিচ্ছেন; এবং তাও (বলে দিচ্ছেন,) যা তোমাদের নিকট ক্বোরআনের মধ্যে পাঠ করা হয় ঐ এতিম কন্যাদের সম্পর্কে যাদেরকে তোমরা প্রদান করছোনা যা তাদের জন্য নির্দ্ধারিত রয়েছে (৩২৫) এবং তাদেরকে বিবাহাধীন আনতেও বিমুখ থাকছো এবং দুর্বল (৩২৬)

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَآءِ ۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۙ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ فِىْ يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِىْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ

টীকা-৩২৫. মীরাস থেকে

টীকা-৩২৬. এতিম

টীকা-৩২৭. তাদের পূর্ণ প্রাপ্য তাদেরকে অর্পণ করো;

টীকা-৩২৮. 'দুর্ব্যবহার' তো এভাবে যে, তার নিকট থেকে পৃথক থাকে, পানাহার সরবরাহ করেনা অথবা প্রয়োজনের তুলনায় কম দেয় কিংবা মারধর বা গালিগলাজ করে। আর 'উপেক্ষা' এ যে, ভালবাসেনা, কথাবার্তা বর্জন করে কিংবা কম করে।

টীকা-৩২৯. এবং এ আপোষ-নিষ্পত্তির জন্য স্বীয় প্রাপ্যসমূহের বোঝা হ্রাস করে নেয়ার উপর রাজি হয়ে যায়

টীকা-৩৩০. এবং দুর্ব্যবহার ও বিচ্ছেদ উভয়টি অপেক্ষা শ্রেয়

টীকা-৩৩১. প্রত্যেকে আপন আরাম-আয়েশই চায় এবং নিজে কোন কষ্ট সহ্য করে অপরের আরামকে প্রাধান্য দেয়না;

টীকা-৩৩২. এবং অপছন্দনীয় হওয়া সত্ত্বেও নিজের বর্তমান স্ত্রীদের উপর ধৈর্যধারণ করো, সঙ্গদানজনিত কর্তব্যের প্রতি সযত্ন হয়ে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করো। তাদেরকে কষ্ট দেয়া, মানসিক নির্যাতন করা ও বিবাদ সৃষ্টিকারী কথাবার্তা বলা থেকে বিরত থাকো এবং সহবাস ও সামাজিকতায় সদাচরণ করো
আর এ কথা জেনে রেখো যে, তারা তোমাদের নিকট আমানত স্বরূপ।

টীকা-৩৩৩. তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কর্মসমূহের প্রতিদান দেবেন।

টীকা-৩৩৪. অর্থাৎ যদি একাধিক স্ত্রী থাকে তবে এটা তোমাদের সামর্থ্যের আওতায় নয় যে, প্রত্যেক বিষয়ে তোমরা তাদেরকে সমান রাখবে এবং কোন বিষয়েই কাউকেও কারো উপর প্রাধান্য পেতে দেবেনা– না মিল-মুহাব্বতে, না কামনা ও আকর্ষণে, না সামাজিকতা ও মেলা-মেশায়, না দৃষ্টিপাত ও মনোনিবেশে। তোমরা চেষ্টা করেও এটা করতে পারবে না। কিন্তু যদি এতটুকু তোমাদের সাধ্যাতীত হয় (আয়াত দেখুন!)

আর উক্ত কারণেই এসব বাধ্যবাধকতার বোঝা তোমাদের দায়িত্বে রাখা হয়নি এবং আন্তরিক ভালবাসা ও স্বভাবজাত আকর্ষণ, যা তোমাদের ইখ্তিয়ারাধীন নয়, তাতে সমতা রক্ষা করার নির্দেশ তোমাদেরকে দেয়া হয়নি।

টীকা-৩৩৫. বরং এটা জরুরী যে, যে পর্যন্ত তোমাদের সামর্থ্য ও ইখ্তিয়ার আছে সেই পর্যন্ত সমানভাবে আচরণ করো। ভালবাসা ইচ্ছাধীন বস্তু নয়, তবে কথা-বার্তা, সদাচার, পানাহার, পোষাক-পরিচ্ছদ ও কাছে রাখা এবং এমন সব বিষয়ে সমতা রক্ষা করা তো ইচ্ছাধীন ও ক্ষমতাভুক্ত– এসব বিষয়ে উভয়ের সাথে সমান আচরণ করা আবশ্যকীয় ও অপরিহার্য।

টীকা-৩৩৬. স্বামী-স্ত্রী পরস্পর আপোষ-নিষ্পত্তি না করে এবং তারা পৃথক হওয়াকেই শ্রেয় মনে করে ও 'খুলা' সহকারে পরস্পর পৃথক হয়ে যায় কিংবা স্বামী, স্ত্রীকে তালাক্ব প্রদান করে তার 'মহর' এবং 'ইদ্দতের' (তালাকের পর যে নির্দ্ধারিত সময় স্ত্রীকে বিবাহ ইত্যাদি থেকে বিরত থাকতে হয়) মধ্যে খোরপোষের অর্থ আদায় করে দেয় এবং অনুরূপভাবে তারা

টীকা-৩৩৭. এবং প্রত্যেককে উত্তম বিনিময় দান করবেন।

শিশুদের সম্বন্ধে; এবং এটাও যে, এতিমদের প্রতি ন্যায় বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো (৩২৭);' এবং তোমরা যেই সৎকর্ম করো, আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অবহিত রয়েছেন।

مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتٰمٰى
بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ
فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ۝

১২৮. এবং যদি কোন নারী আপন স্বামীর দুর্ব্যবহার অথবা উপেক্ষার আশংকা করে (৩২৮), তবে তার জন্য এতে গুনাহ্ নেই যে, পরস্পরের মধ্যে আপোষ-নিষ্পত্তি করে নেবে (৩২৯) এবং আপোষ-নিষ্পত্তি উত্তম (৩৩০) এবং অন্তরসমূহ লোভ-লিপ্সার ফাঁদে আটক রয়েছে (৩৩১); এবং যদি তোমরা সৎকর্ম ও খোদাভীরুতা অবলম্বন করো (৩৩২) তবে তোমাদের কর্মসমূহ সম্পর্কে আল্লাহ্ খবর রাখেন (৩৩৩)।

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا
نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ
الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ
اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝

১২৯. এবং তোমরা কখনো পারবেনা স্ত্রীদেরকে সমানভাবে রাখতে, এবং যতোই ইচ্ছা করো না কেন (৩৩৪), তখন এমন যেন না হয় যে, এক স্ত্রীর দিকে সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়বে যার দরুন অপর স্ত্রীকে ঝুলানো অবস্থায় রেখে দেবে (৩৩৫); এবং যদি তোমরা সৎকর্ম ও খোদাভীরুতা অবলম্বন করো তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ
وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

১৩০. এবং যদি তারা উভয়ে (৩৩৬) পরস্পর পৃথক হয়ে যায়, তবে আল্লাহ্ তাঁর প্রাচুর্য দ্বারা তোমাদের প্রত্যেককে অপরের দিক থেকে অভাবমুক্ত করে দেবেন (৩৩৭) এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়।

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا
مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا
حَكِيمًا ۝

টীকা-৩৩৮. তাঁরই আনুগত্য করো এবং তাঁর নির্দেশের বরখেলাপ করোনা, 'তাওহীদ' (আল্লাহ্‌র একত্ববাদ) ও শরীয়ত (খোদায়ী বিধান)-এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো। এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, তাক্বওয়া ও পরহেয্‌গারীর নির্দেশ 'প্রাচীন' (قـــديـم); সমস্ত উম্মতের উপর এর তাকীদ প্রদত্ত হয়ে আসছে।

১৩১. এবং আল্লাহ্‌রই যা কিছু আসমান সমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে রয়েছে; এবং নিশ্চয়ই আমি তাকীদ দিয়েছি তাদেরকে, যাদেরকে তোমাদের পূর্বে কিতাব প্রদান করা হয়েছে এবং তোমাদেরকেও; যেন (তোমরা) আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাকো (৩৩৮) এবং যদি কুফর করো, তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌রই যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে রয়েছে (৩৩৯); এবং আল্লাহ্ অভাবমুক্ত (৩৪০), যাবতীয় প্রশংসাভাজন।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ۝

১৩২. এবং আল্লাহ্‌রই যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে রয়েছে এবং আল্লাহ্ যথেষ্ট কর্ম সমাধাকারী।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝

১৩৩. হে মানবকূল! তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে নিয়ে যাবেন (৩৪১) এবং অন্যান্যদেরকে নিয়ে আসবেন; এবং এর উপর আল্লাহ্‌র ক্ষমতা রয়েছে।

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ۝

১৩৪. যে ব্যক্তি দুনিয়ার পুরস্কার চায়, তবে আল্লাহ্‌রই নিকট দুনিয়া ও আখিরাত– উভয়েরই পুরস্কার রয়েছে (৩৪২) এবং আল্লাহ্‌ই শ্রোতা, দ্রষ্টা।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۝

রুকূ' – বিশ

১৩৫. হে ঈমানদারগণ! ন্যায় বিচারের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য প্রদানকারী অবস্থায়, যদিও তাতে তোমাদের নিজেদের ক্ষতি হয় অথবা মাতাপিতার কিংবা আত্মীয়-স্বজনের; যায় বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দাও সে বিত্তবান হোক কিংবা বিত্তহীন (৩৪৩), সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌রই সেটার সর্বাধিক ইখতিয়ার রয়েছে। সুতরাং প্রবৃত্তির অনুগামী হয়োনা যাতে সত্য থেকে আলাদা হয়ে পড়ো; এবং যদি তোমরা হেরফের করো (৩৪৪) অথবা মুখ ফিরিয়ে নাও (৩৪৫), তবে আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের কর্মসমূহের খবর রয়েছে (৩৪৬)।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۫ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰۤى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗۤا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝

১৩৬. হে ঈমানদারগণ! ঈমান রাখো আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রসূলের উপর (৩৪৭) এবং সেই

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ

টীকা-৩৩৯. সমগ্র পৃথিবী তাঁরই অনুগতদের দ্বারা পরিপূর্ণ। তোমাদের কুফরের কারণে তাঁর ক্ষতি কি!

টীকা-৩৪০. সমস্ত সৃষ্টি থেকে এবং তাদের এবাদত থেকে।

টীকা-৩৪১. নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন

টীকা-৩৪২. অর্থ এ যে, যে ব্যক্তির স্বীয় কর্মের বিনিময়ে দুনিয়াই উদ্দেশ্য থাকে এবং তার উদ্দেশ্য এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ হয়, আল্লাহ্ তাকে তা দিয়ে দেন এবং আখিরাতের সাওয়াব থেকে সে বঞ্চিত থাকে। আর যে ব্যক্তি কর্ম আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং পরকালের সাওয়াবের উদ্দেশ্যে করে, তবে আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখিরাত– উভয়ের মধ্যে সাওয়াব প্রদানকারী। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে শুধু দুনিয়া তথা ইহকালের প্রার্থী হয় সে মূর্খ, নিকৃষ্ট এবং কাপুরুষ।

টীকা-৩৪৩. কারো মন রক্ষার্থে এবং পক্ষপাতিত্ব করে ন্যায় থেকে বিচ্যুত হয়োনা এবং যেন কোন আত্মীয়তা ও সম্পর্ক সত্য কথা বলার ক্ষেত্রে বাঁধ সাধতে না পারে,

টীকা-৩৪৪. সত্য কথা বর্ণনার ক্ষেত্রে এবং যা উচিৎ তা না বলো

টীকা-৩৪৫. যথাযথভাবে সাক্ষ্য প্রদান করা থেকে,

টীকা-৩৪৬. 'যেমন কর্ম তেমন ফল' দেবেন।

টীকা-৩৪৭. অর্থাৎ ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো। এ অর্থ তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (হে ঈমানদারগণ) দ্বারা সম্বোধন মুসলমানদেরকেই করা হয়। আর যদি সম্বোধন ইহুদী এবং খৃষ্টানদেরকে করা হয় তবে অর্থ এ হবে, "ও হে কোন কোন কিতাব ও কোন কোন রসূলের উপর ঈমান স্থাপনকারীরা! তোমাদের উপর এ (আয়াতে বর্ণিত) নির্দেশ হয়েছে।" আর যদি সম্বোধন মুনাফিকদেরকে করা হয়, তবে অর্থ এ যে, "হে ঈমানের শুধু বাহ্যিক দাবীদারগণ! নিষ্ঠার সাথে ঈমান নিয়ে এসো।" (এখানে) 'রসূল' দ্বারা নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং 'কিতাব' দ্বারা 'ক্বোরআন পাক'-এর কথা বুঝানো হয়েছে।

শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেছেন যে, এ আয়াত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম, আসাদ, উসায়দ, সা'লাবাহ্ ইবনে

وَالْكِتٰبِ الَّذِیْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ یَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓىٕكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًۢا بَعِیْدًا ۝

কিতাবের উপর, যা আপন সেই রসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন এবং সেই কিতাবের উপর যা পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন (৩৪৮)। আর যে ব্যক্তি অমান্য করে আল্লাহকে এবং তাঁর ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ, রসূলগণ এবং ক্বিয়ামতকে (৩৪৯), তবে সে অবশ্যই দূরের পথভ্রষ্টতার মধ্যে পড়েছে।

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ یَكُنِ اللّٰهُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِیَهْدِیَهُمْ سَبِیْلًا ۝

১৩৭. নিশ্চয় ঐ সব লোক, যারা ঈমান এনেছে, অতঃপর কাফির হয়েছে, অতঃপর ঈমান এনেছে, অতঃপর কাফির হয়েছে, অতঃপর কুফরের মধ্যে আরো অগ্রসর হয়েছে (৩৫০), আল্লাহ্ তাদেরকে না কখনো ক্ষমা করবেন (৩৫১), না তাদেরকে সৎপথ দেখাবেন।

بَشِّرِ الْمُنٰفِقِیْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِیْمَا ۝

১৩৮. শুভ সংবাদ দিন মুনাফিকদেরকে যে, তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

الَّذِیْنَ یَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِیْنَ اَوْلِیَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِیْنَ ؕ اَیَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِیْعًا ۝

১৩৯. ঐ সব লোক, যারা মুসলমানদের ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে (৩৫২), তারা কি ওদের নিকট সম্মান তালাশ করে? তবে সম্মান তো সব আল্লাহরই জন্য (৩৫৩)।

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَیْكُمْ فِی الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰیٰتِ اللّٰهِ یُكْفَرُ بِهَا وَیُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰی یَخُوْضُوْا فِیْ حَدِیْثٍ غَیْرِهٖۤ

১৪০. এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের উপর কিতাব (৩৫৪)-এর মধ্যে অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা আল্লাহ্র আয়াতসমূহ সম্পর্কে শুনবে যে, সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে এবং সেগুলোর প্রতি বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তবে সে সব লোকের সাথে বসো না, যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় লিপ্ত হয় (৩৫৫)।

ক্বায়স, সালাম, সালমাহ্ এবং ইয়ামীনের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। এঁরা কিতাবী সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈমানদার ছিলেন। (তাঁরা একদিন) রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে হাযির হলেন এবং আরয করলেন, "আমরা আপনার উপর এবং আপনার কিতাবের উপর, হযরত মূসা (আলায়হিস সালাম) ও তাওরীতের উপর এবং হযরত ওযায়র (আলায়হিস সালাম)-এর উপর ঈমান আনছি, কিন্তু এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কিতাব ও রসূলগণের উপর ঈমান আনবোনা।" হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে বললেন, "তোমরা আল্লাহ্র উপর এবং তাঁর রসূল মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর, ক্বোরআন মজীদ এবং সেটার পূর্ববর্তী প্রত্যেক কিতাবের উপর ঈমান আনো।" এর সমর্থনে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-৩৪৮. অর্থাৎ ক্বোরআন পাকের উপর এবং ঐসব কিতাবের উপর ঈমান আনো যেগুলো আল্লাহ্ তা'আলা ক্বোরআন শরীফের পূর্বে স্বীয় নবীগণের উপর নাযিল করেছেন।

টীকা-৩৪৯. অর্থাৎ সেগুলোর মধ্যে কোন একটাকেও অমান্য করে। কারণ, কোন একজন রসূল এবং একটা মাত্র কিতাবকে অমান্য করাও সব কটিকে অমান্য করার শামিল।

টীকা-৩৫০. শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন যে, এ আয়াত ইহুদীদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যারা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের উপর ঈমান এনেছিলো। অতঃপর গো-বাছুরের পূজা করে কাফির হয়ে গিয়েছিলো। সেটার পর আবার ঈমান আনলো। অতঃপর হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম এবং ইঞ্জীলকে অমান্য করে কাফির হয়ে গেলো। অতঃপর সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং ক্বোরআন করীমকে অস্বীকার করে কুফরের মধ্যে আরো অগ্রসর হলো।

অপর এক অভিমত অনুযায়ী, এ আয়াত মুনাফিকদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যারা একবার ঈমান এনে আবার কাফির হয়ে যায়। পুনরায় ঈমান আনার পর আবার ও কাফির হয়ে যায় অর্থাৎ তারা স্বীয় ঈমানের কথা প্রকাশ করে, যেন তাদের উপর মু'মিনদের মতো বিধি-বিধান জারী হয়। অতঃপর কুফরের দিকে অগ্রসর হয়। অর্থাৎ কুফরের উপরই তাদের মৃত্যু হয়।

টীকা-৩৫১. যতক্ষণ পর্যন্ত কুফরের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করে। কেননা, 'কুফর' ক্ষমা করা হয় না। কিন্তু যখন কাফির তাওবা করে এবং ঈমান আনে (তখন ক্ষমা করা হয়)। যেমন এরশাদ করেন– قُلْ لِّلَّذِیْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ یَّنْتَهُوْا یُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ (অর্থাৎ হে হাবীব (দঃ)! আপনি বলে দিন কাফিরদেরকে যে, তারা যদি 'কুফর' থেকে বিরত হয় (তাওবা করে), তবে তাদের পূর্ববর্তী পাপ ক্ষমা করা হবে।)

টীকা-৩৫২. এটা ঐ মুনাফিকদের অবস্থা, যাদের ধারণা ছিলো যে, ইসলামের বিজয় হবেনা। আর তারা এ কারণেই কাফিরদেরকে শক্তিশালী ও প্রভাবশালী মনে করে তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতো এবং তাদের সাথে মিলেমিশে থাকাকে সম্মানজনক মনে করতো; অথচ কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা নিষিদ্ধ এবং তাদের সাথে মেলামেশার মাধ্যমে সম্মানের প্রত্যাশা করা বাতিল।

টীকা-৩৫৩. এবং তারই জন্য, যাকে তিনি সম্মান দান করেন। যেমন, নবীগণ ও মু'মিনগণ।

টীকা-৩৫৪. অর্থাৎ ক্বোরআন

টীকা-৩৫৫. কাফিরদের সাথে উঠা-বসা এবং তাদের মজলিশে অংশগ্রহণ করা, অনুরূপভাবে, অন্যান্য বে-দ্বীন ও পথভ্রষ্টদের সভা-মজলিশে অংশগ্রহণ

করা এবং তাদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ ও সঙ্গ অবলম্বন করা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।

টীকা-৩৫৬. এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, কুফরের উপর যে সন্তুষ্ট থাকে সেও কাফির।

টীকা-৩৫৭. এ থেকে তাদের উদ্দেশ্য 'গণীমত' হাসিলে অংশগ্রহণ করা এবং ভাগ চাওয়া।

টীকা-৩৫৮. যে, আমরা তোমাদেরকে হত্যা করতাম, গ্রেফতার করতাম! কিন্তু আমরা তো এর কিছুই করিনি।

إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾

অন্যথায় তোমরাও তাদের মতো হবে (৩৫৬)। নিঃসন্দেহে, আল্লাহ্ মুনাফিক এবং কাফির সবাইকে জাহান্নামের মধ্যে একত্রিত করবেন।

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

১৪১. ঐ সব লোক, যারা তোমাদের (শুভা-শুভ) অবস্থার প্রতীক্ষা করে, তবে যদি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমাদের বিজয় লাভ হয়, তবে (তারা) বলে, 'আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না (৩৫৭)?' এবং ভাগ্য (বিজয়) যদি কাফিরদের অনুকূলে হয় তবে তাদেরকে বলে, 'তোমাদের উপর কি আমাদের ক্ষমতা ছিলোনা (৩৫৮)? এবং আমরা তোমাদেরকে মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা করেছি (৩৫৯)।' সুতরাং আল্লাহ্ তোমাদের সবার মধ্যে (৩৬০) ক্বিয়ামত-দিবসে ফয়সালা করে দেবেন (৩৬১) এবং আল্লাহ্ কাফিরদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন পথ (করে) দেবেন না (৩৬২)।

রুকূ' – একুশ

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾

১৪২. নিশ্চয় মুনাফিক লোকেরা নিজেদের ধারণায়, আল্লাহ্কে প্রতারিত করতে চায় (৩৬৩); বস্তুতঃ তিনিই তাদেরকে অন্যমনস্ক করে মারবেন; আর যখন নামাযে দাঁড়ায় (৩৬৪) তখন মনভোলা অবস্থায় (৩৬৫), মানুষকে দেখায় (মাত্র) এবং আল্লাহ্কে স্মরণ করেনা কিন্তু অল্প সংখ্যক লোক (৩৬৬)।

مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿١٤٣﴾

১৪৩. মাঝখানে দোদুল্যমান থাকে (৩৬৭), না এদিকের, না ওদিকের (৩৬৮); এবং যাকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন, তবে তার জন্য কোন পথ পাবে না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

১৪৪. হে ঈমানদাররা! কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা মুসলমানদের ব্যতীত (৩৬৯)।

টীকা-৩৫৯. এবং তাদেরকে বিভিন্ন ধরণের বাহানা করে বাধা দিয়েছি এবং তাদের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করেছি। কাজেই, এখন তোমরা আমাদের এ আচরণের প্রতি যত্নবান হও এবং ভাগ দাও। (এটা মুনাফিকদের অবস্থায় বিবরণ।)

টীকা-৩৬০. হে ঈমানদারগণ এবং মুনাফিকগণ!

টীকা-৩৬১. এভাবে যে, মু'মিনদেরকে জান্নাত দান করবেন এবং মুনাফিকদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।

টীকা-৩৬২. অর্থাৎ কাফিরগণ মুসলমানদেরকে না নিশ্চিহ্ন করতে পারবে, না তাদের সাথে বিতর্কে জয়ী হতে পারবে। আলিমগণ এ আয়াত থেকে কতিপয় মাস্‌আলা অনুমান করেছেন ১) কাফির মুসলমানদের ত্যাজ্য সম্পত্তির ওয়ারিশ হয় না, ২) কাফির মুসলমানদের নিকট থেকে মুনিবত্ব লাভ করে সম্পত্তির মালিক হতে পারেনা, ৩) মুসলিম গোলামকে ক্রয় করার অধিকার কাফিরের নেই এবং ৪) 'যিম্মী'র পরিবর্তে মুসলমানকে (ক্বিসাসের মধ্যে) কতল করা যাবে না। (জুমাল)

টীকা-৩৬৩. কেননা, প্রকৃতপক্ষে তো আল্লাহ্কে প্রতারিত করা সম্ভবপর নয়;

টীকা-৩৬৪. ঈমানদারদের সাথে

টীকা-৩৬৫. কেননা, ঈমান তো নেই-ই যাতে আল্লাহ্র এবাদত-বন্দেগী, স্বাদ ও আনন্দ উপভোগ করবে; নিছক লোক দেখানোর জন্য। এ কারণে, মুনাফিকদের নিকট নামায বোঝা বলে মনে হয়।

টীকা-৩৬৬. এভাবে যে, মুসলমানদের নিকট থাকলে তো নামায পড়ে আর পৃথক হলে পড়ে না।

টীকা-৩৬৭. কুফর ও ঈমানের

টীকা-৩৬৮. না খাঁটি মুমিন, না প্রকাশ্য কাফির।

টীকা-৩৬৯. এ আয়াতে মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে যে, কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা মুনাফিকদের স্বভাব। তোমরা তা থেকে বিরত থাকো।

টীকা-৩৭০. স্বীয় মুনাফিকীর; এবং জাহান্নামের উপযোগী হয়ে যাবে?

টীকা-৩৭১. মুনাফিকের শাস্তি কাফিরদের চেয়েও কঠোর। কেননা, তারা দুনিয়ার নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে প্রকাশ করে মুজাহিদদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে এবং কাফির হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদেরকে প্রতারিত করা এবং দ্বীন ইসলামকে বিদ্রূপ করা তাদের স্বভাবই ছিলো।

টীকা-৩৭২. মুনাফিকী থেকে।

টীকা-৩৭৩. উভয় জগতে। ★★

أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿١٤٤﴾

তোমরা কি এটা চাও যে, নিজেদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ স্থির করে নেবে (৩৭০)?

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾

১৪৫. নিশ্চয় মুনাফিক দোযখের সর্বনিম্নস্তরে রয়েছে (৩৭১) এবং তুমি কখনো তাদের কোন সাহায্যকারী পাবে না। ★

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٤٦﴾

১৪৬. কিন্তু সে সব লোক, যারা তাওবা করেছে (৩৭২) এবং সংশোধন করেছে আর আল্লাহ্‌র রজ্জুকে আঁকড়ে ধরেছে এবং নিজেদের দ্বীনকে শুধু আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে করে নিয়েছে, তবে এরা মুসলমানদের সাথে রয়েছে (৩৭৩) এবং অবিলম্বে আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে মহা পুরস্কার দেবেন।

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١٤٧﴾

১৪৭. এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে কি করবেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং ঈমান আনো? এবং আল্লাহ্ পুরস্কারদাতা সর্বজ্ঞ। ★★

★ জাহান্নামে সাতটা 'স্তর' (طبقات) রয়েছে, যেগুলোকে دركات (দারাকাত) বলা হয়। কারণ, সেই 'স্তরগুলো' একটা অপরটার অনুগামী হয়। অর্থাৎ একটা শেষ হতেই অপরটা আরম্ভ হয়ে যায়। এক স্তর অপর স্তরের উপরে-নীচে হয়। অনুরূপভাবে, বেহেশতের মধ্যেও 'স্তরসমূহ' রয়েছে, যে গুলোকে ' درجات ' (দারাজাত) বলা হয়। সুতরাং জান্নাতের সর্বাপেক্ষা উচ্চ 'স্তর' (درجه) তিনিই লাভ করবেন, যাঁর 'আমল' (কর্ম) সর্বাপেক্ষা উচ্চ ও মহান হয়। পক্ষান্তরে, জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরের সেই উপযোগী হবে, যার আমল সর্বাপেক্ষা মন্দ হয়, গুনাহ্ও সর্বাপেক্ষা বেশী হয়। মুনাফিকদেরকে ঐ 'তাবাকাহ্' বা স্তরে দেয়া হবে যা জাহান্নামের স্তরসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নীচে। সেটার অপর নাম 'হাভীয়াহ্'

হাদীসঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস্‌উদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে اَلدَّرْكُ الْاَسْفَل (জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তর) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো (যে, তা কি?)। তিনি বললেন, "তা হচ্ছে জাহান্নামীদের কালো বর্ণের আবাসস্থলসমূহ, যেগুলোর মধ্যে মুনাফিকদেরকেই বন্দী করে বাইরের দিকে দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হবে।"

মুনাফিকরেদকে কঠিনতম শাস্তি দেয়ার কারণ হচ্ছে, তাদের অপকর্ম বেশী- ১) কুফর, ২) দ্বীন নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও ৩) মুসলমানদের নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করা ইত্যাদি। এতদ্‌ভিত্তিতে, মুনাফিক কাফিরদের চেয়েও জঘন্যতর হলো।

পূর্বোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমান- إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ অর্থাৎ নিশ্চয় মুনাফিকগণ, তাদের ধারনায়, আল্লাহ্‌র সাথে ধোকা করতে চায়, অর্থাৎ ঐ পন্থাই অবলম্বন করে, যা ধোকাবাজদেরই পন্থার মতো হয়; যেমন- প্রকাশ্যে নিজেকে ঈমানদার বলে দাবী করে, কিন্তু অন্তরে কুফরকেই গোপন করে। আর আল্লাহ্ তা'আলাও তাদেরকে অন্য মনস্ক করে মারবেন। অর্থাৎ তাদের সাথে ঐ ধরণের আচরণ করেন, যেমনটি তারা করে থাকে। যেমন- তাদের জান-মালকে হিফাযত করেন কিন্তু আখিরাতে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে তাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করেন, দুনিয়াতে লাঞ্ছনা ও শাস্তিতে লিপ্ত করেন, কষ্টে ফেলেন এবং আতঙ্কগ্রস্ত করে রাখেন।

হাদীসঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, ক্বিয়ামতে ঈমানদারদের মতো তাদের জন্য (মুনাফিকদের জন্য) ও 'নূর' (আলো) আনাহবে। ঐ নূরের বরকতে মু'মিনগণ অনায়াসে 'পুলসিরাত' অতিক্রম করতে থাকবেন। আর মুনাফিকদের জন্য ঐ নূর নির্বাপিত হয়ে যাবে। অতঃপর মুনাফিকগণ ঈমানদাদের নিকট আরয করবে, "তোমাদের নূর আমাদের জন্যও আনো! যাতে আমরা পুলসিরাতের উপর দিয়ে অনায়াসে অতিক্রম করে যেতে পারি।" ফিরিশ্‌তাগণ তাদেরকে পুলসিরাতের উপর জবাব দেবেন- "তোমরা তোমাদের নূর তালাশ করো আর পেছনের দিকে ফিরে গিয়ে যেখান থেকে সম্ভব হয় নিয়ে এসো।" কিন্তু তারা না পেছনের দিকে যেতে পারবে, না তাদের নিকট কোন শক্তি থাকবে। এমনই (শোচনীয়) অবস্থা দেখে মু'মিনগণ ভয় পেয়ে যাবেন এ ভেবে যে, কখনো তাঁদের নূরও নিভে যাবে কিনা। এ কারণে তাঁরা তখন আরয করবেন رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ- অর্থাৎ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমদের নূরকে পরিপূর্ণ করে দাও এবং আমাদেরকে ক্ষমা করো! নিশ্চয় তুমি সর্ববিষয়ে শক্তিমান।" (সুতরাং মু'মিনগণ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহক্রমে, পুলসিরাত অতিক্রম করে যাবেন, কিন্তু মুনাফিকগণ জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে নিক্ষিপ্ত হবে।)

★★ 'পঞ্চম পারা' সমাপ্ত।